













গোথ-সংগ্ৰহ	চিহ্ন-সংগ্ৰহ	
১১। নিবেদন দাখী (কবিতা)	১৮। সোকেটাবী ষ্টাণ্ডলিন ও চেয়ারম্যান মণ্ডাটিক	৪০৯
ঈনিবেদন চক্ৰবৰ্তী	১৯। শঙ্কৰপ্ৰসন্ন দেৱ নব অশ্বপত্তি হস্তগত হৱেছে	৪০৯
১২। কবিতা (উপভাষা)	২০। দুৰবীক্ষণমুক্ত রাশিয়ান রাইফেল	৪০৯
বনমাল	২১। যুদ্ধক্ষেত্ৰ ভাৱী কামান গোলা ইত্যাদি যন্ত্ৰে নেৰাৰ জন্তে তৈৰী জাৰ্মানীৰ ভাষাভাষা এঞ্জিন	৪০৯
১৩। হুংগাৰী (কবিতা)	২২। যুদ্ধক্ষেত্ৰে মালবাহী ট্ৰাকসমূহ	৪১০
ঈনিবেদন চক্ৰবৰ্তী	২৩। ব্ৰিটিশ নাবিক সৈন্ত	৪১০
১৪। কবিতা : গান—দাহানা দেবী	২৪। জাৰ্মানীৰ একাধিক অধ্যক্ষাধী ট্যাক	৪১০
১৫। হুংগাৰী—দিলীপকুমাৰ ৰায়	২৫। বোমাৰিশাবাদ বিঃ ব্ৰিটিশ একাধিক ছোট বোমা পৰীক্ষা কৰেছে	৪১০
১৬। ষাটীৰ কলশাস্ত্ৰে ঐতিহাসিকতা (আলোচনা)	২৬। কৰ্মাণী ৰাজত আত্ম কৰ্ম	৪১১
১৭। অধ্যাপক ঈনিবেদন চক্ৰবৰ্তী	২৭। প্যারাম্বুটবাহিনী	৪১১
১৮। আৰণ শকা (কবিতা)	২৮। জিৰানটাবেৰ নিকটবৰ্তী ব্ৰিটিশ নোবাহিনী	৪১১
১৯। কাদেৰ নগৰ	২৯। এক দল ভাৱতীৰ সৈনিক	৪১২
২০। বেঙ শত বংসৰ পূৰ্বৰ বাঙলা পত্ৰ	৩০। যুদ্ধবিৱৰ্তিৰ পৰ কৰ্মাণী সৈনিক	৪১২
২১। কৰ্মক্ষেত্ৰনাথ সেন	৩১। কৰ্পোৱান আলেকজাণ্ডাৰ বিকাৰ্ছটিক	৪১২
২২।	৩২। ব্ৰিটিশ সাবমিৰিন	৪১৩

লেখ-সূচী	চিত্র-সূচী
২০। বার্লিনে—অসিম্পিক গেমস ( সচিত্র ) ডাঃ গোয়াচাঁদ নন্দী	৪১। মানকুণ্ডুর উদ্ভাদ আশ্রম ...
২৪। বসন্ত-বন্দনা ( কবিতা ) শ্রীবীজনাথ চন্দ্রবর্জী	৪২। ভদ্রকালী সাহিত্য সমিতিতে রবীন্দ্র অমৃতী ...
২৫। অঙ্ককর্ষ ( উপন্যাস ) শ্রীমতী নিকুপমা দেবী	৫৩। পরলোকগত কাউন্সিলর নটবর দত্ত ...
২৬। ভট্ট কুমারিলের পবিত্র শ্রীপঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ	৪৪। যুক্ত নিবৃত্ত বৃত্তীশ সৈন্তগণকে নদীতে পুল নির্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ...
২৭। শবরীর প্রতীক্ষা ( কবিতা )	৪৫। শ্রীপার্বতীশঙ্কর সেন ...
২৮। ব্রজ শর্মা ক্রেটি ( গল্প )	৪৬। পাঞ্জিনায় কৃষক সম্মিলন ...
২৯। বঙ্গজননী ( কবিতা ) শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৪৭। ঢাকা মেল দৃষ্টিনা ...
৩০। বঙ্গজননী ( কবিতা ) শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	৪৮। " " " ...
৩১। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৪৯। আই এফ এ শীল্ড ...
৩২। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৫০। এ রায় চৌধুরী ...
৩৩। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৫১। নির্মূল ঘোষ ...
৩৪। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৫২। আব ভট্টাচার্য ...
৩৫। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৫৩। এস জুই ...
৩৬। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৫৪। মহারাণা ক্লাব ...
৩৭। বঙ্গ ! বঙ্গ ! বঙ্গ ! শ্রীমুখীবঙ্গন ঘোষ	৫৫। দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন ...

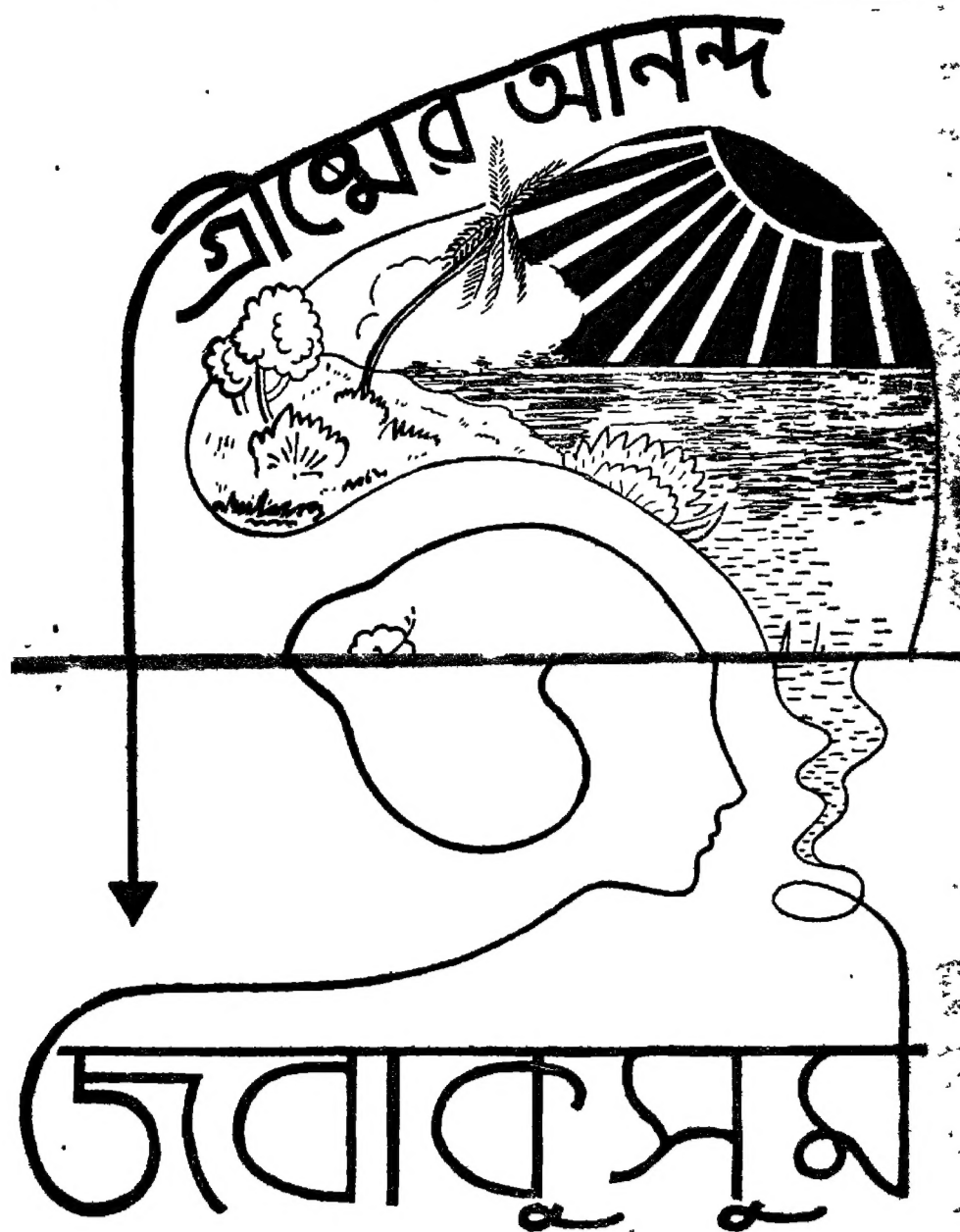
শ্রীমুখী

- ২। দ্বিধাতে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত অহরলাল নোহরী।
- ৩। সিংহাশ্রয় পণ্ডিত মানমোহন মালব্য ও ছিন্নভূত মাধব শ্রীধরী আসনে।
- ৪। জাপানের নৃত্তন প্রবান দ্বিতী ত্রিংশ কোনেই।
- ৫। বাঙ্গালার গভর্নর সাব জন ডার্কস্ট হোজার পুন্নিষ হুগাবির্টেওর্ট রায় বাক্সের রাধাবেন্দ্র বসোপাধ্যায়ের সহিত সোপাশাল কনেটবল পাইদর্শন করিয়েভেছেন।

- ৫। পূনা কংগ্রেস হাউস।
- ৬। করটিতে কেনিয়ারাই ভারতীয় নৈজদক।
- ৭। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে নতুন টেলিকোন জাইন সংযোগ উপলক্ষে সংবর্ত জনবৃদ্ধ।
- ৮। ভিক্ষাগোপজনে বন্ধন—এখানে নতুন জাহাজ নির্মাণের কারখানা খোলা হইতেছে।
- ৯। বৃটিশ সম্রাটগণের বাসগৃহ সেন্ট জেমস জ্যাসাদে এখন যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য স্থানিতবাড় বাণ্য হইয়াছে।

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]



দাঁতকণ্ঠ	১।০	দীপালি	১।০	পায়ের ধূলা	২।২	কেশবচন্দ্রের	
চোখাচোখের		নোনার সিঁড়ি	১।৬০	শৈলবানার		সংখ্যক	১।০
পুষের গাধিক	১।০	পাতালের ডাক	১।০	বিপত্তি	২।০	অতি বোয়াল	১।০
নরেশচন্দ্রের		হুবহুনাথ গঙ্গাপাখায়ের		ভেজস্বতী	১।০	বিজোহী ভূষণ	১।০
পায়ের ছাপ	২।০	হুগুতুকা	১।০	নবিতা	২।২	কোতিধরীর	
বেয়াজের খেলারত	২।২	বৈরাগা যোগ	১।০	শান্তি	১।০	ছানাপাখ	১।০
শিহল পুষের শেষে	২।২	কিরণশঙ্করের		শিবসুন্দার গোস্বামীর		কালীপ্রসাদের	
ভক্তগী ভাষ্য	২।২	সপ্তপর্বা	১।০	করে তুমি আশ্রবে	১।০	মহা-মুহুর্তে	১।০
রবীন্দ্র সৈন্যের		মুক্তবিন্দনী শান্তিহুধার		বিধগতির		ঘরের বো	২।২
উদ্যমীর মার্চ	২।২	গোলক ধাঁধা	২।২	ঘরের ডাক	২।২	পল্লীর ঝোণ	২।০
জিলোচন কবিরাজ		শৈলজার		বহুচ্যুত	১।০	দীতাদেবীর	
মাণিক ভট্টাচার্য্যর		নারণ নাত্র	১।০	ঐভাবতীর		মাতৃ-ঋণ	২।২
শঙ্কর	১।০	বধুবরণ	১।০	তীর্থযাত্রী	২।২	বজ্রা	২।০
ঔশাচ	১।০	অলাহুত	১।০	ঘূর্ণি হাওয়া	২।২	হুখাংকুনার খোয়ের	
অজেকিনিকর	২।২	গঙ্গা যমুনা	২।২	অভচারিণী	২।০	সহপাঠিনী	২।২
হেমেন্দ্রলাল হায়ের		মণিহুলালের		পাঁচুগোপালের		নকশাপাল দানের	
শিঞ্জির খেরাল	১।০	স্বনতা	১।৬০			সাগর দোজার ডেউ	১।০
নারায়ণের		কল্পজাতা	১।০	মদনভুজের পর	১।০	হিন্দু-পাপভী	১।০
পায়ের পুতৌ	১।০					অবশ্যে	১।০

[১০৩] কেশবচন্দ্রের অষ্টোপাখ্যান গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট কবিতাকাল

৩৩। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী			
৩৪। সায়থিকী	...	৪১৬	
৩৯। খেলাধুলা	...	৪২০	
৪০। সাক্ষিত্য-সংবাদ	...	৪৩৩	
	...	৪৪০	

বহুবর্ণ চিত্র

- ১। বজা
- ২। কংশ-কারাগার
- ৩। প্রভুগাথ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত [৬১]

সিন্ধুভাষ্য

(অষ্টম সংস্করণ) দাম তিন টাকা।  
সিন্ধুভাষ্যের লেখক বাঙালি অনেক নরনারীর নিকটই নিখ্যাত  
কবিদের আদৃত করিয়া উপস্থাপিত হইয়াছে। সে কবিদের ছন্দ  
করিয়া আসল সত্য বাহারা উদ্ঘাটন করিয়াছেন লেখক তাহাদের মধ্যে  
অন্ততঃ। বর্তমান পরিবর্তিত সংস্করণে অনেক নতুন তথ্য মুদ্রিত হইয়াছে।

অভ্যুদয়

দীনব জ্ঞানের প্রকৃত ধারণা কি, অজ্ঞাত ও অজ্ঞের বলিতে কি পরিমাণ  
জ্ঞান ব্যর্থ, ধর্ম কি, প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ সমালোচনা। দাম এক টাকা।

নীতিশাস্ত্র

পরিবর্তিত নতুন তথ্য সম্বলিত হইয়া বাহির হইয়াছে। দাম—দুই টাকা।  
প্রথম দ্রষ্টব্য পাঠ্য গ্রন্থ। ১০০।১২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্ধান্তমতানুসারে পদ্ধতিগত সমস্ত অঙ্কগণনা



দ্রষ্টব্য  
দ্রষ্টব্য  
দ্রষ্টব্য

দ্রষ্টব্য  
দ্রষ্টব্য  
দ্রষ্টব্য

দ্রষ্টব্য  
দ্রষ্টব্য  
দ্রষ্টব্য

২০। ভাগবতে রূপক ত্রিংশবর্ষি সাংখ্যতীর্থ	...	৩৭৭	৩৬। প্যারিসে বেলাজ্রানের মছাবগ	...	৪২৩
২১। কোকিলের কাণা ( কবিতা ) ত্রিহুয়েরজন মল্লিক	...	৩৮১	৩৭। নিশরের মক্কাভূমির মধ্য দিয়া ভায়তীর লৈঙ্গগণের গমনের দৃষ্ট	...	৪২৩
২২। তীর ও তরঙ্গ ( উপভাস ) ত্রিধর্ককল ভট্টাচার্য	...	৩৮২	৩৮। যুদ্ধে রুটনকে সাহায্য করবার ক্ষেত্রে নিউ কডিঙল্যা ওবাসীর। বিনাতে আনিয়াছে— গাছ কাটিছে	...	৪২৪
			৩৯। ইলা দেবী	...	৪২৫
			৪০। সারদাচরণ উকিল	...	৪২৫

## তি, এন, রান্ন এণ্ড ড্রাদার

একমাত্র পিপি নোমান ভলস্কান নির্মাণ

১৫৩৫নং বহুবাক্যার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

আমাদের নিজ কারখানার এছত একমাত্র পিপি নোমান নানাধিৎ অলকার  
রোপ্যদ বাননাধি বিক্রমার্ধ ইকে নকশা মজুত আছে, মজুতী যথার্থ কন করা  
হইল। আমাদের এছত গহনা ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট বিক্রয় করিলে  
মামূল্য পিপি নোমান দাম দিয়া থাকি। পুরাতন নোমান ও রূপার বসনো নুতন  
গহনা দেওয়া হয়। মক্কাবলে তিঃ পি গোটে গহনা পাঠাই। আশান্বিতের  
মহাশয়ুতি ও শরীকা প্রার্থনীয়।

[৩৭]

১০ ইয়ান্স সর পথে লিখিলে বিনামূল্যে আমাদের নুতন ডিক্সাইনের কাটিলগ (৫০) পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনসেতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অল্প গ্রহণপূর্বক "তারতর্ক"র উল্লেখ করিবেন।





# কুহকিনী

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য



মিনার্ভা থিয়েটারে শুভ উদ্বোধন

২২শে ফেব্রুয়ারী, '৪১

শনিবার রাত্রি ৮।০টা

ডি, এম, লাইব্রেরী

কলিকাতা

প্রকাশক  
শ্রীগোপালদাস মজুমদার  
ডি, এম. লাইব্রেরী  
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,  
কলিকাতা

—প্রথম সংস্করণ—

চৈত্র, ১৩৪৭

—মূল্য এক টাকা—

৯৭-ট ৬  
Acc- 22827  
১০/১২/২০০৬

মুদ্রাকর  
শ্রীঅশুতোষ ভট্ট  
শক্তি প্রেস  
২৭১৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,  
কলিকাতা

## আমার বক্তব্য

যাঁবা আমার নাটক দেখতে, পড়তে কিম্বা অভিনয় করতে ভাল বাসেন, তাঁদের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করছেন—যে এই হঠাৎ-হঠ-কারীতাব মানে কী? অর্থাৎ মিনার্ভায় আমি বই দিলাম কেন? জবাব দিছি অবশ্য আমাকে একটা কবতে হবেই, কিন্তু কী ভাবে বললে কোন পক্ষকেই আহত করা হবেনা, অথচ আমার বক্তব্য সুপরিষ্কৃত হবে, সেই কথাই কেবল চিন্তা করছি।

মিনার্ভা থিয়েটারেব অগ্রতম কর্তা মিঃ এন, সি, গুপ্ত যখন আমার অনুরোধ কবেন তাঁর বোর্ডেব জন্ত একখানি নাটক বচনা কবতে—তখন সে অনুরোধ এডানো আমার পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে পড়েছিলো। কেননা তাঁকে আমি শ্রদ্ধা কবি, এবং ঈশ্বর জানেন মিনার্ভাব উপযুক্ত ভেঙ্কি-ওয়াল। বই লিখতে আমি প্রাণপণ চেষ্টাও কবেছি—সাক্ষ্য লাভ কবেছি কিনা জানিনে। তবে একথা খুব ঠিক যে এঁদের অভিনয়ের ধাৰা বজায় রাখতে গিয়ে নাটকে যে ধবণের সস্তা বসিকতা, অস্বাভাবিক ভেঙ্কি ও অপবিমিত নাচগানের অবতারণা কবতে হয়—সব নাট্যকারের পক্ষে সে কর্তব্য পালন সহজ নয়।

এই বই মহলা দেবার সময় এর অভিনয়কে সুষ্ঠু ও সুন্দর কবতে শ্রীযুক্ত শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এন, সি, গুপ্ত, মিঃ দেলওয়ার হোসেন, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন ঘোষ যে পবিশ্রম কবেছেন, তাব জন্ত তাঁদের আমি আমার ধন্যবাদ প্রদান করছি। মিঃ মহম্মদ জান তাঁর সুপটু তুলিব সাহায্যে মুহকিনীর পশ্চাদ্ পটকে অল্পম কবে তুলেছেন, শ্রীযুক্ত ধীবেন দাস গানের স্বৰকে

କରେছেন চিত୍ରମ୍ପର୍ଶୀ, শ୍ରୀযୁକ୍ତ ବ୍ରজବଲ୍ଲଭ ପାଲ ନৃত্যকে କରେছেন নীলাସିତ,  
 সকলকেই আমାৰ ধନ୍ୟবাদ জানାচ্ছি । “এবাব মোদের যাত্রা সুরু” ও  
 “আজকে কেবল কাণে কাণে” গানদুটি রচনা কবেছেন বঙ্কুবব অখিল  
 নিয়োগী, “শালবীথি যে ডাকছে তোমায়” গানখানি বচনা কবেছেন  
 প্রিয় বান্ধবী কমল রাণী মিত্র, ‘যা দেবী সর্বভূতেষু’ স্তবটী এবং ‘জয়  
 হোক’ গানখানিব সর্বশেষ লাইন অর্থাৎ ‘নন্দিত হোক অস্তব লোক’  
 বচনা কবেছেন শ্রীযুক্ত ধীবেন দাস । সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা  
 নিবেদন করছি ।

মফঃস্বলে যাবা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁরা অনায়াসেই এব  
 ভেকীব অংশটুকু বাদ দিয়ে নিতে পারবেন । এবং গ্রাম্য বালিকা,  
 দেবদাসী ও নর্তকী ইত্যাদি সবই বাদ দেওয়া যেতে পারে । এ সম্বন্ধে  
 যদি কারুর কিছু জানবাব থাকে, তবে নীচের ঠিকানায় আমাকে চিঠি  
 দিলে আমি সানন্দে তাঁকে আমার Suggestion জানিয়ে দেবো ।

পবিশেষে মিনার্ভার সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ, মঞ্চমাষাকবগণ,  
 ও কর্তৃপক্ষকে আমি আমাৰ ধନ୍ୟবাদ জানাচ্ছি । বিশেষ ক’বে দেলওয়ার  
 সাহেবেব আতিথেয়তা, শ্রীমতী শেফালিবা, শ্রীমতী হবিমতী ও শ্রীমতী  
 অপর্যা দাসেব স্মৃতিষ্ট ব্যবহাব আমাৰ চিবকাল মনে থাকবে ।

১৭, বোসপাড়া লেন,

বাগবীজাব

কলিকাতা ।

ত্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

## ‘কুহকিনী’

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ।

### পুরুষ

জয়ন্ত কুমার	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুন্দর		„ শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
পূর্বোহিত বিপ্রদেব	...	„ সুশীল ঘোষ
সোমদেব	.	প্রফুল্লদাস ( হাজুবাবু )
অজয় কুমার	...	„ গোপাল চট্টোপাধ্যায়
কুশল কুমার	.	„ সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবতোষ		মিষ্টার রোজাবিও ( এ্যাঃ )
সোমেন	...	„ পবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বরুণ	...	„ অমৃত লাল রায়
নীলমাধব	...	„ জীবন মুখোপাধ্যায় ( রেডিও )
বজ্রসেন	...	„ দুর্গাদাস সান্তাল
ঘোষক	...	„ তুলসী পাল
প্রতিহাবী	...	„ অনয় দাস
কাঞ্চী বাজ্যেব সৈন্তগণ	...	তুলসী পাল, পুলিন পাল, মণি মিত্র, যোগেন বায়, বৈজ্ঞনাথ মিত্র, অমূল্য মিত্র, রেবতী দত্ত ।
কামরূপ বাজ্যেব সৈন্তগণ	...	বাবুলাল শর্মা, স্বরেশ সাহা, চুনীদত্ত ।
পৌবজন (কাঞ্চীবাজ্যেব)	...	সন্তোষ শীল, অমৃত বায়, পবেশ চট্টো, সন্তোষ বন্দ্যো ।

## স্ত্রী

রাণী রত্না	...	শ্রীমতি শেফালিকা ( পুতুল )
শীলা	..	„ হরিমতী ( রেডিও )
স্মিত্রা	...	„ অপর্ণা দাস
বেবা	.	„ রেণুকা
মাধবী	...	„ গীতা দেবী
নর্তকীগণ		„ বেণুকা, প্রভা, সুশীলা, রাধা (১) বাধা (২) বেবা, মুক্তো, ইন্দু, পটল, ইলা, কমলা, আন্বা ।

পরম কল্যাণবর

শ্রীমান বিমলারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী মায়ା দেবী

নিরাপদীর্ঘজীবেষুঃ

আশীর্বাদক

বড়বা

## চন্নিভ্রলিপি

বিপ্রদেব	...	কামরূপ রাজ্যেব পুরোহিত
সোমদেব	...	ঐ শিষ্য
জয়ন্ত	.	কাঞ্চি রাজ্যেব যুববাজ
অজয়	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা
মন্ত্রী	..	কাঞ্চি মন্ত্রী
সুন্দর	...	জয়ন্তের সহচর
কুশল	}	বিভিন্ন রাজ্যেব বাজকুমারগণ
সোমেন		
দেবতোষ		
বরণ		
১ বজ্রসেন	...	কামরূপ রাজ্যেব সেনাপতি
রক্ষী		বক্ষী
প্রতিহরী	...	কাঞ্চি প্রতিহারী
কাঞ্চির পৌরজন, ঘোষক, সেনাপতি, প্রহরী ইত্যাদি।		
*		
বুড়া	...	কামরূপ রাজ্যেব কুহকিনী রাণী
শীলা	..	ঐ সহচরী
সুমিত্রা	..	জয়ন্তের সহোদর।
গ্রাম্য রালিকাগণ, নর্তকীগণ ইত্যাদি।		

---



# “কুহকিনী”

নাটকের

সংগঠনকালগণ

পরিবেশক—	মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ
নাট্যকাব—	শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য
পরিচালক—	শ্রীশবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গীতিকাব—	{ শ্রীঅখিল নিয়োগী
	{ শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র
	{ শ্রীধীরেন দাস
স্বরশিল্পী—	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী—	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চশিল্পী—	মিঃ মহম্মদ জাান

## নেপথ্য-কর্মীস্বন্দ

মঞ্চাধ্যক্ষ—	জ্ঞানে আলাম
আহাৰ্য সংগ্রাহক—	গোবিন্দ দাস
স্মারক :—	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় নূপেন ভট্টাচার্য্য
হারমনিয়াম বাদক—	রতন দাস
গিয়ানো—	কুমুদ ভট্টাচার্য্য
ট্রাম্পেট—	বলবাম পাঠক
সঙ্গতি	জীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু
বেহালা	সুশীলকুমার চক্রবর্তী
আড বাঁশী ,,	শঙ্কর দাসগুপ্ত
ক্লাবিওনেট ,,	মল্লথনাথ দাস
আলোক সম্পাতকবিগণ	ভোলানাথ বসাক, ওহিয়াব বহমান (কল্লু)
রূপসজ্জাকব	পঞ্চু, সন্তোষবাবু, তুলসী, অবনী, বিনোদ ।
মঞ্চমায়া কবগণ—	বৈষ্ণনাথ, বটকৃষ্ণ, পঞ্চানন, শিবচরণ, কালীপদ, কানাই, নারায়ণ, এজাব, মণিঠাকুর ।

# কুহকিনী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[আসাম প্রদেশের পর্বতমালার সুনিবিড় অভ্যন্তর ভাগে একটি গুহা। পর্দা সরিষার সঙ্গে সঙ্গে গুহা-মধ্যে দৃশ্য দর্শকের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। চারিদিকে প্রাচীন ও পিচ্ছিল পর্বতগাত্র শৈবালাচ্ছন্ন। গুহা মধ্যে পরিবেশ গভীর ও গম্ভীর। উপর হইতে একটি বিচিত্র আকাবেব দীপাবার ঝুলিতেছে সেই স্নান আলোতে গুহাটিকে আরও ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছিল। সম্মুখে কারুকার্য-গচিত শিলামখী দবজা। তাহার দুই পার্শ্বস্থ পূপাবাব হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। গুহাব বাম ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে দুইটি দবজা। গুহাব একটি দিয়া এই গুহাব বাহিরে যাওয়া যায় ও অল্পটি দিয়া পর্বতের আরও অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করা যায়।

দৃশ্য আবস্ত হইবামাত্র নেপথ্য হইতে একটি মুহূ সঙ্গীত বন্ধাব শ্রুত হইতে লাগিল, এবং তাহার সহিত একটি গুরু গম্ভীর ঘণ্টার বিলম্বিত ধ্বনি। সব জড়াইয়া একটি আতঙ্ককর নিশ্চকত।। মিনিট খানেক এই ভাবে কাটিয়া বাইবার পর

একটি ছুটি করিয়া বালিকা অতি মন্থর তালে  
নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিতে লাগিল।  
তাহাদের পোষাক পরিস্ফুট ও বেশ বিস্তারিত  
মণিপুৰী প্রভাব আছে। সকলে প্রবেশ করিয়া  
নাচিতে নাচিতে প্রণামের ভঙ্গীতে দবজার সম্মুখে  
লুটাইয়া পড়িল।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্বেব দরজা দিয়া রাণী বস্ত্রার  
মখি ও সহচরী শীলা প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ  
করিয়া ধূল্যবলুষ্ঠিত বালিকাবৃন্দের মাঝখানে  
দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিল। ]

শীলা। বাণী বস্ত্রাব জয় হোক।

[ এই বলিয়া শীলা স্রবে কহিল :—“জয়  
হোক”। বালিকাগুলি অমনি প্রতিধ্বনি করিল  
“জয় হোক।” শীলা এক লাইন দু’লাইন করিয়া  
গান গাহিতে লাগিল—বালিকা “জয় হোক জয়  
হোক” বলিয়া ছলিতে ছলিতে সেই গানের ধূয়া  
বক্ষা করিতে লাগিল। ]

—শীলাব গান—

শীলা।

জয় হোক

বালিকাবৃন্দ।

জয় হোক

শীলা।

জয় হোক।

সম্ভার শঙ্খ যে বাজে

অস্তব মন্দির মাঝে

বন্ধন-ভয়-ভীত মেল চোখ—

বালিকাবৃন্দ।

জয় হোক।

শীলা ।

অথবে গস্তীর রাজি  
সম্বব যাত্রা হে যাত্রা  
দুস্তব দুঃখেব ক্ষয় হোক—

বালিকাবৃন্দ ।

জয় হোক ।

শীলা ।

ফিবে এস বিশ্রাম তীর্থে  
বন্দিব লীলায়িত নৃত্যে  
নন্দিত হোক্ অন্তব লোক—

বালিকাবৃন্দ ।

জয় হোক ।

[ গানের শেষে শীলা বলিল ]

শীলা । বক্ষী ।

[ একজন কুক্কায় বক্ষী প্রবেশ । সে আনিয়া  
মস্তক অর্পণ করিয়া দাঁড়াইল ]

শীলা । কাল সঙ্ক্যায যে চাব জন নূতন মাণুষ পথ ভুলে আমাদেব  
আতিথ্য স্বীকার কবেছেন, তাঁবা কোথায় ?

বক্ষী । অতিথিশালায় ।

শীলা । তাঁদেব আতিথ্যেব কোন বকম ত্রুটি হয়নি তো ?

বক্ষী । না দেবী ।

শীলা । তাঁদেব সমস্মান এখানে আনবাব ব্যবস্থা কবো । বাণী  
পূজায় বসেছেন, পূজা শেষ হ'লেই তিনি এখানে তাঁদের  
সঙ্গে সাক্ষাৎ কববেন ।

বক্ষী । আপনাব আদেশ এখনি প্রতিপালিত হবে দেবী ।

[ বক্ষী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল ]

শীলা । বেবা ।

[ বালিকাদেব মধ্য হইতে একজন বাহিব হইয়া আসিল ]

শীলা । তুমি এগিয়ে দেখ, সেনাপতি বজ্রপাণি কেন এত বিলম্ব করছেন বাজকুমার জয়ন্ত ও তাঁব সহচরকে এখানে নিয়ে আসতে । এই যে ! আসুন সেনাপতি !

[ সেনাপতি বজ্রপাণি রাজকুমার জয়ন্ত ও তৎসহচর সূন্দরকে লইয়া প্রবেশ করিল । বাজকুমার জয়ন্ত পবন রূপবান । সে রূপ পুরুষের রূপ, বিস্তৃত বক্ষপট, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট । সূন্দরকে চেহারা সূন্দর নয়—বয়ঃতাহার বিপরীত । ]

শীলা । স্বাগত—সুস্বাগত বাজকুমার ।

জয়ন্ত । আমি জানতে চাই আজ সাতদিন এই ভাবে আমাদের বন্দী ক'বে রাখা হয়েছে কেন ?

শীলা । আপনি তো আমাদের বন্দী নন বাজকুমার । বাণীব আদেশে আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে ।

সূন্দর । ই্যা, বড় খাঁচাব মধ্যে পাখীর স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকে ।

জয়ন্ত । আমি জিজ্ঞাসা কবছি আমাদের মুক্তি দেওয়া হবে কবে ?

শীলা । এ প্রশ্ন আপনি বাণীকে কবতে পাবেন । কারণ আপনার মুক্তি আমার ইচ্ছাবীন নয় বাজকুমার ।

জয়ন্ত । বাণীকে প্রশ্ন ক'বে দেখেছি, তাঁব কাছ থেকে কোন সহুত্তব পাই নি । আমি তোমাদের স্পষ্ট ক'বে এই কথাই জানাতে চাই যে আমার এই বন্দীত্ব আমার প্রজাদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার কববে ।

বজ্রসেন । আমবা সে কথা জানি বাজকুমার ।

জয়ন্ত । জানো । ভয় করে না তোমাদের ?

বজ্রসেন। ভয় ? কিসেব ভয় ?

জয়ন্ত । যুদ্ধেব। আমাব সৈন্যবল, অস্ত্রবল স্রবণ কবলে তোমাদের হৃদকম্প উপস্থিত হবে। আমাব সভ্য সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীব আধুনিক বণ-নৈপুণ্যেব কাছে তোমাদেব এই অশিক্ষিত, অসভ্য সৈন্যদল মুহূর্ত্তে মৃত্যুবরণ কববে সে কথা জানো ?

বজ্রসেন। জানি বাজকুমাব। যুগ যুগে সভ্যজাতি, অসভ্যদেব হত্যা ক'বে পৃথিবীতে নিজেব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কবেছে—এ কথা আমাদেব কাছে নূতন নয়। আপনাকে এখানে বন্দী ক'বে রাখাব জন্ত যদি যুদ্ধ হয়—হবে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে আপনি মুক্তি লাভ কবতে পাববেন না বাজকুমাব।

জয়ন্ত । তাব মানে তোমবা মববে।

বজ্রসেন। সংগ্রামে মববো, কিন্তু সম্মানে মববো না।

শীলা। বাণীব অল্পপস্থিতিতে এই বকম বাকবিতণ্ডায় আমি আপত্তি কবছি বজ্রসেন। বিশেষ ক'বে মন্দিবেব মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা—

বজ্রসেন। আমি ক্ষমা প্রার্থনা কবছি দেবী। কিন্তু ইনি যে ভাবে নিজেব শক্তিমন্ততাব ভষ প্রদর্শন কবছিলেন, তাতে জাতির পক্ষ থেকে উত্তর না দিলে ভীকতা প্রকাশ কবা হ'ত বলে আমাব মনে হয়। অসভ্য হ'লেও আমবা মানুষ, দেবী।

[ বক্ষী চাবিজন রাজপুত্রকে লইয়া প্রবেশ  
করিল। ইহাদের নাম যথাক্রমে কুশল, সোমেন,  
দেবতোষ ও বরুণ। চাবি জনেই এখানে

নবাগত। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহাব  
বিচিত্র পরিবেশে চারি জনেই স্তম্ভিত হইয়া  
দাঁড়াইল।]

[ রক্ষী প্রশ্নান করিল ]

শীল। আপনাদেব স্বাগত-সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি হে বাজপুত্রগণ! কিন্তু  
কিসেব দুর্নিবাব আকর্ষণে আপনাবা ছুটে এসেছেন এই  
অসভ্য বাজ্যেব অধিবাসীদেব দর্শন দিয়ে ধন্য কবতে—  
জানতে পারি কি?

কুশল। আমি তোমাদেব বাণীব অসামান্য কপ-লাবণ্যেব খ্যাতি শুনে  
ছুটে এসেছি তাঁকে দেখতে।

সোমেন। তাঁব অদ্ভুত ষাহুবিদ্যাব অলৌকিক কাহিনীই আমাব আগ-  
মনেব বাবণ।

দেবতোষ। আমি জানতে এসেছি তাঁব শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও নীতি-  
বোদেব পবিমাণ।

বরুণ। আমাব ইচ্ছা জেনে যাবো তাঁব জীবনযাত্রা প্রণালী।

শীল। আমাদের বাণীব এই মহা সৌভাগ্যে আমবা পুলকিত।  
বাণীব ও জাতিব পক্ষ থেকে আমি আপনাদেব সন্তুষ্টি  
প্রণাম নিবেদন কবছি।

কুশল। বাণীব দর্শন কি পাবো না?

শীল। অবশ্যই পাবেন।

সোমেন। কখন তিনি আসবেন?

শীল। সময় হ'লেই।

দেবতোষ। আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন তো?

শীল। নিশ্চয়।



- বরুণ । আমরা কবে মুক্তি পাবো ?
- শীলা । আপনারা তো বন্দী নন যে মুক্তির প্রশ্ন করছেন !
- সুন্দর । ওঃ । এই এক আচ্ছা চাল শিখে বেখেছে এরা । মহাশয়-  
গণের নিবাস ?
- কুশল । আমি কোশলনগরের রাজপুত্র, আমার নাম কুশলকুমার ।  
এঁরা আমার বন্ধু । কিন্তু আপনার পবিচয়—
- সুন্দর । আমার পবিচয় আমি স্বয়ং । যেখানে দেখছেন—  
যেমনটি দেখছেন—বাস্ । এব বেনী আব কিছু নেই ।  
তবে হ্যাঁ, আনার পাশে ঘিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর  
অবিশিষ্ট একটা গুণ গম্ভীর পবিচয় আছে । ইনি কাঞ্চি  
যুবরাজ জয়ন্তকুমার ।
- কুশল । যুবরাজ জয়ন্তকুমার ! সেকি ।
- সোমেন, দেবতোষ, বরুণ । আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাঁদন গ্রহণ করুন  
যুবরাজ ।
- কুশল । আমবা সকলেই আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত । আপনার শৌর্য্য  
বীৰ্য্য, আপনার শিক্ষা দীক্ষায় আমবা বিস্মিত ও গর্জিত ।  
কিন্তু যুবরাজ—আপনি কেমন ক'বে—
- জয়ন্ত । মুগ্ধায় উন্নত হ'য়ে পথ হাবিয়ে এদিকে এসে পড়ছিলাম ;  
কিন্তু বেবিষে যাবার পথ না পাওয়ায় অগত্যা বাধ্য হ'য়ে  
এদেব আতিথ্য স্বীকার করতে হয়েছে । আমার ধারণা  
ছিল না, যে এই সুদুর্গম পর্ব্বতমালাব অভ্যন্তরে এত বড়  
একটা বিশাল রাজ্য আছে । কিন্তু তোমাদের কথা  
শুনে মনে হ'ল—তোমরা স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ । কিন্তু  
ভেবে দেখেছ কি এব পবিণাম ?

সুন্দর । পরিণাম—হরিণাম ।

কুশল । সেকি !

জয়ন্ত । সুন্দরের কথা একটুও মিথ্যা নয় । এই অসত্য বাজ্যের অধিবাসীবা গৌববর্ণ মাহুষদেব ঘৃণা কবে । এদেব বাণী বত্ৰা—কুহকিনী । অপূৰ্ব কুহক বিস্তাব ক'বে সে মাহুষকে জডেব মত নিশ্চেষ্ট ক'বে বাখতে পাবে । তোমাদেবি মত বহু বাজপুত্র—

শীলা । সেনাপতি । বাজকুমার উত্তেজিত হয়েছেন, ওঁকে বাইবেব বাতাসে নিয়ে যান ।

বক্ষী । আহুন বাজকুমার ।

( জয়ন্ত ও সুন্দরকে লইয়া বক্ষীর প্রস্থান )

[ নেপথ্যে বাদ্যবহুর একটা গুরু গুরু ধ্বনি উঠিল, মন হইল নানাপ্রকার বিচিত্র বকমের গদ্য পদ্যদুবে বাজিতেছে । সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখেব শিলাময়ী দরজা খুলিয়া গেল, এবং ক্রমোচ্চ সোপানশ্রেণী দর্শকেব নখন সম্মুখে প্রতিভাত হইল । বালিকাবৃন্দ সারি বাধিয়া দাঁড়াইল । একটু পরেই দুইখানি সুন্দর চরণ সোপান বাহিয়া নামিতেছে দেখা গেল । সঙ্গে সঙ্গেই বাণী রহাব সম্পূর্ণ অবয়ব দেখা গেল । বিচিত্র পোষাকে রাণীব সৰ্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিতেছে, মুখখানিব উপর একখানি স্বচ্ছ কাপড়ের আবরণ, রত্না নামিয়া আসিতেই শীলা ও বালিকাবৃন্দ মন্তক অবনত করিল । “বাণী লীলায়িত ভঙ্গীতে মুখের আবরণ সরাইয়া

নবাগত রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুদের দিকে  
কটাক্ষপাত করিল। সে রূপ দেখিয়া সকলে  
অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

বত্সা। অসভ্যদের দেশে, তাদের অপটু হাতেব আতিথ্যে  
আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি তো ?

কুশল। না দেবী।

বত্সা। স্ননিদ্রাব কোন ব্যাঘাত—?

কুশল। না দেবী।

বত্সা। এদের অমার্জিত ব্যবহাব মনঃক্ষোভেব কাৰণ ঘটায়নি ?

কুশল। না দেবী।

বত্সা। আমাব অহুচবদেব জগ্ৰ আমি গৰ্জবোধ কবছি বাজকুমাব !  
কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাদের এখানে শুভ পদার্পণের উদ্দেশ্য  
জানতে চাইলে আশা কবি আপনাবা অপমানিত বোধ  
কববেন না।

কুশল। না দেবী। ববং আপনাকে আমাদের আগমনেব উদ্দেশ্য  
বলতে পাবলে নিজেকে ধন্ত মনে কববো। আমি ছুটে  
এসেছি আপনাব অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে—  
আপনাকে দেখতে।

বত্সা। ( তাহার চোখে চোখ বাখিষা ) আমাকে দেখলেন ?

কুশল। হ্যাঁ।

বত্সা। জনশ্রুতি কি মিথ্যা বলে মনে হয় ?

কুশল। না।

বত্সা। এবাব আমি যদি বলি—আপনাকে মুক্তি দেওয়া হ'ল !  
আপনি যেতে পাববেন ?

কুশল । ( মন্ত্রমুগ্ধেব মত চোখেব দিকে চাহিয়া ) না ।

রত্না । ( সোমেনকে ) আপনি ?

সোমেন । না ।

রত্না । ( দেবতোষকে ) আপনি ?

দেবতোষ । না ।

বত্সা । ( বকণকে ) আপনিও-না ?

বকণ । না ।

রত্না । ( হাসিয়া ) আমাব কপ আব গুণ সম্বন্ধে আমাকে সচেতন কবে দেওযাব জগু—আপনাবা আমাব ধন্যবাদ গ্রহণ করুন । কেউ যদি আমাকে স্তম্ভবী বলে, আমি তাব কথা শুনে খুসী হই, আব সেই ভক্তেব কাছ থেকে আমি দূবে থাকতে পাবিনে । তাকে কাছই বেখে দিই ।

কুশল । আমবা যেতে চাইনা দেবী ।

বত্সা । বেশ, তাই হবে—আপনাদেব আমি নিজেব কাছেই বাখবো । আজই গভীর বাক্রে মহাকাশীব পূজাব পুণ্য লগ্নে আমাব বিবাট পশু-শালায় সম্মানে আপনাবা স্থান লাভ কববেন ।

সোমেন । পশুশালায় ।

রত্না । হ্যাঁ ।

দেবতোষ । পশুশালায় মানুষেব স্থান কী ক’বে হবে দেবী ?

বত্সা । পশু হ’সে ।

বকণ । আপনি কি আমাদেব পশুতে পবিণত কববেন ।

রত্না । এইবাব আপনাবা আমাব কথাটা ঠিক বুঝেছেন । আপনাবা সভ্য জগতের লোক, সামান্য একজন অসভ্য

নাবীর কথা বুঝতে এত দেবী হচ্ছে দেখে মনে মনে আমি ভাবী দুঃখিত হচ্ছিলাম। —হ্যাঁ,—আমি আপনাদের পশু ক'বেই রাখবো।

কুশল। দেবী।

বত্ৰা। ভক্তকে মানুষ কবে বাথলে অনেক অসুবিধে। তার বিচাব আছে, বুদ্ধি বিবেচনা আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ কোন বিপু খোকই সে মুক্ত নয়। অত উৎপাত সহ্য কবাব মত সময় তো আমার হাতে নেই বাজকুমাব! কাজেই ভক্তকে আমি পশু ক'বে কাছে বাখি। তাতে ভক্তের আনুগত্য সম্বন্ধে আগাকে আব চিন্তা কবতে হয় না। আপনাবা দেখবেন আমার পশুশালা? শীলা!

[ শীলা আলো নিভাইয়া দিতেই গুহা অন্ধকার হইল। মন্দিরের সম্মুখের দরজার পাথর ধ্বংসাবশেষ উপর চাপদিতেই, উহার বামপার্শ্বের দেওয়াল উন্মুক্ত হইয়া গেল। দেখা গেল দূরে অসংখ্য পশু দড়ি দিয়া বাঁধা। তন্মধ্যে ভেড়ার সংখ্যাই অধিক। অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল—বত্ৰা বলিতেছে। ]

বত্ৰা। আমাদের হাতে যে যাদুদণ্ডটি দেখছেন, এৰ সামান্য একটু স্পর্শেই—আজ বাত্রে আপনাবা আমার ওই পশুশালাব সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি কববেন। শীলা।

[ তৎক্ষণাৎ গুহাব দেওয়াল জুড়িয়া গেল। গুহা আলোকিত হইল। দেখা গেল, বত্ৰা যাদুদণ্ড হাতে লইয়া হাসিতেছে। ]

কুশল । দেবী রক্ষা করুন—আমাদের বক্ষা করুন । আমরা  
আপনার গুণমুগ্ধ । এভাবে আমাদের ধ্বংস করবেন না ।

বত্ৰা । ধ্বংস কবছি না সৃষ্টি কবছি । মানুষকে অমানুষ কবছি,  
একি কম কথা ? এক হিসেবে আমি তো আপনাদের  
ভগবানেবও ওপব । তাঁব আছে সৃষ্টিব প্রেরণা, আব  
আমাব আছে ধ্বংসেব উদ্গাদনা ।

কুশল । আপনি এত সুন্দরী—অথচ কী ভয়ঙ্করী ।

বত্ৰা । ( হাসিয়া ) তাইত হয়—বাজকুমার । গোখবো সাপ  
দেখেছেন ? দেখতে বড় সুন্দর । কিন্তু আপনি তাব  
গুণমুগ্ধ ভক্ত হবাব চেষ্টা করুন, দেখবেন, সে তাব সুন্দর  
ফণা বিস্তার ক'বে আপনাকে দংশন কববে । কিন্তু  
আব নয়, আহাবাদি ক'বে এবাব বিশ্রাম করুনগে । বাক্তি  
তৃতীয় গ্রহেব সময় মহাবালীব পূজায় আপনাদের  
উপস্থিত থাকাব দবকাব হবে ।

কুশল । দেবী ।

বত্ৰা । শীলা ।

শীলা । বক্ষী ।

[ বক্ষী আসিয়া চারিজনকে লইয়া গেল  
সোমেন ও দেবতোর কাঁদিতেছিল । বত্ৰা  
সেইদিকে চাহিয়া হাসিলেন, শীলা আগাইয়া  
আসিল । ]

বত্ৰা । ( আসনে বসিয়া ) শীলা !

শীলা । বাণী ।

বত্ৰা । মহাবালীর পূজাব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে ?

- শীলা । হ্যাঁ ।
- বত্ৰা । বিপ্রদেব কি কোন আদেশ কবেছেন ?
- শীলা । না । পুরোহিত কোন আদেশ কবেন নি । তবে মনে হয় আজই তিনি তোমাব দুশোবছব পবমাযুর যজ্ঞ স্তম্পন্ন কববেন ।
- বত্ৰা । ( হাসিয়া ) দুশোবছব পবমাযু । আচ্ছা তুই বলতো শীলা, কী হবে অতদিন বেঁচে ? দুশোবছব ধবে শুধু বেঁচে থাকা ? বোগ নেই, শোক নেই, জবা নেই, মৃত্যু নেই—শুধু বেঁচে থাকা ! ভাল লাগে ?
- শীলা । আমাব তো মন্দ লাগে না ।
- বত্ৰা । কী জানি তুই কি দিয়ে গডা । কিন্তু আমার মনে হয় দিনেব পব দিন যাহুবিষ্ঠা দিয়ে মানুষেব সৰ্ব্বনাশ কবা ছাড়া এই বাণীগিবীব আব কোন অর্থ নেই ।
- শীলা । ও কথা বলতে নেই বাণী । বিপ্রদেব যদি শোনেন, তবে আব বক্ষে থাকবেনা । জানোনা, আমাদেব আগেব বাণীকে তিনি কী শান্তি দিয়েছিলেন ?
- বত্ৰা । কী শান্তি ?
- শীলা । কথায় কথায় তিনি একদিন বলেছিলেন—“এজীবন আমাব ভাল লাগেনা” । সে কথা অন্ত্যামী বিপ্রদেব জানতে পাবেন । তাব ফাল বাণীকে তিনদিন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহ কবতে হয় ।
- বত্ৰা । তাঁব ভাল না লাগা তাতে কমেছিল ?
- শীলা । সে কথা জানিনে—তবে তাবপব আব তিনি ও কথা বলেননি !

বত্না । বেশ, তবে আমিও আর বলবোনা । কিন্তু শীলা, মনে যখন একটা কথা ওঠে, তখন মুখে সেটাকে প্রকাশ না কবলেও, মনেব মধ্যে সে তাব কাজ কিছু কম কবে না । এই মাহুষকে পশু কবাব ব্যবসা আব আমার ভালো লাগছেনা । যাক্ সে কথা, তুই গান গা । তোব গান শুনলে মনটা আমার ভালো থাকে । তুই গান গা ।

[ শীলা গাহিল ।

জীবন নদীব শ্রোতে ভেসে চলি নিশিদিন  
গতিব নেশায় মেতে শুধু চলা যতিহীন ।

ভীষেব শ্যামল তরু ডাকে মোবে আষ আষ

সংসার ডাকে তাব সুশীতল গৃহছায়—

সে ডাকে বুকেব মাকে বাঁদে বেদনাব বীণ ॥

শীলা । আমি এবাব যাই দেবী । পুৰোহিত বিপ্রদেব পূজায় বসবেন । আটোজানব কোন ক্রটি থাকলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন । তুমি কি এখন প্রাসাদে যাবে ?

বত্না । না । আমি পবে যাব । তুই যা ।

[ শীলার প্রস্থান । বত্না চিন্তিত মনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপব প্রস্থান কবিবাব উদ্যোগে করিতেই পিছন দিক দিয়া চঞ্চল পাদ জয়ন্ত একাকী প্রবেশ কবিল । তাহার চোখে মুখে একটা অধৈর্য্যতা বুটিয়া উঠিয়াছে । সে প্রবেশ করিয়া রাণীব পিছনে গিয়া ডাকিল ]

জয়ন্ত । বাণী ।



[ রাণী কিরিয়া দেখিল জয়ন্ত । তাহার  
ললাটে অকুটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল । ধীরে ধীরে  
তাহা মিলাইয়া একটি প্রশান্ত প্রশস্তায়  
পরিবর্তিত হইল । ]

বত্ৰা । যুববান্ধ জয়ন্তকুমার ।

জয়ন্ত । হ্যাঁ । আমি আবার এলাম । অতুগ্রহ ক'বে শুধু এইটুকু  
আমায় বলে দাও, দেশে ফিবে যাবাব পথ আমাকে  
বলে দেওয়া হবে কিনা ।

বত্ৰা । যদি না বলে দেওয়া হয় তাহ'লে আপনি কি কববেন  
বান্ধকুমার ?

জয়ন্ত । সে পথ বাব কবতে যথাসাধ্য চেষ্টা কববো । সে চেষ্টা  
কবতে গিয়ে যদি প্রাণ যায় যাবে, কিন্তু অসভ্যদের  
মাঝখানে থেকে এ ভাবে কাল কাটাতে আমি পাববোনা ।  
আমাদের ঘরব মধ্য বন্দী কবে বাখা হয়নি একথা সত্য,  
কিন্তু বাজ্যেব মধ্য বন্দী কবে বাখা হ'য়েছে । আমরা  
সভ্য দেশেব লোক, এ ধবণেব জীবনযাত্রায় আমবা  
অভ্যস্ত নই ।

বত্ৰা । বার বাব আমাদের অসভ্য সম্বোধন কবে যদি আপনাব  
বন্দীত্বেব যন্ত্রণাব লাঘব হয়—আমি তাতে প্রতিবাদ  
কববো না বান্ধকুমার । কিন্তু—দেখুন না চেষ্টা ক'বে পথ  
যদি খুঁজে বাব কবতে পাবেন !

জয়ন্ত । দেখেছি । আজ সাতদিন ধবে এই বাজ্যেব চতুঃসীমা,  
আমবা তন্ন তন্ন ক'বে অনুসন্ধান কবেছি, কিন্তু কোন  
খানেই—

রত্না ।      তা'ব অস্তিত্ব মেলেনি—না ? অথচ সে দুর্ভাগ্য পথ আছে  
এই ঘবে, আমাব মুঠো'ব মধ্যে ।

জয়ন্ত ।      এই ঘবে !

বত্না      হাঁ বাজকুমাব এই ঘবে । আমাব একটি মাত্র অঙ্গুলি  
নির্দেশে সেইপথ এখুনি আপনাব দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হ'য়ে  
উঠবে,—আপনাবা সভ্য সুশিক্ষিত হয়েও সাতদিন ধবে  
যাব আভাষ মাত্র পাচ্ছেন না । দেখতে চান ?

জয়ন্ত ।      হ্যাঁ ।

[ সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় আলো নিভিয়া  
গেল এবং জুহার দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়াল সরিয়া  
গেল । চন্দ্রালোকিত উজ্জ্বল পথ পবিস্ফুট  
হইয়া উঠিল । দেখা গেল, একটি পথ বিস্তৃত  
প্রান্তর বাহিয়া পর্বতের উপর দিয়া ঘুরিয়া  
ঘুরিয়া স্বদূরে মিলাইয়া গেছে ]

জয়ন্ত ।      (চীৎকার করিয়া) ওইতো আমাদের ফিবে যাবাব পথ ! ওই  
সেই চন্দ্রমৌলি পর্বত, যাব বুক বেয়ে নেমে এসেছে  
উৎপলা নদী । ওইসেই মহাবট, প্রান্তর অতিক্রম ক'বে ক্লান্ত  
পথিক দেখানে বসে বিশ্রাম কবে । বাণী । বাণী । অসংখ্য  
ধনুবাদ তোমাকে । পেয়েছি—আমি পথ পেয়েছি ।

[ সম্মুখের আলো জলিয়া উঠিতেই পথের  
দৃশ্য মিলাইয়া গেল ]

বত্না ।      (হাসিয়া) পথ পাননি বাজকুমাব । আনন্দে অধীর হবেন  
না । যে পথ আছে আমাব মুঠো'ব মধ্যে, সে পথ আপনি  
পাবেন কী ক'রে ?

জয়ন্ত । আমি চিনে নিরেছি, আর আমাকে আটকে রাখতে পারবে না বাণী । পথ আমি চিনে ফেলেছি ।

বত্না । আমাব ঘব থেকে যখন পথকে দেখেছেন—তখন পথকে ঠিক দেখেছেন, কিন্তু পথে নেমে দেখতে গেলেই দেখবেন—সে পথ আপনি বিপথে গেছে ।

[ জয়ন্তর চোখ জলিয়া উঠিল ]

জয়ন্ত । তাব মানে আমবা যেতে পাববোনা ?

বত্না । না ।

জয়ন্ত । তুমি অনন্ত কাল এইভাবে আমাদেব বন্দী ক'বে রাখতে চাও ?

বত্না । অনন্তকাল নয়—আব কয়েকঘণ্টা মাত্র । আজই শেষবাত্রে মহাকালীৰ পূজায় আপনাদেব মানব জন্মের উপর ঘবনিকা পড়বে ।

জয়ন্ত । ( স্তম্ভিত হইয়া ) অর্থাৎ আমাদেব পশু ক'বে বাধবে ?

বত্না । ই্যা ।

( জয়ন্ত কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া কী ভাবিল )

জয়ন্ত । আচ্ছা বাণী, এতে তুমি কী আনন্দ পাও, বলতে পাবো ?

বত্না । আনন্দতো পাইনে বাজকুমাব—এ আমাব কর্তব্য ।

জয়ন্ত । কিন্তু এ কেমন কর্তব্য ? যে কর্তব্য পালন কবতে মানুষেব মনে উৎসাহ আসেনা, উত্তম আসেনা, যে কর্তব্য কোমল হৃদয়বৃত্তিকে ক্রমাগত সংহাব কবতে থাকে, যাব মধ্যে প্রেরণা নেই, অনুভূতি নেই, যাব কোন ভবিষ্যৎ নেই—দিনেব পব দিন ধবে তা' তুমি পালন কবছো কেন ?

বত্না । গুরুব আদেশ ।

জয়ন্ত । কে তোমার গুরু ?

বত্ৰা । পুৰোহিত বিপ্রদেব । তিনি শুধু আমাব গুরুই নন,— সমস্ত জাতিব গুরু । যুগেব পৰ যুগ তিনি বেঁচে থেকে এবাজ্যেব বাণীকে দিয়ে এই কাজ কবাচ্ছেন । তিনি অজব-অমব-অক্ষয় । কিন্তু এ সব কথা আপনাব সঙ্গে আলোচনা ক'বে আমি অপবাধ কবলাম । আপনি এখান থেকে যান বাজকুমাব—আপনি যান ।

জয়ন্ত । না, আমি যাবোনা । তোমাব এত রূপ—এত গুণ, এই অসভ্য রাজ্যে স্ব মহিমায় তুমি উজ্জল হ'য়ে বয়েছো । এখানে এসে একমাত্র তোমাব সঙ্গে কথা ক'যেই আমি আনন্দ পেয়েছি । বিধাতাব দুর্লভ দান তোমাব ওই রূপ—এদেব মাঝে থেকে তাব কী মৰ্যাদা তুমি পেয়েছ ? তোমাব ওই সুন্দৰ হাত দুখানি দিয়ে কেবল কি ধ্বংসই কববে—সুন্দৰ কিছু সৃষ্টি কববে না ?

বত্ৰা । ( বিচলিত ভাবে ) এসব আপনি কি বলছেন বাজকুমার ? আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, ঘবে গিয়ে বিশ্রাম ককনগে ।

জয়ন্ত । ও কথায় আজ আব আমাকে ভোলাতে পাববেনা বাণী ! আমি তোমাব মধ্যে লক্ষ্য কবেছি শাস্ত কালেব নাবীকে । যে মানুষকে পশু কবতে ভালবাসেনা, বাজত্ব যার ভাল লাগে না, যে চায় মানুষেব সঙ্গ, মানুষেব প্রেম, সমাজ, সংসাব, সম্ভান...সেই নাবী তোমাব অন্তরেব অন্তবালে বসে বাত্ৰিদিন কাঁদছে । কুহকিনী । আমি তোমায় চিনতে পেবেছি ।

বত্ৰা । না—না আপনি আমায় চিনতে পাবেন নি । আপনার এসব প্রলাপ শোনবাব আমার সময় নেই । একটু পরেই আমাকে মহাকালীৰ পূজা-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে হবে, এ সময় আমাকে বিবর্ত্ত করবেন না । যান—যান—আপনি যান ।

জয়ন্ত । আমার কথাৰ সামান্য প্রতিবাদ কবতেও তোমার গলা কাঁপছে বাণী—তবু তুমি বলতে চাও—তুমি কুহকিনী, তোমাব কৰ্ত্তব্য পালন কবেই তুমি স্থখী ?

বত্ৰা । কে ?

নেপথ্যে বক্ষী । আমি বক্ষী দেবী ।

বত্ৰা । এসো । কী খবৰ ?

বক্ষী । কাঞ্চী থেকে যুববাজ জয়ন্ত কুমাবেব ভাই অজয়কুমাব এসেছেন, বাণীব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে ।

বত্ৰা । যুববাজ জয়ন্তকুমাবেব ভাই ! তিনিও এসেছেন ? বেশ । তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস বক্ষী !

[ বক্ষীব প্রস্থান ]

জয়ন্ত । অজয় কেন এলো ? তাব তো এসময় মৃগয়া-ভ্রমণেব কথা নয় । তবে ?

[ অজয়কুমার ও মন্ত্রীৰ প্রবেশ । মন্ত্রীৰ হাতে বাজমুকুট ]

অজয় । কোথায় বাণী ? একি । দাদা । তুমি এখানে ? আমবা যে তোমাবই খোঁজ কবতে এখানে এসেছি ।

জয়ন্ত । কী হয়েছে অজয় ?

অজয় । তুমি মৃগয়ায় বেবোবাব পবদিনই বাবার মৃত্যু হয় । সমস্ত বাজ্য বাজাশূন্য । মন্ত্রী মণায় মুকুট নিয়ে এসেছেন,

তোমাকে যেখানে পাবেন, সেখানেই তোমাকে অভিষিক্ত  
করবেন।

জয়ন্ত । বাবাব মৃত্যু হয়েছে ? ( স্তব্ধ হইয়া গেল )

[ মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া জয়ন্তের মাথায় মুকুট  
পরাইয়া দিল। তারপর জানু পাতিয়া  
বসিয়া বলিল। ]

(অজয় ও মন্ত্রী উভয়ে) মহাবাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক।

মন্ত্রী । মহাবাজ জয়ন্ত কুমার, আজ থেকে আমরা ও কাঞ্চি রাজ্যের  
সমস্ত প্রজা আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি।

জয়ন্ত । আমি এই পবিত্র মুকুট শিবোধার্য্য করবে শপথ করছি যে  
আজ থেকে কাঞ্চি রাজ্যের প্রজাদের স্মৃতি স্মৃতি ও  
নিরাপত্তার আমি লক্ষ্য রাখবো, তাদের অসম্মানকে নিজের  
অসম্মান মনে করবো, তাদের আপদ বিপদকে নিজের মনে  
ক'বে প্রাণ দেব। এবং এই সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আজ  
থেকে শ্রীমান অজয়কুমার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলেন।

অজয় । আপনার আদেশ মাথায় ক'বে নিলাম মহাবাজ।

মন্ত্রী । মহাবাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক।

[ রজা এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য  
দেখিতেছিল। এইবার ইহাদের মাঝখানে  
অসিয়া কহিল। ]

বত্সা । মহাবাজ জয়ন্তকুমারের জয় হোক। মহাবাজ, আপনার  
রাজকার্য্য পরিচালনা শেষ হয়েছে কি ?

[ এই কথায় জয়ন্তকুমারের চেন সঙ্কট  
ফিবিয়া আসিল। ]

জয়ন্ত । ও । (মাথা হইতে মুকুট নামাইয়া মন্ত্রী হাতে দিল) মন্ত্রী,  
আমাব এই মুকুট আপনি রাজ্যে কিরিয়ে নিয়ে যান । এখন  
আমাব যাওয়া হবেনা, যতদিন না কিবি ততদিন আমাব  
পক্ষ থেকে যুববাজ অজয়কুমার বাজ্য পবিচালনা করবেন ।

বত্ৰা । তাবও সুবিধে হবেনা মহাবাজ । কেননা মহাকালীৰ  
পূজায় আপনাব ভাই এবং মন্ত্রী মশায় উভয়কেই দবকাব  
হবে ।

জয়ন্ত । সেকি ।

বত্ৰা । হ্যাঁ ।

জয়ন্ত । তোমাব কাছে আমি ওদেব প্রাণ ভিক্ষা কবছি বাণী !

বত্ৰা । না ।

[ বত্ৰা চলিয়া যাইতে লাগিল । বিপদের  
আশঙ্কায় জয়ন্ত ব্যাল কণ্ঠে ডাকিল । ]

জয়ন্ত । বাণী ! আমাব কথা শোন ।

[ বাণী চলিয়া যাইতে লাগিল ]

জয়ন্ত । বাণী ! (বাণী থামিলনা)

জয়ন্ত । বত্ৰা ।

[ বিহ্বলদেহে বাণী কিবিশা চাহিল । স্থির  
দৃষ্টিতে সে জয়ন্তর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া  
পাকিয়া শান্ত কণ্ঠে ডাকিল ]

বত্ৰা । বক্ষী । (বক্ষীর প্রবেশ) মহাবাজ জয়ন্ত কুমাবেব ভাই  
আব মন্ত্রী মহাশয়কে বাড্যেব বাড়িবে বেগে এসো ।

[ এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত নবো অন্তরান  
হইল । জয়ন্ত বিয়তের মত সেইদিকে চাহিয়া  
বহিল ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ পাহাড়ের ভিতর দিয়া গ্রাম্য পথ । পুষ্প-  
পাত্র ও ফুলের সাজি হাতে করিয়া তিন চারিটি  
বালিকা প্রবেশ করিল ]

যৌবন গান গাও যৌবন গান

মৌবনে মধুকর গুঞ্জবে তান,

গাও যৌবন গান ।

প্রান্তবে কান্তাবে কান্ত এলো

কুঞ্চিত কুন্তলে কুন্দ দে লো,

অবণ্যে নবীনেব চলে অভিযান ।

পুষ্পিতা বনে বনে ছন্দ লাগে

যেন কোন বিবহিনী বাসব জাগে

মিলনেব শিহবণে ভাস্ত্রে অভিমান ।

১ম বালিকা । ভেড়া চবাতে আব ভাল লাগে না ভাই । যখনই মনে হয়

এই ভেড়াগুলো একদিন মালুষ ছিল—

২য় বালিকা । চমৎকাব এদেব রূপ ছিল—

৩য় বালিকা । মিষ্টি এদেব কথা ছিল—

১ম বালিকা । তখন মনটা কেমন খাবাপ হ'য়ে যায় ।

২য় বালিকা । মনে হয় এগুলো মালুষ থাকলে এই ভর-দুপুরে দু চাবটে

মনের কথা বলা যেতে পাবতো—

৩য় বালিকা । একটুখানি হাসি তামাসা—

৪র্থ বালিকা । দু একটা গানও গাওয়া চলতো ।

১ম বালিকা । কিন্তু সর্ব্বনেশে বুড়োটার জন্যে কি ছুই কববার উপায় নেই ।

২য় বালিকা । জানতে পাবলে মেরেই ফেলবে ।



৩য় বালিকা। নিজে তো বিয়ে টিয়ে করেনি, আমাদের মনেব ব্যথা ও বুডো কেমন ক'রে জানবে বলতো ?

১ম বালিকা। তাতো বটেই। আচ্ছা ভাই, বাণীব ওই ষাছুদণ্ডটা কোথায় থাকে বলতে পাবিস ?

২য় বালিকা। ওরে বাবা ! সে নাকি শুনেছি বাণীব পূজোব মন্দিরে থাকে।

৩য় বালিকা। সেখানে যাওয়া আর যমেব বাড়ী যাওয়া একই কথা।

১ম বালিকা। আহা ! আজ যে কতগুলো লোককে ভেড়া বানাবে তার আব ঠিক নেই। মানুষগুলোর কী রূপ ভাই ?

২য় বালিকা। সবগুলোই বাজপুত্র কি না।

৩য় বালিকা। আচ্ছা বাণীর কি একটু দয়া মায়া হয় না ?

১ম বালিকা। বাণীব দয়া হ'লে তো চলবে না। পুরুত ঠাকুরের দয়া হওয়া চাই।

২য় বালিকা। তাতো বটেই। বাণীতো তাঁব হাতেব পুতুল।

১ম বালিকা। না ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা ঠিক নয়। যদি পুরুত ঠাকুরেব কাণে যায় তা হ'লে আব রক্ষে থাকবে না।

[ নেপথ্যে শীলার গান শোনা গেল ]

১ম বালিকা। ওই শীলা দেবী আসছেন। চল পালাই। আমাদের এখানে জটলা কবতে দেখলে উনি চটে যাবেন। চল পালাই।

২য় বালিকা। চল চল।

[ গ্রাম্য বালিকাগণের প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান গাহিতে গাহিতে শীলা প্রবেশ করিল ]

## কুহকিনী

—শীলার গান—

পাহাড় তলীর ঝর্ণা ধাবায়

যে গান বাজে—

সে গান আমায় পাগল কবে

সকল কাজে ।

বাতের ঘূমে সে গান শুনি

অসম্ভবের স্বপন বুনি

অসম্ভবে তাব কলধ্বনি

ফুৰায় না যে !

ঝর্ণা বলে “ঘব না বেঁধে চলো”,

সে ডাক শুনে নয়ন ছলো ছলো ।

বাজায় বাঁশী দূবেব বঁধু

উছলে ওঠে হুরের মধু

ঝর্ণা চলে ধর্ণা দিতে

সাগর মাঝে ।

[ গানের শেষে সুন্দর প্রবেশ করিল ]

সুন্দর । ওগো । ও-ইয়ে হয়েছ—অসভ্য মহিলা ।

শীলা । বাজসখা । কী বলছেন ?

সুন্দর । না বলিনি কিছু । তবে ইয়ে হয়েছ—তোমাকে একটা কথা  
জিগ্যেস করার বাসনা ছিল ।

শীলা । বলুন ।

সুন্দর । বলবো কি ?

শীলা । বলুন না ।

- সুন্দব । আচ্ছা ভাই, খামোখা মানুষগুলোকে তোমরা ভেড়া ক'বে রাখো কেন ? ওতে তো দু পক্ষেই অসুবিধে হয় ।
- শীলা । কেন ?
- সুন্দব । কেন না মানুষটা ভেড়া হ'য়ে মানুষও থাকে না, ভেড়াও হয় না । আর তোমরা মানুষও পাও না ভেড়াও পাও না—এটা কি ভাল ?
- শীলা । কেন ? আমাদের তো বেশ ভালই লাগে ।
- সুন্দব । তোমাদের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমাদের খুব খারাপ লাগে । কাবল সাধ ক'রে ভেড়া হ'তে আব কে চায় বলো ? কথা বলতে বলতে ব্যা ব্যা সুরু কববো, এঁটাতো দেখতেও ভাল নয়, শুনতেও ভাল নয় । অথচ মজা দেখ—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ আমাদের ভেড়া হ'তে হবে ।
- শীলা । কী কবা যাবে বলুন । পুৰোহিত বিপ্রদেবের আদেশ ।
- সুন্দব । তিনি একটি গরু । নইলে মানুষকে ভেড়া কবতে চান ? থাক সে কথা থাক । তোমাকে একটা গোপন কথা বলবো ?
- শীলা । বলুন না ।
- সুন্দব । তুমি ভাই বড় সুন্দরী ! তোমাকে দেখা অবধি মনের মধ্যে যে আমার যে কী বকম ছল্ ছল্ কবছে তা, এক ভগবানই জানেন । (চুপিচুপি) আচ্ছা—এদেব বাইবে যাবাব বাস্তাটা কোন দিকে বলতো ?
- শীলা । সে তো আমি জানিনে ।
- সুন্দব । এই দেখ । জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বললে ভাই ? তুমি সব জান—আব এটা জানোনা ?

- শীলা । জ্ঞানলেও আমি আপনাকে তা বলবো কেন ?
- সুন্দর । আমি তোমাকে ভালবাসি বলে !
- শীলা । কী ?
- সুন্দর । না—না—আমি তা বলিনি । আমি বলছি—ইয়ে হয়েছে—তোমাকে দেখে আমার মন ছল ছল ক'বে কিনা—তাই—
- শীলা । তাই বলে আমি আপনাকে গোপন পথটা বলে দেব ? আপনার সাহসতো কম নয় ? আমি যদি বাণীকে একথা বলে দিই ।
- সুন্দর । আবাব বাণী কি হবে ? তোমাতে আমাতে কথা—এব মধ্যে আবাব বাজা উজ্জীব টেনে আনছো কেন বাবা ?
- শীলা । আব কখনো এমন কথা বলবেন না বলুন ?
- সুন্দর । আব কখনো বলবো কেমন ক'রে,—আজ বাত্রে যদি ভেড়া হ'য়ে যাই—তবে ব্যা ব্যা ছাড়া আর তো কোন কথা বেরুবেনা । তাই মানুষের কথা শেষবার বলে নিচ্ছি ।
- শীলা । পথ ছেড়ে দিন । আমি যাই ।
- সুন্দর । তা যাও । কিন্তু আব একটা কথা বলবো ।
- শীলা । আবাব কি কথা ? বলুন !
- সুন্দর । বলছি যে তোমাকে দেখে এমনিতেইতো ভেড়া বনে গেছি । ভেড়ার চেহারাটা আর নাই বা দিলে ভাই !
- শীলা । সে সব কথাব আমি কিছু জানিনে—আপনি বাণীকে বলবেন ।

[ প্রস্থান ]

- সুন্দর । আব বাণীকে বলেছি । এক ঘণ্টা বাদেই ভেড়া হ'য়ে

ব্যা ব্যা ক'বে বাণীকে কী বলবো ? ভদ্রলোকের ছেলে  
বিদেশে এসে ভেড়া বনে গেলাম । এবপর আত্মীয়স্বজন  
এলে কি আব চিনতে পাববে ? তারাও চিনতে  
পাববে না—আব আমিও কথা বলে চেনাতে পারবনা ।  
হায়রে ! কিন্তু এ দেশের মেয়েগুলো বড় সুন্দরী ! কিন্তু  
ভেড়ার বসবোধ তো কেউ বুঝবে না । যাই মন্দিরের দিকে  
যাই । ভেড়া যখন হতেই হবে—ওঃ ! কত ভেড়াই যে  
আগে খেয়েছি—তাদের অভিশাপ আজ লেগে গেল । কে  
যে কোন্‌দিন খোঁয়াড থেকে বাব ক'বে নিয়ে গিয়ে  
ঘ্যাচাং ক'বে কেটে ফেলবে—ওবে বাবাবে,—তখন গরম  
মশলাব সঙ্গে সুন্দরের সুন্দর গন্ধ ছাড়বে । হায়বে হায় ।

( কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করিতে লাগিল )

## তৃতীয় দৃশ্য

[ পৰ্বতগাত্রে মহাকালীৰ হুৰিখাল মন্দিৰ ।  
মন্দিৰেৰ মৰ্য্যে মহাকালীৰ বিৰাট মূৰ্ত্তি দেখা  
বাইতেছে । সম্মুখে বসিষা পুরোহিত বিপ্ৰদেব  
পূজা কৰিতেছেন । সোপান শ্ৰেণীৰ উপৰ ৰাণী  
বহা কৃতাজ্জলিপুটে বসিগা আছেন । তন্নিম্ন  
সোপানে শীজা অনুকপ ভঙ্গীতে বসিগা ।  
নিম্নেৰ সমতল ক্ষেত্ৰেৰ একদিকে সান্নি দিয়া  
দাঁড়াইষা কথেকজন বাজপুত্ৰ ও তাঁহাদেৰ সহ-  
চবুল, তাহাব মৰ্য্যে জযন্তু ও হুন্দব আছেন ।  
অশ্বাদিকে ৰাজ্যেৰ বক্ষীগণ ও সেনাপতি বজ্জ  
সেন । সোপানেৰ তলদেশে কতকগুলি পাহাড়ী  
বালিকা । সমস্তই অত্যন্ত নিস্তৰ্দ্ধ কেবল  
পুরোহিতেৰ গম্ভীৰ কাঠৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ শোনা  
বাইতেছে । সকলেই যেন কী একটা বিপদেৰ  
প্ৰতীক্ষা কৰিতেছে । ]

### ধ্যান মন্ত্ৰ

মহামেষ প্ৰভাং দেবীং বৃক্ষ-বজ্ৰ পিধানিনীম্ ।  
লোলজিহ্বাং ঘোবদংধ্ৰাং কোটবাকীং হসমুগীম্ ॥  
নাগহাবলভোপেতাং চন্দ্ৰাৰ্ককৃতশেখবাম্ ।  
জ্ঞাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাং শবং স্বয়ম্ ॥  
নাগযজ্ঞোপবীতাদীং নাগশয্যানিষেহুষীম্ ।  
পঞ্চাশম্মুণ্ডসংযুক্ত বনমালাং মহোদবীম্ ॥  
মহশ্ৰফণসংযুক্ত মনন্তং শিবসোপৰি  
চতুৰ্দ্ধিশ্চুনাগফণা বেষ্টিতং গুহকালিকাম্ ॥

[ এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেই হঠাৎ মহা-  
কালীর হস্ত হইতে খড়্গখানি ঝন্ ঝন্ শব্দে  
মাটিতে পড়িয়া গেল। পুরোহিত চমকিয়া  
চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার  
মুখমণ্ডল গভীর হইয়া উঠিল। তিনি আসন  
ছাড়িয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন ]

বিপ্রদেব। একি। এ সর্বনাশ কেন হল? মা-মা-মা!

[ একটু পরে দরজার উপর বিপ্রদেবের  
ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখা গেল। তিনি বিচলিত  
দৃষ্টিতে সমাগত জনতাব দিকে চাহিয়া  
বলিলেন ]

মহাকালীর হাত থেকে খড়্গ মাটিতে পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই  
এবাজ্যে কোন পাপ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে  
চাই কে এ পাপ কবেছে?

( সমবেত জনতা চুপ )

রাণীব ছুইশত বৎসর পবনায় কামনায় আমি যে যজ্ঞ  
কবছিলাম, আজ তাব শেষ দিন। তাব মধ্যে কেন এই  
ব্যাঘাত? চুপ ক'বে থাকলে চলবে না—আমাব কথাব  
উত্তর দাও। পাপ স্বীকার না করলে আমি তোমাদেব  
প্রচণ্ড ক্ষতি কববো। সে ক্ষতিব যন্ত্রণা তোমবা সহ্য কবতে  
পাববে না। উত্তর দাও—উত্তর দাও।

[ একপা একপা করিষা সি ডি দিয়া নামিয়া  
আসিতে লাগিলেন। রাণীকে অতিক্রম করিয়া  
তিনি শীলাব নিকট গিয়া থামিলেন, তারপর  
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাব মুখেব দিকে চাহিয়া  
বলিলেন ]

বিপ্রদেব । শীলা !

শীলা । ( কাঁদিয়া ) আমি কিছু জানিনে গুরুদেব । কাব পাপে আজকে আমাদেব এই যজ্ঞয়োজন পণ্ড হ'ল, আপনি তার নাম বলে দিন, আমবা প্রতিশোধ নেবো ।

বিপ্রদেব তুমি কিছু জান না ?

শীলা । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব হুঁ । নাম অবশ্য আমি নিশ্চয় বলবো । কারণ সেই পাপী যতবড় শক্তিমান হোক না কেন, বিপ্রদেবেব কাছে তাব নিস্তার নেই ।

[ অগ্রসর হইলেন ]

বিপ্রদেব । ( মেয়েদেব ) তোবা কিছু জানিস ?

একটিমেয়ে । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । এই নবাগত বাজপুত্রদেব মধ্যে কোন লোককে তোদেব সুন্দর বলে বোধ হয়েছে ?

অন্যমেয়ে । না গুরুদেব ।

[ এই সময়ে বাণী রত্না উপব হইতে ভীত দৃষ্টিতে বিপ্রদেবের মুখের দিকে চাহিলেন ।  
তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইলেন ]

বিপ্রদেব । বজ্রসেন ।

বজ্রসেন । গুরুদেব ।

বিপ্র । তুমি কোন খবর রাখো ?

বজ্র । না গুরুদেব । শীলাদেবীর মত আমিও বলছি আপনি অন্তগ্রহ কবে তাব নাম বলে দিন, তারপর এই অপবাদের কী দণ্ড দিতে হয় তা' আমি জানি ।



বিপ্র । হুঁ ! নাম নিশ্চয় বলে দেব, একটু অপেক্ষা করো বজ্রসেন ।  
এখনি সেই মহাপাপীকে আমি তোমাদেব সম্মুখে উপস্থিত  
কবছি ।

[ অগ্রসর হইয়া কুশলের কাছে গেলেন ]

বিপ্র । তোমরা চাব বন্ধু ?

কুশল । ই্যা ।

বিপ্র । আমাদের দেশেব কোন মেয়ের প্রতি তোমাদেব আকর্ষণ  
হয়েছে ?

কুশল । না । তবে আমবা বাণী বড়াব গুণমুগ্ধ ।

বিপ্র । বাণীব প্রতি গুণমুগ্ধতা পাপ নয়, বাণীব রূপমুগ্ধ হ'য়েছো  
কিনা—তাই বলা !

কুশল । না ।

বিপ্র । না । বেশ, তাহ'লে তোমবাও কোন পাপ কবোনি  
বলে মনে হচ্ছে । আমাব কাছে গোপন কববাব চেষ্টা  
করছো নাতো ?

কুশল । না ।

বিপ্র । মনে রেখো আমার কাছে গোপন ক'রে কোনই লাভ  
নেই । কেননা আমি ধ্যানে বসলেই সব কথা জানতে  
পাববো । আমি অন্তর্যামী । তা জানতো ?

কুশল । জানি ।

[ বিপ্রদেব আগাইয়া 'গিয়া জয়ন্তের সম্মুখে  
দাঁড়াইয়া তাহাকে কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন ।  
তারপর বলিলেন ]

বিপ্র । " তুমিতো কাকির যুবরাজ ?

জয়ন্ত । না, আমি কাকীব মহাবাজ !

বিপ্র । ও । তুমি মহারাজ ? তা' মহারাজা হবাব মত রূপ বটে তোমাব । দীর্ঘ স্নগঠিত দেহ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, আমি তোমাব আজকেব দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত । কিন্তু তুমি আমাদের কোন মেয়েকে দেখে প্রলুব্ধ হওনি তো ?

জয়ন্ত । আজও আমার রুচিব এতদূর অধঃপতন ঘটেনি ।

বিপ্র । বটে বটে । তোমাব সাহস আছে—কিন্তু সে দুঃসাহস, দুঃখের মধ্যে যাব শেষ । আমাকে দেখে ভয় কবছে না তোমাব ?

জয়ন্ত । কেন ?

বিপ্র । আমি অন্তর্যামী বলে । আজ দেউশো বছর ধবে আমি বেঁচে আছি আব তোমাদেব মত সভ্য মানুষেব সর্বনাশ কবছি । যাহুবিজ্ঞা দিয়ে আমি ত্রিলোক জয় করতে পাবি তা জানো ? তোমাদেব মত বহু বাজপুত্র আমাব পশু-শালায় নির্ঝিল্লি কাল কাটাচ্ছে । আর একটু পবে তোমাদেবও যেখানে যেতে হবে—তবু ভয় কবে না তোমাব ?

জয়ন্ত । না । মানুষকে পশু কবাব মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই—আছে পশুত্ব । যুগ যুগ ধবে মানুষকে পশু ক'বে ক'বে আপনিও যে একদিন মানুষ ছিলেন, সে কথা আজ আপনি ভুলে গেছেন । আপনাকে ভয় না ক'রে দয়া কবা উচিত ।

বিপ্র । হঁ । তোমাব স্ত্রীস্বপ্নপ্ৰবাসিতায় আমি খুসী হলাম । কেন না সাহসী লোককে আমি ভালবাসি । কিন্তু তোমাকে দেখে আমাদের কোন মেয়ে চঞ্চল হয়নি তো ?

জয়ন্ত । সে কথা আপনাদেব মেয়েরা জানে আর আপনি জানেন ।  
কিন্তু সত্যিই এ দুর্ভাগ্য ঘটলে আমি দুঃখিত হবো । কেন  
না যাহুকরেব জাতিকে আমি ঘৃণা কবি ।

[ বিপ্রদেব তাহার দিকে একবার চাহিয়া  
ঘিরিয়া গিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন ।  
তারপর রানীর কাছে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া  
তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ।  
রত্না তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল ]

বিপ্র । রত্না ।  
রত্না । গুরুদেব । ( মাথা নত কবিল )  
বিপ্র । মাথা তোল, চাও আমাব দিকে । ( বত্না বহুকষ্টে মাথা  
তুলিল ) বল, কে এই পাপ কবেছে ?  
বত্না । আমি জানি না গুরুদেব ।  
বিপ্র । ( ধমক দিয়া ) তুমি জান ।  
রত্না । গুরুদেব বক্ষা করুন । আমি জানি না ।  
বিপ্র । তুমি জান না ?  
রত্না । না ।  
বিপ্র । জয়ন্তকুমাবেব ভাই আব মন্ত্রীকে কে মুক্ত কবে দিয়েছে !  
বত্না । আমি ।  
বিপ্র । কেন দিয়েছ ? দেবীর চরণে নিবেদিত প্রাণীকে তুমি  
মুক্ত কবে দাও কোন অধিকাবে ?  
রত্না । তাবা তো নিবেদিত ছিল না । তা ছাড়া বাণীব কি কোন  
স্বাধীনতা নেই গুরুদেব ?  
বিপ্র । হুঁ ! তুমি জান না কে পাপ কবেছে ?

বত্না । না ।

বিপ্র । আচ্ছা আমি এক্ষুনি তাব পরীক্ষা করবো ! তোল তোমার  
যাহুদণ্ড । তোল ! (রাণী যাহুদণ্ড তুলিয়া লইলেন)  
চলো আমাব সঙ্গে, নবাগত বাজপুত্রদের পশু করবে ।  
এসো ।

[ নামিতে লাগিলেন ]

বত্না । গুরুদেব । বক্ষা করুন । আমি আমি কোন অপবোধ  
কবিনি ।

বিপ্র । বেশ তো—তুমি কোন অপবোধ না ক'বে থাকলে আমি  
খুব খুসী হবো । কেন না বাণীব অপবোধ বাজ্যেব পক্ষে  
গৌরবেব বস্তু নয় । কিন্তু তাব জন্ত তোমার আজকের  
কর্তব্যে তুমি অবহেলা কবতে পাবো না । এসো ।

বত্না । গুরুদেব ।

বিপ্র । বত্না, তোমাব এই দ্বিধা দ্বিতীয়বাব দেখলে আমি মনে  
কবতে বাধ্য হবো যে আজকেব পাপেব জন্ত তুমিই দায়ী ?

বত্না । না গুরুদেব আমি যাচ্ছি ।

বিপ্র । চলো ।

[ উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে  
লাগিলেন । বত্নার মুখ শুকাইয়া গেল । সে  
ভীত মুখে বিপ্রদেবের মুখের দিকে চাহিল তার-  
পর বলিল ]

বত্না । গুরুদেব ।

বিপ্র । বলো !

বত্না । যাহুদকে পশু করতে আর আমার ইচ্ছে কবছে না গুরুদেব ।

আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আমি বুঝতেই পারছি না এতে আমাদের কী স্বার্থ সাধিত হবে ?

বিপ্র। সে প্রশ্ন করবার তোমাব অধিকার নেই বত্ৰা। স্বার্থ আছে আমার সঙ্গে—জাতির সঙ্গে জড়িত। তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। বাণী ছাড়া আর কেউ এ কাজ কবতে পারবে না এই হচ্ছে নিয়ম, এবং সে নিয়ম তোমায় নির্বিচাবে পালন কবতে হবে। চলো।

বত্ৰা। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না গুরুদেব, যে এই হৃন্দব মানুষগুলোকে পশু ক'বে বেখে আমাদের কী লাভ ?

বিপ্র। হৃন্দব মানুষ। হুঁ। চলো।

বিপ্র। স্পর্শ কব, তোমাদের যাদুদণ্ড দিয়ে স্পর্শ কব।

[ জয়ন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিলেন।  
রত্না ধীরে ধীরে জয়ন্তের দিকে অগ্রসর হইতে  
লাগিল। হৃন্দর গিষা জয়ন্তের পশ্চাতে লুকাইল।  
সে ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিল না। বাণী  
আসিয়া জয়ন্তের সম্মুখে দাঁড়াইল ]

বিপ্র। স্পর্শ কব—স্পর্শ কব।

[ বাণীর যাদুদণ্ড উত্তত হইয়া অবশেষে নামিয়া  
গেল। এইরূপ তিনবার চেষ্টা করিয়াও সে  
সফল হইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে  
যাদুদণ্ড পড়িয়া গেল। বিপ্রদেব ক্রোধে  
গর্জন করিয়া উঠিলেন ]

বিপ্র। যা অনুমান কবেছি, ঠিক তাই ঘটেছে। শোন তোমরা !  
• তোমাদের বাণীই আজকের এই পাপের অধিনায়িকা।  
মনে মনে তিনি মহাবাজ জয়ন্তের প্রেমে পড়েছেন। তিনি

এই যুবকের রূপ, গুণ, আর স্বাস্থ্য দেখে বিহ্বল হ'য়ে  
পড়েছেন। তোমাদেব বাণী ! তোমাদেব ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী !

বজ্রসেন। রাণী।

শীলা। বাণী।

[ বজ্রা অসহায়ভাবে সকলের মুখের দিকে  
চাহিল। দেখিল কাহারও মুখে ক্ষমা নাই।  
সে পুনরাব মাথা নত করিল ]

বিপ্র। কী উত্তর দাও ! আমাব অনুমান সত্য কিনা ?

রাণী। ( ক্ষীণ কণ্ঠে ) সত্য গুরুদেব।

বিপ্র। এবং এই সত্য তুমি গোপন করবাব চেষ্টা কবছিলে পাপিষ্ঠা !  
আমি তোমায় কী শাস্তি দেব আমিতো বুঝতে পারছি  
না। আমাব এতদিনেব আয়োজন এত পবিশ্রম সব তুমি  
ব্যর্থ কবে দিলে। তুষানলে দগ্ধ কবলেও তো আমাব এ  
মনেব জ্বালা যাবে না।

বজ্রা। আমায় তুষানলেই দগ্ধ বরুন গুরুদেব। আমি এই বাজ-  
কুমাবেব শৌর্য্য, বীৰ্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সহস্র লোককে  
আমি পশু কবেছি, তাবা সব মাহুষ ছিল। কিন্তু হঠাৎ  
লক্ষ্য কবলাম এই একটি মাত্র পুরুষকে, আপনার তেজে যে  
মহীয়ান হয়ে আমাব দিকে চাইলে। আমি যে নাবী, আমি  
তো তাকে অবহেলা কবতে পারিনি গুরুদেব।

বিপ্র। তুমি পাপীয়সি। তুমি আমাব সব সাধনা ব্যর্থ কবেছো—  
তুমি আমাব সর্বনাশ কবেছো। আমি তোমায় কী শাস্তি  
দেব ? আমি—আমি তোমার কুহক শক্তি হরণ

কবলাম, আজ থেকে সাধারণ নাবীব মতই তুমি নগণ্য।

বত্না। গুরুদেব। ( বিপ্রদেবের পায়ের উপর পড়িল )

বিপ্র। দুব হয়ে যাও আমাব সম্মুখ থেকে। পাপীয়সি। তোমাব মুখ দেখলেও আমাকে পাপ স্পর্শ কববে। (লাথি মাঝিতেই বত্না দুবে ছিটকাইয়া পড়িল) তোমাকে আমাব এ রাজ্য থেকে নির্বাসন কবলাম। কাল সকালে তোমাব ওই কলঙ্কিত মুখ যেন আমাকে না দেখতে হয়।

[ বত্না পড়িয়া গিয়া হুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল ]

বিপ্র। শীলা। চলে এস। তোমাবা সব ফিবে যাও নিজের বাড়ীতে। কাল থেকে আমি নতুন রাণীব অনুসন্ধান কববো।

[ সকলে নত মুখে প্রস্থান কবিল। বত্না সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে জয়ন্ত আগাইয়া আসিয়া বত্নাকে ধবিয়া তুলিল ]

জয়ন্ত। বত্না।

[ বত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যেন ভান্সিয়া পড়িয়াছে। তাহার দুই চোখে তখন অশ্রুর বত্না নামিয়াছে ]

জয়ন্ত। বত্না!

বত্না। কী?

জয়ন্ত। চলো আমবা পালিয়ে যাই এদেশ থেকে?

বত্না। কোথায় যাবো?

জয়ন্ত। আমাব বাজে। চলো আমার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

রত্না । পথ । পথ কোথায় বলতো ? আমারতো—আমাবতো—  
মনে পডছে না !

জয়ন্ত । সেকি ।

রত্না । সত্যি ! বাইবে যাবার পথ আমাব মনে পডছেন—  
আমাব মনে পডছে না । আমি ভুলে গেছি—আমি পথ  
ভুলে গেছি—আমি পথ ভুলে গেছি.....

[ জয়ন্তের বাহর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া  
উঠিল । ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতে লাগিল ]

---



## দ্বিতীয় অঙ্ক

[পুরোহিত বিপ্রদেবের কক্ষ। বিপ্রদেব  
ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতেছেন,  
মাঝে মাঝে জানালার কাছে গিয়া কী দেখিয়া  
আসিতেছেন। জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের  
বিশাল প্রান্তর ও দূরে হুর্গম পর্বত শ্রেণী  
দেখা বাইতেছে। একটু পরে তাঁহার প্রিয়  
শিষ্য ও সহচর সোমদেব প্রবেশ করিল।  
তাহাকে দেখিয়াই বিপ্রদেব অগ্রসর হইয়া  
নিম্নকণ্ঠে বলিলেন।]

বিপ্রদেব। কী সংবাদ সোমদেব ?

সোমদেব। বত্সা জয়ন্তকে ত্যাগ করতে সম্মত হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই  
তাব এবং রাজকুমারের ওপব যথেষ্ট নির্যাতন হয়েছে—  
কিন্তু কিছুতেই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করা যাচ্ছে না।

বিপ্রদেব। জয়ন্ত কি বলে ?

সোমদেব। তাবও ওই এক কথা। রত্নাব প্রেম আমি স্বীকার ক'বে  
নিয়েছি, অতএব তাকে ত্যাগ কবতে পারবো না।  
তোমরা পথ বলে দাও, আমি শুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

বিপ্রদেব। চলে যাবে, তবে দেশে নয়। সোমদেব, আমি আমাদের  
বাণীব এই অধোগতি দেখে লজ্জিত। এই সর্বনাশা  
পরিণাম থেকে শুকে বক্ষা করতে হবে এবং আমি বক্ষা  
করবোও। বৃক্ষের অঙ্গ থেকে লতাব বন্ধন উন্মোচন  
কবতে সামান্য একটু নির্দয়তাব প্রয়োজন হয়। বত্সা আজ  
তার পরিচয় পাবে।

সোমদেব । কিন্তু আমার মনে হয়—

বিপ্রদেব । বলো । কী তোমাব মনে হয়—

সোমদেব । আমার মনে হয় কাজটা সহজসাধ্য হবে না । কেন না  
বস্ত্রার চোখে মুখে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে  
উঠেছে—যা—

বিপ্রদেব । যা মুছে ফেলা অসম্ভব ? এই তো তুমি বলতে চাও ?  
কিন্তু এতদিন আমাব সঙ্গে বাস ক'বে এখনও কি তুমি  
আমাকে চিনতে পাবো নি সোমদেব ? ওব মধ্যে যে  
দৃঢ়তা লক্ষ্য কবেছো, তা আমাবই সৃষ্টি । তোমাব চোখে ও  
যতো অসামান্যবর্ণই হোক না কেন, আমাব চোখে বস্ত্রা সামান্য  
নাবী ছাড়া আব কিছুই নয় । আমিই ওকে বাণী কবেছি  
—আমিই ওকে ভিখাবিণী কববো । আমিই ওব মধ্যে  
জাগিয়েছিলাম যে মহিমময়ীকে, আমাবই মন্ত্র বলে আবাব  
সে নগণ্য নাবীতে রূপান্তরিত হবে । কিন্তু সৰ্ব্বশেষ  
সৰ্ব্বনাশ সাধনের পূর্বে ওব মন থেকে বাজকুমারের ছঃস্বপ্ন  
মুছে ফেলবাব চেষ্টা কববো ।

সোমদেব । আমাব কর্তব্য বলে দিন ।

বিপ্রদেব । তোমাব কর্তব্য হচ্ছে, তুমি পুনবায় ওদেব কাছে গিয়ে  
এখানে ওদেব নিয়ে আসবে ।

সোমদেব । এখানে ?

বিপ্রদেব । হ্যাঁ এখানে । আমাব এই ঘবের মধ্যে আমি তাদেব মৃত্যু-  
সম্বন্ধনার আয়োজন কবে বেখেছি । হয় আমাব কথায় সে  
বাজী হবে, অথবা মৃত্যু ববণ কববে ।

সোমদেব । মৃত্যু ।

বিপ্রদেব । ই্যা মৃত্যু । পুরোহিত বিপ্রদেবের বোষেব আগুন যখন একবার জ্বলেছে, তখন কিছু ধ্বংস না ক'রে সে নিভবে না । মহাকালীর হাত থেকে খজা মাটিতে পড়েছে ; একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন । সেই অবশ্যস্তাবী অজ্ঞাত বিপদেব সম্মুখীন হবার পূর্বে, যাব পাপে সেই অমঙ্গল—তাকে আমি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন ক'বে ফেলবো । আমাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে, না সোমদেব ?

সোমদেব । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । হচ্ছে । হওয়া উচিত । তোমাব মত যুবকের পক্ষে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় । কেন না কর্তব্য তোমাদেব মনে শিখিল । ফাঁকা ভারপ্রবণতার ভেলায় চড়ে জীবনটাকে তোমাবা অতি সহজে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাও । কিন্তু তাতো হয় না, সোমদেব । জীবন-নদী সর্বদাই ক্ষুদ্র, তবদ্ধিত, আবর্ত-সঙ্কুল, সেখানে তোমাব তবণী চালনা কবতে হ'লে চাই সতর্ক দৃষ্টি আব সূদৃঢ় মৃষ্টি । পৃথিবীতে নিজেকে বক্ষা কবাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম । তাব কাছে দু একটি প্রিয়জনেব মৃত্যু বড নয় । বুঝেছ ?

[ সোমদেব মাখানত করিয়া বহিল । সেই দিকে চাহিয়া বিপ্রদেব আবার বলিতে লাগিলেন ]

বিপ্রদেব । আজ দেউশো বছর ধবে জবা-মৃত্যু অতিক্রম ক'বে, আমি এই সুন্দর বাজ্য গড়ে তুলেছি । এই বাজ্যেব ভাগ্য-নিয়ন্তা আমি । পব পব তিনজন রাণী নির্বিবাদে বাজ্য শাসন ক'বে গেছে, কই, তাদের বাজত্বকালেব মধ্যে মহাকালীর

পূজার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি । কাবণ তাদের মন ছিল লোহা দিয়ে গড়া, প্রেমের পথ ছিল সেখানে অবরুদ্ধ । বত্ৰা সে দুৰ্জলতা জয় কবতে পারেনি, ফলে আজ তাব এই অধঃপতন । আমাব পরে মহাকালীৰ পুৰোহিত হবে তুমি, তোমাকেও আমি সাবধান ক'বে দিচ্ছি সোমদেব— প্রেমকে কোন দিন জীবনে স্বীকাৰ কবো না ।

সোমদেব । তাই হবে গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । হতভাগিনী রত্না, কত যে স্নেহ কবতাম আমি ওকে, তা ও বুঝতে পাবেনি বলেই আজ এই দুর্গতি । কিন্তু তাব এই দুর্গতিতে আমি স্থখী নই, বুঝলে সোমদেব—আমি স্থখী নই ।

[ ধীরপদে প্রস্থান করিল । সোমদেব বিস্মিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল । পিছন দিক দিয়া শীলা প্রবেশ করিল । সে সোমদেবের পিছনে দাঁড়াইয়া ডাকিল ]

শীলা । সোমদেব !

সোমদেব । কে ? শীলা ।

শীলা । ওদিকে চেয়ে কী ভাবছিলে ?

সোমদেব । ভাবছিলাম গুরুদেবের কথা ।

শীলা । কী কথা ?

সোমদেব । গুরুদেব বলে গেলেন, বাণী যদি তাঁব কথায় জয়ন্তকে ত্যাগ করিতে সম্মত না হন, তা'হলে বাণীকে মৃত্যু বরণ\* করিতে হবে ।

শীলা । খুব স্বাভাবিক । গুরুদেবের ক্রোধের হাত থেকে বাণীব আব নিস্তার নেই । অথচ—

সোমদেব । অথচ ?

শীলা । অথচ জয়ন্তকেও বাণী ত্যাগ করতে পারবেন না ।

সোমদেব । ত্যাগ করতে পারবেন না । কেন ?

শীলা । কেন, তা তুমি বুঝতে পারবে না সোমদেব । নাবীর জীবনের স্বপ্ন তোমাদেব কাছে মবীচিকা হ'তে পারে, কিন্তু নারীব কাছে তাব সৰ্ব্বস্ব । এই স্বপ্নটুকু সফল করবার জন্ত সে তাব লজ্জা-সম্ভ্রম অবধি বিসর্জন দিতে পাবে, বাণীত্ব সানাত্ত কথা ।

সোমদেব । কেন ? কী এমন মহামূল্য সম্পদ রয়েছে জয়ন্তেব মধ্যে শুনি, যাব জন্ত বত্না তাব বাণীত্ব বিসর্জন দিলে ?

শীলা । সে কথা তোমায় তো মুখে বলে বোঝাতে পারবো না সোমদেব । জয়ন্ত পুরুষ, পৌরুষেব প্রভায় সে সমুজ্জল । আমাদের দেশে আছে অসংখ্য মাহুষ, তাবা পুরুষ নয়, তাবা সব আমাদের পুরোহিতের দাস, শীতকালের সাপের মত তাবা নিজীব-নিষ্ক্রিয় । এব মাঝে কোথা থেকে আবির্ভূত হ'ল জয়ন্ত, নিজেব অসামান্য পৌরুষেব দীপ্তিতে আমাদের বাণীব চোখ সে দিল ধাঁধিয়ে । পুরোহিতের আদেশে কুহকিনী বাণীব মধ্যে যে নাবীত্ব এতকাল ছিল স্থপ্ত হ'য়ে, সে জেগে উঠে নিজেকে মনে মনে নিবেদন ক'রে বাখলো, ওই অজ্ঞেয়-অসাধাবণ পুরুষেব পায়ে ।

সোমদেব । এই কি নাবীর স্বপ্ন নাকি ?

শীলা । এই নাবীব স্বপ্ন । পৃথিবীতে সে ধন চায় না, সম্পত্তি চায়

না, সম্মান চায় না, সে চায় দুখানি কঠিন সবল বাহু—যাব ওপৰ মাথা রেখে সে নিৰ্কিষ্মে ঘুমাতে পাববে, সে চায় লৌহ কবাটের মত একখানি বুক—দুৰ্ঘ্যোগেব দিনে সে যেখানে নিবাপদ হতে পাববে। সে চায় চাঁদেব হাসি, ফুলেব গন্ধ—সন্তানেব হাসিভবা সংসাব। বজ্জনীগন্ধাকে কি বটবৃক্ষ কবা যায় সোমদেব ?

সোমদেব তোমাব কথায় আমি চিন্তিত হচ্ছি শীলা। পৌরুষেব যে স্তবগান তুমি শ্রব কবেছো—তাতে এমন কথাও বলা চলতে পাবে যে তুমিও বাজকুমাবেব প্রণয়মুগ্ধ।

শীলা। এখনও হইনি, তবে হ'তে পাবলে নিজেকে দত্ত মনে কববো।

সোমদেব বটে। সংবাদটা তাহ'লে গুরুদেবেব বর্ণগোচব কবা আবশ্যক। কী বলো ?

শীলা। বেশ তো, তোমাব যদি ইচ্ছে হয়, গুরুদেবকে বলে দিও। আমি তাতে দুঃখিত হবো না।

সোমদেব কিন্তু দুঃখ পেতে হবে।

শীলা। মাথা পেতে নেবো সে দুঃখ।

সোমদেব এখন মনে হচ্ছে যাদু আমবা জানি নে, যাদু জানে এই সভ্য দেশেব মানুষগুলো। কিন্তু এসব আলোচনা পবে করলেও চলবে,—কেন না এখুনি জযন্ত আব বত্নাকে এ ঘবে নিয়ে আসতে হবে।

শীলা। পুরোহিতেব আদেশ ?

সোমদেব। পুরোহিতেব আদেশ।

[ সোমদেব প্রস্থান করিল । শীলা ধীরে  
ধীরে গাহিতে আরম্ভ হইল ।

শাল বীথি যে ডাকছে তোমায়—  
সেই লিপি আজ দিলেম লিখে—  
জ্যোছনা ধাবাব সোনার বঙে  
বড়িয়ে লেখাব আখরটিকে ।  
আসবে তুমি আসবে বলো—  
ফাগুন হেথায় উতল হলো  
বন-বালিকা তাকায় পথে  
তোমার আশায় অনিমিখে ॥  
সময় যেন ষায়না ব'য়ে দেখো দেখো  
আজকে তুমি এই কথাটি মনে বেখো ।  
হেথায় পবন আয়োজনে  
বইলু বসে ব্যাকুল মনে—  
মোদেব শিবীষ পলাশ বকুল  
বাব হলো তাই দিকে দিকে ।  
[ স্তম্ভের প্রবেশ ।

শীলা । আপনি এখানে এসেছেন কেন ?  
স্তম্ভ । ইচ্ছে ক'বে কি এসেছি ? আসতে আসতে এসে পড়েছি ।  
নইলে বাঘেব গর্ভে কে আব সাব ক'বে সঁঝোয় বলো ?  
শীলা । আপনি চলে যান—চলে যান । পুরোহিত বিপ্রদেব যদি  
আপনাকে দেখতে পান, তা'হলে আব বন্ধে থাকবে না ।  
স্তম্ভ । বন্ধে পাবাব আব ইচ্ছে নেই আমাব ।  
শীলা । কেন ?

- সুন্দর । পাখীকে আফিং খাইয়ে খাঁচার বাইবে ছেড়ে দিয়েছে।  
সুন্দরী—আব সে যাবে কোন চুলোয় ? যেখানেই যাক—  
খাঁচার কাছে তাকে আসতেই হবে ।
- শীলা । আমবা কি আপনাকে আফিং খাইয়েছি নাকি ?
- সুন্দর । না—না তাকি আমি কি বলছি ? আফিং খাওয়াওনি—  
ইয়ে হয়েছ—ভুঁকিয়েছো । তাই ছেড়ে যেতে পাবছি না ।
- শীলা । আব আসবেন না । আপনাবা সভ্য দেশেব লোক—  
আমাদের সংস্পর্শে আপনারা যত কম আসবেন, ততই  
আমাদের পক্ষে মঙ্গল । বন্ধুটির অবস্থা দেখছেন তো ?
- সুন্দর । দেখছি বই কি ! রাজা বাজডাব ব্যাপাব—বুদ্ধিব অগম্য ।  
নইলে মনে কব বাজকুমাবেব মত বন্দী হ'তে কি আমাবও  
সাধ যায় না । কী কববো, উপায় নেই ।
- শীলা । কেন ?
- সুন্দর । বন্দী হতে গেলে এদেশেব কোন একটি মেয়ের আমাকে ভাল  
লাগা চাই, মহাকালীব হাতেব খাঁড়াখানা মাটিতে পড়া চাই—  
তবে আমি বন্দী হবো । মহাকালীব খাঁড়া মাটিতে পড়াব  
ভাবনা নেই, সে না হয় আমি নিজেই একদিন গিয়ে ফেলে  
দিয়ে আসবো, কিন্তু নিজেকে ভাল লাগাই কি করে ! তাই  
তোমাব কাছে কাছে ঘুবি—যদি কোন দিন ভুলেও  
আমাকে তোমাব ভাল লেগে যায় । এই আশা ।
- শীলা । না—না এমন অবুঝের মত কথা বলবেন না । এদেশে  
ভাল লাগার মানেই মৃত্যু ।
- সুন্দর । আবে বাবা, সব দেশেই ভাল লাগার মানে মৃত্যু ।



শীলা । তারপর পুরেহিত বিপ্রদেব দেশথেকে প্রেমের উচ্ছেদ করছেন, আজ তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখলে তিনি ক্ষেপে যাবেন ।

সুন্দর । বেশ তো ক্ষেপে যাবেন—ক্ষতি কী ?

শীলা । তাঁব হাতে আছে অসীম দৈবশক্তি । সেই শক্তি বলে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের বিনাশ কবতে পারেন । আমার অহুবোধ বাখুন—দেশে ফিবে যান । সভ্য দেশের হাজাব হাজাব মেয়ে আপনার প্রেম মাথায় ক'বে নেবে । অসভ্য মেয়েব চাইতে সভ্য মেয়ে শতগুণে ভাল নয় কি ?

সুন্দর । হয়ত ভাল । কিন্তু শীলা, সভ্য দেশের মেয়েবা হচ্ছে বাবান্দায় সাজানো গাছ ' একটুখানি জায়গায়, মালীর হাতের সামান্য জল পেয়ে, কোন বকমে মাথা তুলে কায়ক্লেশে দু একটি ফুল ফুটিয়ে তাব জীবনলীলা শেষ হয় । কিন্তু এখানে এসে দেখলাম গহন অরণ্যের গুরু গভীর পটভূমিকায় উদ্ভাস বস্ত্রলতিকার অসামান্য প্রাণম্পন্দন । দেহের পাত্রে সে প্রাণ যেন উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে । তুমি আমাকে ভুলতে বলছো—চেষ্টা কববো, কিন্তু পারবো না । যাক্ আমি এখনি চলে যাচ্ছি । একটা অহুবোধ কববো ?

শীলা । বলুন !

সুন্দর । একটা গান শোনাবে ?

শীলা । এখানে ? কিন্তু পূর্বোহিতের আসাব সময় হয়েছে । ( সুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির স্বরে ) আচ্ছা, আমি গাইছি—

## কুইকিনী

( শীলার গান )

এবার মোদের যাত্রা সুরু সুনীল গগন তলে—

বন্দী বিহগ মুক্তি পেয়ে মুক্ত হাওয়ায় চলে ।

যে কথা হায় হয়নি বলা—

তাই শোনাতে এ পথ চলা

কুমুদ আজি টাঁদেব সনে গোপন কথা বলে ।

হাঙ্কা মেঘেব হাওয়ায় ভাসি আমরা উদাসী

সব পাওয়াবি ইঙ্গিতে কে বাজায় বাঁশী

পিছন পানে চাইবোনা আব—

ছন্দে গাঁথি সাতনবী হাব—

গানের মালা আজকে প্রিয় পবিয়ে দেবে। গলে ॥

[ গানের মাঝখানে স্তম্ভব বাহিরে চাহিয়া  
দেখিল বিপ্রদেব আসিতেছেন, সে নিঃশব্দে  
প্রস্থান করিল, শীলা সে কথা জানিতে পাবে  
নাই, সে গাহিয়া চলিল । পুৰোহিত প্রবেশ  
করিয়া গানটী শুনিলেন । গান শেষে তিনি  
ডাকিলেন ]

বিপ্রদেব । শীলা ।

শীলা । ( চমকিয়া ) কে ? শুকদেব । কখন এসেছেন ?

বিপ্রদেব । কিছুক্ষণ । কিন্তু তোমাব গানের ভাবাব পবিবর্তন হযেছে  
শীলা । তা ছাড়া ইতিপূর্বে সঙ্গীতে তোমাব এমন  
ভন্নয়তা লক্ষ্য করিনি । আজ কি বিশেষ কোন কাৰণ  
ঘটেছে ?

শীলা । না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । দেশের সর্বত্রই একটা অমঙ্গলেব আভাস পাচ্ছি । তুমি যেন এই সময় সেই অমঙ্গল বুদ্ধিব কাবণ হয়ো না । তোমাব ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে ।

শীলা । আমি বিশ্বাসঘাতকতা কববো না গুরুদেব ।

বিপ্রদেব । আব ওই রাজ-সহচরটিকে একটু এড়িয়ে চলবাব চেষ্টা কবো । অত্র বাজকুমারবো চলে গেছে ?

শীলা । ইয়া ।

বিপ্রদেব । তা ওই বা চলে যাচ্ছে না কেন ? ওকেও তো মুক্তি দেওয়া হয়েছে ।

শীলা । ওব বন্ধুকে ছেড়ে যেতে রাজী নয় ।

বিপ্র । তাহ'লে বন্ধুব মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে দাও । এখন তাব ব্যবস্থা হবে । সোমদেবকে আমি পাঠিয়েছি তাদেব এখানে আনতে—শুনেছ ?

শীলা । শুনেছি—গুরুদেব ।

বিপ্র । হাঁ । আজই আমি একটা শেষ বোঝাপড়া করবো । এবকম বাণীহীন অবস্থার রাজ্য থাকতে পাবে না । তাতে প্রজাদেব মধ্যে বিক্ষোভেব সৃষ্টি হবে । তুমি তোমাব মনকে শক্ত কবো শীলা, কাবণ বত্নাকে রাজী কবতে না পাবলে কাল থেকে এ বাজ্যেব বাণী হবে তুমি ।

শীলা । আমি !

বিপ্র । তুমি । তোমাব শিক্ষা-দীক্ষা, তোমাব আচাব-ব্যবহাব, তোমাব বিচাব-বুদ্ধি, কোন অংশেই বত্নার চাইতে কম নয়, তা' আমি লক্ষ্য কবেছি । যাও, এখন বিশ্রাম কবগে, এর পর

আমাকে একটা কঠিন কর্তব্য পালন করতে হবে। যে  
দৃশ্য তোমার দেখা উচিত নয়।

শীলা। আমি যাচ্ছি গুরুদেব।

বিপ্র। আব একটা কথা। বত্সা বা জয়ন্তেব জন্তু তোমার মনে  
যদি সামান্য করুণাবশত সন্ধ্যা হ'য়ে থাকে—তাকে প্রাণপণে  
দমন করবাব চেষ্টা কর।

শীলা। তাই হবে গুরুদেব।

[ বিপ্রদেবের পাখের ধ্বনি লইয়া প্রস্থান  
করিল। বিপ্রদেব একজন রক্ষীকে ডাকিলেন।  
রক্ষী প্রবেশ করিল। ]

বিপ্র। আমার কাবণ-পাত্র নিয়ে আয়।

[ রক্ষী চলিয়া গেল, বিপ্রদেব চিন্তিত  
মনে পাষাচারী করিতে লাগিলেন। একটু  
পরে রক্ষী কাবণ-পাত্র আনিয়া,—বিপ্রদেব  
উপর্যুপরি দুইবার পান কবিতা রক্ষীকে দিতেই  
সে তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। বিপ্রদেব  
আবাব কয়েক বার পাষাচারী করিয়া নিজের  
মনেই বলিয়া উঠিলেন। ]

বিপ্র। বল পাচ্ছিনা—বল পাচ্ছি না—কেবলই মনে হচ্ছে বত্সাকে  
আমি শাস্তি দিতে পাববোনা। কাবণ পান কবলাম—  
তবু সেই দুর্বলতা আমাকে এসে আচ্ছন্ন করছে। না—  
প্রফুল্ল-রাখতে হবে—নিজেকে—প্রফুল্ল রাখতে হবে। কী  
কবি—বক্ষী।

[ রক্ষী প্রবেশ করিল ]

বিপ্র। দেবদাসীদের এখানে আসতে বল। হাঁক'রে চেঁয়ে কী  
দেখছিন্স? এখানে—এখানে। আমি গান শুনবো।

বক্ষী।      যে আজ্ঞে।

(রক্ষীৰ প্রস্থান)

বিপ্র।      এতকাল ধরে এত শিক্ষায় থাকে শিক্ষিতা করলাম—সে  
এক কথায় সমস্ত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দিলে। পৃথিবীতে প্রেম  
কি এতই বড়? কী আশ্চর্য্য! আমার তো মনে হয় প্রেম  
একটা মানসিক ব্যাধি। কণ্ঠ-ক্ষীণ দুর্বল লোক যে বোগে  
আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দেয়। প্রেম কী—প্রেম?

[ দেবদাসীগণের প্রবেশ ]

এই তোবা গান গা। শক্তিময়ীৰ গা। গা। যাদেবী সৰ্ব্বভূতেষু  
শক্তিকপেন সংস্থিতা, নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।

[ দেবদাসীদের গান ]

যা দেবী সৰ্ব্বভূতেষু শক্তিকপেন সংস্থিতা  
নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ

শক্তিকপা তুমি সৰ্ব্বভূতে

দহুজ দলনী ওই মহামায়া

লহ প্রগতি লহ প্রগতি মাগো লহ প্রগতি।

যা দেবী সৰ্ব্বভূতেষু মাতৃকপেন সংস্থিতা

নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ—

মাতৃকপা তুমি সৰ্ব্বজীবে

কল্যাণী ওই মাগো কদ্রজায়া

লহ প্রগতি .....

প্রসীদ দেবী কদ্রকপা

সান্ত্বনা যাচে মাগো শ্রীপদ ছায়া

লহ প্রগতি....

বিপ্র : না-না-না-শক্তি পাচ্ছিনে। মা-মা শক্তি দে মা-শক্তি দে—  
শক্তি দে।

[ উন্মাদের মতন ভিতরে চলিয়া গেলেন  
মঞ্জে মঞ্জে দেবদাসীবাও প্রস্থান করিল ]

[ জয়ন্তকে লইয়া সোমদেব প্রবেশ করিল ,  
এই কথ্যদিনে তাহাব চেহাবাব পবিবৰ্ত্তন  
হইয়াছে। চুলগুলি বক্ষ এলোমেলো।  
সোমদেবকে উত্তেজিত দেখা গেল। ]

সোমদেব। আমি তোমাব এই শেষাবান জিজ্ঞাসা কবছি—বত্নাকে তুমি  
ত্যাগ কববে কিনা ?

জয়ন্ত। না।

সোম। তাহলে মৃত্যুব জন্ত প্রস্তুত হও।

জয়ন্ত। আমি জানি মৃত্যু মানুষেব স্বাভাবিক পবিণতি। অতএব  
তাব জন্ত প্রস্তুত হবাব প্রয়োজন নেই। তোমাদেব হাতে  
আজ যদি আমাব মৃত্যু হয়— আমি তাকে মুক্তি বলে মনে  
কববো।

সোম। তবু তুমি বত্নাকে ত্যাগ কববে না ?

জয়ন্ত। না।

সোম। বত্নাব প্রতি তোমাব এই দুৰ্কলতাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবতে  
পাবি ?

জয়ন্ত। দুৰ্কলতা নয়—এ হচ্ছে বাজাব কর্তব্য। আৰ্ত্তকে বক্ষা কবা  
আমাব ধৰ্ম্ম। তোমবা সকলে মিলে আজ যে ভাবে  
বত্নাকে নিৰ্য্যাভন কবছো, তাতে তাব পাশে নু দাঁড়ালে  
আমাব পক্ষে যোব অধৰ্ম্মেব কাবণ হতো।

- সোম । বড়াকে প্রলুব্ধ কৰা কি তোমাব ধৰ্মসম্বন্ধত কাৰ্য্য ?
- জয়ন্ত । আমি বড়াকে প্রলুব্ধ কৰিনি, সে নিজেই প্রলুব্ধ হইছে । কিন্তু এব জন্তু তাকে আমি দোষ দিতে পাৰি না । শৃগালেব বাজে পশুবাজ সিংহের পদার্পণ—যদি শৃগালেব জীবন যাত্ৰায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাব জন্তে কি দায়ী হবে পশুবাজেব বীৰত্ব, না শৃগালেব ভীকতা ।
- সোম । তাব মানে পৰোক্ষে তুমি আমাদেব শৃগাল বলতে চাও ?
- জয়ন্ত । পৰোক্ষে কেন, প্রকাশে আমি সে কথা বলতে চাই যে তোমবা শৃগাল । নিজেব বাছ বলে বিশ্বাস নেই, তাই মন্ত্ৰেব মত ফাঁকা অসত্য জিনিস দিয়ে তোমবা স্তবোধনে তোমাদেব কাৰ্য্য সিদ্ধি কবতে চাও । মানুষকে ভাল বেলে কাজ উদ্ধাব কবতে পাবোনা, ভয় পাইয়ে সে কাজ কবতে চাও ?
- সোম । বটে ।
- জয়ন্ত । তোমাদেব যতই দেখছি ততই আমাব ঘৃণা বোধ হচ্ছে । তোমবা কী ? অন্ধকাব কোটেবে বসে প্রাচীন যুগেব মন্ত্ৰ উচ্চাবণ কবে তোমবা মনে মনে সান্ত্বনা পাও, কিন্তু আমবা সভ্য যুগেব সুশিক্ষিত মানুষ—মন্ত্ৰে আমরা বিশ্বাস কবিনে ।
- সোম । এগনি তোমাৰ বিশ্বাস কবতে হবে । তাৰ আয়োজন সম্পূৰ্ণ হইছে ।
- জয়ন্ত । তা হোক । মন্ত্ৰ কাজ কবে তাদেবই ওপব, মন্ত্ৰে যাৰা বিশ্বাস কবে । তোমাদেব ওই মন্ত্ৰেব কুহক আমাব কাছে নিফল ।
- সোম । অপেক্ষা কৰো এগনি তাব প্রমাণ পাবে ।

জয়ন্ত । অপেক্ষা করেইতো আছি । আজ সাতদিন তোমরা হাত দিয়ে চাবুক মেয়েছো, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছো, কিন্তু মন্ত্র দিয়ে কোন কাজ কবতে পাবোনি ।

সোম । আচ্ছা ।

[প্রধান কবিবার উদ্যোগ করিতেই রত্না  
প্রবেশ কবিল—তাহার পিছনে পিছনে  
বিপ্রদেব ।]

বিপ্র । আমাব শেষ পন্থা অবলম্বনেব পূর্বে আমি তোমায় অনুরোধ কবছি বত্না, এই বিদেশীকে তুমি তোমাব মন থেকে মুছে ফেলো । ভুলে যেও না যে তুমি এই বাজ্যেব বাণী । তোমাব এই অধঃপতন আজ বাজ্যেব সকল নাবীব মনে প্রভাব বিস্তার করবে । ফলে বিদেশী সভ্যজাতি এখানে এসে প্রত্নর পাৰে—বাজ্য ধ্বংস হবে । এই সুন্দর বাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক্—এই কি তুমি কামনা কবো ?

বত্না । না গুরুদেব ।

বিপ্র । তবে ! ভেবে দেখ কত যুগেব কত পবিত্রমেব ফলে আজকেব এই বাজ্য গড়ে উঠেছে । তাকে তোমাব দুৰ্বল-বৃত্তিৰ সাহায্যে বিনষ্ট কবতে চাও ? তাই বলছি এই দুৰ্বলতা পবিত্রাব কবো ! বাজ্য জয়ন্ত চলে যান তাঁব নিজেব দেশে—আমাব কোন আপত্তি নেই । কিন্তু তুমি ওঁকে তোমাব মন থেকে মুছে ফেলবে আমাকে কথা দাও ।

বত্না । আমি তা পাবোনি গুরুদেব ।

বিপ্র । কী পারবেনা ? ওঁকে ত্যাগ কবতে পারবেনা ? •

বত্না । না ।



- বিপ্র । কিন্তু—সেটা কি তোমাব পক্ষে উচিত কাজ হবে বত্ৰা ?  
বাণীর সম্মান কি তাতে বজায় থাকবে ?
- বত্ৰা । আমি তো আব রাণী হতে চাইনে গুরুদেব ।
- বিপ্র । কিন্তু—তুমি ইচ্ছে কবলেই কাল থেকে তোমাব রাণীব আসনে আবাব গিয়ে বসতে পাবো । বলো কী করবে ?
- বত্ৰা । আমি পাববোনা ।
- বিপ্র । কী পাববেনা । ওকে ত্যাগ কবতে ?
- বত্ৰা । হাঁ ।
- বিপ্র । বাব বাব তোমাব মুখ থেকে—আমাব দেশেব নাবীব মুখ থেকে একথা শুনে আমি খুসি হচ্ছিনা বত্ৰা । কেন তুমি ওকে ত্যাগ কবতে পাববেনা শুনি ?
- বত্ৰা । যে ঝণাকে আপনাবা এতকাল পাহাডেব বাঁধনে বন্দী কবে বেথেছিলেন, আজ সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছুটেছে সাগর লক্ষ্য ক'রে । আজ কোন শাসন কোন বাঁধন তো তাকে নিবস্ত কবতে পাববেনা গুরুদেব ।
- বিপ্র । তবু তুমি ওকে চাও ?
- বত্ৰা । তবু আমি ওকে চাই ।
- বিপ্র । বাজা জয়ন্ত ! তোমাকেও আমি এই শেষবার প্রশ্ন কবছি, বত্ৰাকে ত্যাগ কবা তোমাব পক্ষে সম্ভব কিনা । আজ সাতদিন ধবে তোমাদেব উপব অকথ্য নির্ঘাতন কবেছি তাতেও তোমাদেব মত পরিবর্তিত হয়নি । আজ আমি আমাব শেষ অস্ত্র তোমাদেব প্রতি প্রয়োগ কববো । তাব আগে তোমাব মুখ থেকে আমি শুনেতে চাই তুমি বত্ৰাকে ত্যাগ কবতে সম্মত কিনা ।

জয়ন্ত । না ।

বিপ্র । না ?

জয়ন্ত । না ।

বিপ্র । অভঃপব তোমাদের মৃত্যুব জ্ঞাত আশা কবি আমাকে দায়ী কববেনা ।

[ রত্না এই সময় জয়ন্তের কাছে গিয়া দাঁড়াইল । ]

বত্না । আমি আপনাকে একটি অকুবোধ কববো ?

জয়ন্ত । বলো বত্না ।

বত্না । আপনি দেশে চলে যান । বত্ন নাবীব স্মৃতি মন থেকে হৃঃস্বপ্নেব মত মুছে ফেলুন । আমাব জ্ঞাত আপনাব ওই অমূল্য প্রাণ নষ্ট কববেন না । আপনি ফিবে যান ।

জয়ন্ত । না বত্না ।

বত্না । যাবেন না ফিবে ?

জয়ন্ত । না বত্না । আমাদের প্রেম যদি সত্যি হয়—সত্যি যদি তোমাব মনে আজ অনির্কীণ প্রেমের আগুন জলে থাকে— তবে জেনে বাণো—ওই বন্ধের সাধ্য নেই—তাকে মত্ত দিয়ে ধ্বংস কববাব ।

বত্না । একি আপনি সত্যি বলছেন ।

জয়ন্ত । সত্যি বলছি । মত্তের কুহক চলে অসভ্য মাহুষের উপব , কিন্তু যে মাহুষের মন জ্ঞান আব বুদ্ধিব আলোতে উদ্ভাসিত —মত্ত সেখানে বিফল ।

[ বিপ্রদের গজ্জর্ন কবিয়া উঠিলেন ]

বিপ্র । তোমাব স্পর্ধা দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি জয়ন্ত । শত্নকে তুমি মিথ্যা বলতে চাও ! কিন্তু থাক—আজ এ প্রসঙ্গ

তুলবোনা। আমি তোমাদের মৃত্যুদণ্ডের অন্য ব্যবস্থা  
কবেছি। সোমদেব।

সোম। গুরুদেব।

বিপ্র। এই ঘরের মাঝখানে একটি ছোট গহ্বর আছে, দেওয়ালের  
গায়ে ওই নিদর্শন স্পর্শ কবলে সেই গহ্বরের ডালা উঠে  
আসবে। তাব ভেতর আছে দুটি ক্ষুধার্ত গোখরো সাপ।  
তুমি ঘরের জানলা দবজা চাবদিক থেকে বন্ধ ক'বে দাও,  
তাবপর এই ডালাটি খুলে দিয়ে এঘর থেকে প্রস্থান করবে।  
এ ঘরে থাকবে শুধু দুটি উপবাসী গোখরো—আব দুটি  
উপবাসী প্রেমিক-প্রেমিকা। বুঝেছ ?

সোম। বুঝেছ গুরুদেব।

বিপ্র। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য চঃখিত বড়। এখনও বলো  
জয়ন্তকে তুমি ত্যাগ করতে সম্মত কিনা।

বড়। না।

বিপ্র। তুমি—জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। না।

বিপ্র। বেশ। সোমদেব।

[ বিপ্রদেবের প্রস্থান ]

[ সোমদেব ধীরে ধীরে দবজা জানালা বন্ধ  
কবিত্তে লাগিল। তাবপর ধীরে ধীরে ঘরের  
মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বোতাম টিপিয়া দিয়া প্রস্থান  
কবিল। মূহূর্তমধ্যে দুইটি প্রকাণ্ড গোখরো  
সাপ গর্জ হইতে গজ্জন করিয়া উপরে মাথা  
তুলিল। তাহাদের ফৌস ফৌস শব্দে ভীতা  
হইয়া রড়া ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তের বাহ্মধ্যে  
আশ্রয় গ্রহণ কবিল। বড় আর্জ কণ্ঠে কহিল ]

বত্না । কেন তুমি ফিবে গেলেনা । কেন আমাব জগ্ন তুমি  
তোমাব অমূল্য প্রাণ দিচ্ছ ।

জয়ন্ত । প্রাণেব মূল্য আছে—কিন্তু প্রেম অমূল্য । বত্না—আমি  
তোমাব অমূল্য প্রেমের স্পর্শ পেয়েছি । যা হবাব হোক  
—কিন্তু তোমাকে আমি পেয়েছি । বত্না । আমি তোমাকে  
পেয়েছি ।

[ সাপ দুইটি গজ্জন বসিতে করিতে  
অগ্রসর হইতে লাগিল । জয়ন্ত ও বত্না  
নির্বাক ভীত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া বহিল  
যবনিকা নামিতে লাগিল ]

---

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ কাঞ্চি বাজ্যের রাজপথ । কথা কহিতে  
কহিতে স্তম্ভ ও একটি পৌরজন প্রবেশ  
করিল । তাহারা উভয়েই আলোচনায় মতিয়া  
উঠিয়াছে ]

১ম পৌর । বটে । বটে । ব্যাপারটা তো তাহ'লে খুব সাংঘাতিক  
হয়েছিল । তাবপব ?

স্তম্ভ । তাবপব—ভাই সেই সাপ দুটোতে গর্জন কবতে করতে  
এদেব কামডাতে এল । হঠাৎ দেখা গেল, একটা সৰু  
স্বতোয় বাঁধা একখানা ধাবালো তলোয়ার ওপব থেকে  
নেমে আসছে ।

১ম লোক । তাবপব ? তারপব ?

স্তম্ভ । তারপব মহাবাজ জয়ন্ত কুমাবেব হাতে তলোয়ার পড়লে  
যা হয়—ভাই হ'ল । সাপই বা কে জানে আর সিংহই  
বা কে জানে—ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ ।

১ম পৌর । ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ ।

স্তম্ভ । একদম ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্ । যাহোক সাপ দুটো মাঝা পডতেই  
ঘবেব দরজা খুলে গেল, দেখাগেল ঘবে ঢুকছে শীলা ।

১ম পৌর । শীলা হ'ল কোন মেয়েটা—?

স্তম্ভ । আবে—সেই যে আমাকে যে—

১ম পৌর । ও ইয়া । তারপব ?

স্তম্ভ ।\* শীলা ঢুকে বল্লে—আমিই ওপবেব গবাক্ষ দিয়ে তলোয়ার  
ঝুলিয়ে দিযেছি । কিন্তু আব আপনাবা এক মুহূর্ত্ত দেবী

কববেন না, কাবণ পুরোহিত বিপ্রদেব আর সোমদেবকে আমি কাবণেব সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছি—তঁারা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই সুযোগে আপনাবা পালিয়ে যান। আমি পথ চিনি, চলুন আমি আপনাদেব পৌছে দিয়ে আসছি।

১ম পৌর। ওঃ! আশ্চর্য্য মেয়েতো।

সুন্দব। আশ্চর্য্য মেয়ে বে ভাই—আশ্চর্য্য মেয়ে। নইলে মনে কব—আমি হেন লোক—কী বলে—

১ম পৌর। তাতো বটেই—তাতো বটেই। তাবপব ?

সুন্দব। তাবপব সেই বাজ্যেব শেষ প্রান্ত অবধি সে আমাদেব সঙ্গে এলো, তাবপব থেমে গেল। বজ্রাদেবী জিজ্ঞেস কবলেন—তুমি আমাদেব সঙ্গে যাবে না শীলা? শীলা কাঁদতে কাঁদতে বসলে—“না বাণী! তোমাদেব পথ বলে দিয়ে আমি যে মহাপাপ করলাম—আমাকে তাব প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে।” এই বলে শীলাও যত কাঁদে আমিও তত কাঁদি।

১ম পৌর। তুমি কাঁদলে কেন?

সুন্দব। আমরু। ওই যে বল্লাম আমাব সঙ্গে তাব—

১ম পৌর। ও হ্যাঁ।

সুন্দব। আমাব বুক ভেঙ্গে গেছেবে ভাই—বুক ভেঙ্গে গেছে। দেহটাকে কোনরকম ক’বে টেনে নিবে এসেছি—কিন্তু মনটা থেকে গেল সেখানে।

১ম পৌর। কিন্তু একটা কথা ভাই আমাব বিশ্বাস হচ্ছেনা—

সুন্দব। কোন কথাটা? আমাব সঙ্গে তাব—

১ম পৌব। হ্যাঁ।

স্বন্দব। তা' বিশ্বাস হবে কেন? সেইটাই সব চাইতে সত্যি ঘটনা কিনা। আমি জানি তোবা এসব বিশ্বাস করবিনে, বোকা কি আব গাছে ফলে? আমাব চেহাৰা কত শুকিয়ে গেছে দেখেছিস?

১ম পৌব। কোথায় শুকিয়ে গেছে? তুমি তো বুলেছ।

স্বন্দব। ওবে ওটা স্বাস্থ্যের ফোলা নয়—বিবহেব ফোলা। শীলার জগু বাদছি আব ফুলছি, ফুলছি আব বাদছি—বুঝি?

১ম পৌব। তুমি বলতে চাও—তাব মত এমন একটা মেয়ে তোমাব প্রোম পড়েছিল?

স্বন্দব। নিশ্চয় প্রেমে পড়েছিল।

১ম পৌব। কী দেখে সে তোমাব প্রেমে পড়লো শুনি?

স্বন্দব। কী দেখে প্রেম পড়লো? ও! কী দেখে তুই তোর বোনেব সঙ্গে আমাব বিয়েব সম্বন্ধ ববেছিলি শুনি?

১ম পৌব। সে তুমি একটি সুপাত্র বলে।

স্বন্দব। তুই সুপাত্র বলে বোনেব বিয়ে ঠিক কবতে পাবিস—আব সে প্রেমে পড়তে পাবেনা?

১ম পৌব। তবে তোমায় ছেড়ে যেতে সে বাজী হল কেন?

স্বন্দব। ত্যাগ—ত্যাগ! ওবে হতভাগা ওব নাম হল গিয়ে ত্যাগ। আর আমি যে তাকে ছেড়ে থাকতে পাববোনা তা সে বেশ জানে, তাই আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

১ম পৌব। তুমি আবাব যাবে নাকি সেখানে?

স্বন্দব। যাবোনা! ওবে ভাই, তুই তো তাকে দেখিননি।

দেখলে আব ফিবে আসা যায়না—ভেড়া হয়ে থাকতে হয়।

১ম পৌব। তাহলে আমাদের বাজাকেই তো ভাল বলতে হয়—কেননা—  
—তিনি ফিবে এলেন আব বৌ সঙ্গে কবেই এলেন।

সুন্দব। বৌ সঙ্গে ক'বে আসাই কি খুব বাহাদুরী নাকি? শীলাও  
মহাবাগী হবে—জানিসতো?

১ম পৌব। হবে নাকি?

সুন্দব। হবে না? আমি দেবী কবছি কেন—বুঝতে পাবলি নে! শীলা  
মহাবাগী হবে—তাবপবই আমি গিয়ে একবাবে মহাবাজা সেজে বসবো। বুড়ো ব্যাটাকে দেব দেশ থেকে  
তাড়িয়ে।

[ দুইজন লোকের প্রবেশ ]

১ম লোক। এই যে সুন্দব! ফিবে এসেছ দেখছি।

সুন্দব। আসবোনা? যাওয়া আব আসা নিষেই তো সংসাব।

২য় লোক। তা' দেশটা কী বকম দেখলে?

সুন্দব। ভাল।

১ম লোক। শুধু ভাল?

সুন্দব। শুধু ভাল। যদিকে চাও শুধু ভাল। তুমি ভাল আমি  
ভাল, পুকম ভাল জীলোক ভাল, গাছপালাও ভাল—  
মরুভূমিও ভাল, যেতে পাবাটাও ভাল, ফিবে আসতে না  
পাবাটাও ভাল, পুৰোহিতও ভাল মহাকালীও ভাল, কিন্তু  
সব চাইতে ভাল হচ্ছে শীলা।

২য় লোক। শীলা কে?

সুন্দব। এই দেখ! আবে বলছি কী এতক্ষণ ধরে? শীলা হ'ল



গিয়ে আমার—মানে আমি হলাম গিয়ে শীলাব ভালবাসার  
পাত্র ।

১ম লোক । তুমি ?

সুন্দব । ই্যা । আকাশ থেকে পড়লে যে । বলি কথাটা কি অসম্ভব  
মনে হচ্ছে নাকি ?

২য় লোক । ই্যাঃ । তোমাকে ভালবাসবে কীহে ?

সুন্দব । কেন ? গুরুব নিষেধ আছে নাকি ?

১ম লোক । না তা নয় । তবে তোমাকে ভালবাসবে কীহে ?

২য় লোক । কোন স্ত্রীলোক তোমায় ভালবাসবে না ।

সুন্দব । তবে কি পুরুষে ভালবাসবে ? বোক। কি আব গাছে  
ফলে ? শুধু এই শর্ম্মার জন্ত বুলে—শুধু এই সুন্দর শর্ম্মাব  
জন্তই তোমাদেব মহাবাজা আজ প্রাণ নিয়ে ফিবতে  
পেবেছেন ।

১ম লোক । তা বেশ । স্বীকার ক'বে নিচ্ছি সে দেশেব মেয়ে তোমায়  
ভালবেসেছিল । কিন্তু শুনেছি সে দেশে মানুষ গেলেই  
ভেড়া বানিয়ে বাথে, তোমায় ভেড়া কবেনি কেন ?

সুন্দব । মমতায়—শ্রেফ মনতায় । একদিন শীলা আমার বললে যে  
আপনাব গলা যে বকম মিষ্টি, তাতে আপনাকে ভেড়া  
ববতে আমার মন সবছে না । এই গলা দিয়ে আপনি  
ব্যা ব্যা ক'বে ডাকলে আমার বড কষ্ট হবে । এই বলে  
সে কাঁদতে লাগলো ।

২য় লোক । আহা তাতো কাঁদবেই বড ভালবাসতো কিনা ।

সুন্দব । বডভো । ( চোখ মুছিতে লাগিল )

১ম লোক । যাক সে কথা । এখন এদিকেব ব্যাপারটা কী হবে বলতো ?

সুন্দর । কোনদিকেব ?

১ম লোক । আমাদের মহারাজাব ব্যাপার । কালতো তিনি নতুন রাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন ।

সুন্দর । হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ?

২য় লোক । হয়নি কিছু । তবে আমবাতো এ পাগলামীব প্রশ্ন দিতে পারিনে । তিনি অনাৰ্য্য বাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন আর আমবা মাথা পেতে নেবো—এতো হ'তে পারে না ।

সুন্দর । ঠেকছে কোথায় ?

১ম লোক । তবে কথাটা খুলেই বলি ভাই । আমবা আজ গিয়েছিলাম মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে । তাঁকে সব কথা বলতেই তিনি বললেন—তাওতো বটে । তোমাদের আপত্তি না শুনে বাজাতো সিংহাসনে বসতে পাবেন না ।

সুন্দর । তাবপব ?

১ম লোক । তিনি আজ বাত্রে রাজাকে বোধ হয় সব কথা বলবেন । মানে এক কথায় আমবা আমাদের বাজাকে ওই দু'নো মেয়েটাকে নিয়ে সিংহাসনে বসতে দেবোনা ।

সুন্দর । তিনি যে ওকে ভালবাসেন ।

১ম লোক । ভালবাসুন বাইবে বাসুন—আমাদের কিছু বলবার নেই ।

২য় লোক । কিছু বলবার নেই ।

১ম লোক । কিন্তু ধর্ম কর্ম উপেক্ষা ক'বে তিনি যা ইচ্ছে তাই খববেন—  
এ আমবা হ'তে দেবোনা ।

সুন্দর । তা' বেশতো, তোমাদের আপত্তি মন্ত্রীমহাশয়কে জানিয়েছতো ? আমাকে বলবার কোন দরকার নেই ।

২য় লোক । তুমি তাঁর প্রিয় সহচর । তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলো যে এতে বাগ কবাব কোন কারণ নেই । কেন না এর চেয়ে আমাদের সাধাবণ ঘরেব কোন মেয়েকে রাণী কবলে আমাদের কিছুই বলবাব থাকতো না । শুধু অনার্থ্য বলেই না কথা ।

সুন্দর । অনার্থ্য মেয়ে তোমাদের পছন্দ নয় ?

৩য় লোক । পছন্দ অপছন্দেব কথা হচ্ছে না । এ হচ্ছে প্রজার কর্তব্য । রাজা উন্নত্ত হয়েছেন বলে তো আমবাও উন্নাদ হ'তে পারিনে ।

সুন্দর । অনার্থ্য মেয়ে দেখোনি তাই এখনও স্থস্থ আছে, দেখলে আব দাঁড়াতে হতো না ।

[একজন ঘোষকের প্রবেশ]

ঘোষক । কাঞ্চিরাজ্যেব প্রজাপুঞ্জ ' মহারাজ জয়ন্ত কুমার মহাবাহীকে নিষে আগামী কল্য প্রাতঃকালে সিংহাসনে আরোহণ কববেন । এই উৎসবে তিনি তাঁব প্রজাবৃন্দেব উপস্থিতি কামনা কবছেন ।

[ঘোষকের প্রস্থান]

১ম লোক । সে কি । তবে কি মন্ত্রীমশায় বলেন নি ?

[সকলে হতবাক হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল । তারপর পবম্পরেব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে কবিত্তে প্রস্থান করিল]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ কাঞ্চি রাজপুরে জয়ন্তর শয়ন কক্ষ ।  
উপর হইতে প্রকাণ্ড আলোর ঝাড ঝুলিতেছে ।  
প্রকাণ্ড পানক । তাহাতে ফুলবিছানো, গুজ  
শয্যা । রাজা জয়ন্ত, অজয়কুমার ও মন্ত্রী-  
মশায় বসিয়া আছেন । সম্মুখে নর্তকীগণ নৃত্য-  
গীত করিতেছে ]

### নর্তকীদের গান

আজকে কেবল কাণে কাণে

গোপন কথা বলার রাতি—

বনকুসুমের মধুব বাসে

মনখানি মোর উঠলো মাতি ॥

কোথায় ছিলে গোপন প্রিয়া

নাও জিনিয়া এ মোব হিয়া

স্বর্গ-ধরা ভুলবো শুধু

থাকবে তুমি জীবন সাথী ॥

ছায়ায় ঢাকা বনের হরিণ

জানে আমাব মনের কথা

মনেব হরিণ আজকে আমি

শোনাই তোমায় সেই বারতা ।

তোমার অধর স্পর্শ পিয়ে—

নিভুক আমায় জীবন বাতি ॥

জয়ন্ত ।      তোমরা এখন যাও ।

[ নর্তকীবৃন্দ চলিয়া গেল। জয়ন্ত উঠিয়া

ঘরের মধ্যে পাঁয়চারি করিতে লাগিল ]

জয়ন্ত । প্রজাদের অমত । প্রজাদেব অমতে আমি কী ক'রে  
সিংহাসনে বসবো অজয় ?

অজয় । প্রজাদেব সমস্ত আবদাব মেনে চলতে হ'লে—আমাদের  
বাজ্য শাসন কবাইতো ছেড়ে দিতে হয় দাদা ?

জয়ন্ত । আবদাব নয় ভাই । প্রজাদেব মনে যখন একথা একবার  
উঠেছে, তখন সহজে তাব নিবৃত্তি হবে না ।

অজয় । কিন্তু তাই বলে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে ?

জয়ন্ত । প্রশ্রয় দেওয়াতো নয় ভাই, এ হচ্ছে স্বীকার ক'বে নেওয়া ।  
বড়াকে তাবা যদি বাণী বলে স্বীকার ক'বে নিতে বাজী  
না হয়, তবে তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ?  
কেননা এই ধরণেব অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাবা অভ্যস্ত  
নয়,—কাজেই প্রতিবাদতো উঠবেই ।

অজয় । আমিও সেই কথাই বলছি দাদা । বাবা বলতেন—  
প্রজাকে শিশুর মত গণ্য করবে । আজকে যে কথা আমবা  
মন্ত্রীমশায়েব মুখে শুনলাম—তাহ'চ্ছে সেই শিশু প্রজাদের  
উক্তি । একে স্বীকার কবলে আমাদের ভীকৃতাই প্রমাণিত  
হবে ।

জয়ন্ত । মন্ত্রীমশায় কোন কথা বলছেন না ।

মন্ত্রী । আমি চিন্তা কবছিলাম বাবা । ভাবছিলাম—কী উপায়  
অবলম্বন কবলে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করা চলবে, অথচ  
কোন পক্ষকেই আঘাত করা হবেনা ।

জয়ন্ত । ভেবে কিছু ঠিক কবতে পারলেন ?

মন্ত্রী । না। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কিছু মনে করোনা জয়ন্ত । নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই এ প্রশ্ন আমায় কবতে হচ্ছে ।

জয়ন্ত । বলুন । আমি কিছু মনে কববোনা ।

মন্ত্রী । আমি মনে কবছিলাম,—তুমি যদি মা রত্নাকে পাটবাণী বলে ঘোষণা না কবো, তবে হয়ত—

জয়ন্ত । তা' কেমন ক'বে হবে মন্ত্রীমশায় ? তাকে না নিয়ে সিংহাসনে তো আমি বসবো না ।

মন্ত্রী । সেইখানেই সমস্তা দেখা দিচ্ছে বাবা । অনার্য্য নারীকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে বাণী বলে সম্বোধন কবতে প্রজাদেব বাপছে ।

[ জয়ন্ত কিছুক্ষণ পাষাণি কবিরি থামিয়া  
বলিল ]

জয়ন্ত । বেশ মন্ত্রীমশায়, আমি সিংহাসনে বসবোনা ।

অজয় । সেকি ! দাদা ! তুমি একী বলছো !

জয়ন্ত । ই্যা অজয় । আমি কিছুমাত্র অগ্রায় কথা বলছিনে । অনার্য্য নারীকে নিয়ে যখন কাঞ্চীবাজ্রোব একমাত্র সমস্তা দেখা দিয়েছে, তখন এ বিষয়ে অবহিত হওয়াই মঙ্গল, অনার্য্য নারী বত্নাকে আমি ত্যাগ কবতে পাববোনা । কেননা একমাত্র আমাকেই অবলম্বন ক'বে, সে তাব বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিরাট সম্মান ছেড়ে এসেছে । অতএব আমি সিংহাসন ত্যাগ কবলাম ।

অজয় । দাদা, এমন সঙ্কল্প তুমি কোবোনা । আমি প্রজাদের সঙ্গে

কথা কইবো। মন্ত্রীমণার রাজ্যে দ্বিতীয়বার ঘোষণা ক'রে দিন—কাল সিংহাসন-আবোহণ-উৎসব বন্ধ থাকবে।

মন্ত্রী। আব তা হয়না অজয়। একবার যখন ঘোষণা করা হ'য়েছে—তখন কালই একাজ সম্পন্ন করতে হবে।

অজয়। তবে উপায় ?

মন্ত্রী। আমি কাঞ্চীবাজ্যেব প্রতিপত্তিশালী কয়েকজন প্রজাকে ডেকে পাঠিয়েছি, আজ বাজেই এখানে তাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কববেন। সেই সময় তোমরা ছুজনে সেখানে উপস্থিত থাকবে—সে ব্যবস্থাও কবেছি।

অজয়। আজ কি তাঁদের মত নিয়ে আমাদের কর্তব্য স্থির কবতে হবে ?

মন্ত্রী। নইলে উপায় কী ?

অজয়। মন্ত্রীমণায় স্মৃষ্টি দিয়েছেন অজয়। প্রজাদের প্রতিনিধি হ'য়ে আজ যাঁরা আসবেন, প্রকৃত পক্ষে কী তাঁরা চান—এইটেই আমাদের সব আগে জানা দবকাব।

মন্ত্রী। যে সমস্ত প্রজা আজ আগার কাছে এসেছিলেন, তাঁদের প্রধান অভিযোগ বাণী অনার্য্য বলে নয়—বাণী কুহকিনী বলে।

অজয়। কুহকিনী বলে ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ। তাঁদের বিন্দাস যে বাণীব কুহক এখনো শেষ হয় নি।

অজয়। কেন, আপনি কি তাদের একথা বলেননি যে পুৰোহিত বিপ্রদের বাণীব কুহক শক্তি হবণ কবেছেন ?

মন্ত্রী। সে কথা আমি তাঁদের বলেনিলাম, তাঁরা বলেন ওটা কথাব

কথা । এই কুহকিনী সিংহাসনে বসলে বাজ্যের রাজা প্রজা ,  
উভয়েবই ক্ষতি হবে ।

জয়ন্ত । ও ! তাহ'লে অনার্যের প্রসন্ন এখন নেই ?

মন্ত্রী । না ।

জয়ন্ত । বেশ । অতঃপর আপনি তাদের বলবেন যে কুহকিনী  
বলেও আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারবো না । যদিও আমি  
বেশ জানি যে এখন তাঁর মধ্যে যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব নেই ।  
বত্সাব চাইতে আমার সিংহাসন বড় নয় ।

অজয় । এখনই এ সিদ্ধান্তেব প্রয়োজন নেই । প্রজাদের সঙ্গে কথা  
কইবাব আগে কেন আমবা এ নিয়ে সমস্তাব জাল বুন্ছি ।

মন্ত্রী । অজয় ঠিক কথা বলেছেন জয়ন্ত । প্রজাবা আসুকনা ।

জয়ন্ত । বেশ, আসুক ।

অজয় । কিন্তু পূর্ব থেকে একটা কথা আপনাকে জানিচ্ছ বাখি মন্ত্রী-  
মশায় । প্রজাদের অসঙ্গত প্রার্থনা আমি শুনবোনা ।  
অনার্য অথবা কুহকিনী বাণী হ'লে বাজ্যের কী ক্ষতি হবে  
—সে কথা আমায় দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে ।

মন্ত্রী । তাই হবে অজয় ।

[ একজন প্রতিহারীর প্রবেশ । ]

প্রতিহারী । মন্ত্রণাগাবে প্রজাদের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীমশায়ের দর্শন  
প্রার্থী ।

মন্ত্রী । তুমি গিয়ে বলো তাঁদের অপেক্ষা করতে ।

[ প্রতিহারীর প্রস্থান । ]

মন্ত্রী । এস জয়ন্ত...চলো অজয় । বিষয়টার শেষ নিষ্পত্তি না  
হওয়া পর্যন্ত আমবা কেউ শাস্তি পাচ্ছি না ।



অজয় । ( নেপথ্যে চাহিয়া ) রত্না দেবী এদিকে আসছেন । তুমি একটু অপেক্ষা কবে এসো দাদা ।

জয়ন্ত । আচ্ছা ।

অজয় । আসুন মন্ত্রীমশায় ।

[ মন্ত্রী ও অজয়ের প্রস্থানের পর রত্না ধীর পদে সে ঘরে প্রবেশ করিল । তাহার পবিধানে সভ্য দেশের রাজ-অন্তঃপুরিকাব বহুমূল্য পোষাক । সে জয়ন্তের কাছে আসিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল । ]

জয়ন্ত । বত্না ।

বত্না । বলো ।

জয়ন্ত । কাল সকালে তোমাকে আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসতে হবে শুনেছ ?

বত্না । শুনেছি ।

জয়ন্ত । তবু তোমাব মুখ কেন স্নান ? তোমাব কী অসুবিধা হচ্ছে আমায় বলো বত্না, আমি তা' দূব কববো ।

বত্না । অসুবিধা কিছুই নয় । আমি পুৰোহিত বিপ্রদেবের কথা কিছুতেই ভুলতে পাবছিনে । আমাব কেবলই মনে হচ্ছে, এত সুখ এত ঐশ্বর্য আমার অদৃষ্টে সইবে না । তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টি থেকে আমাব পবিজ্ঞান নেই ।

জয়ন্ত । কেন ? এখানে তিনি তোমার কী কববেন ?

বত্না । তিনি ইচ্ছে করলে সব কবতে পাবেন । পৃথিবীতে তাঁব অসাধ্য কাজ কিছুই নেই । নখদর্পণেব সাহায্যে তিনি বহু দূরের ঘটনাও অনায়াসে বলে দিতে পারেন ।

- জয়ন্ত । তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বত্ৰা । এই পুরোহিত  
বিভীষিকা মন থেকে দূর করো, নইলে শাস্তি পাবে না ।
- বত্ৰা । ভুলতে পারছি না—কিছুতেই ভুলতে পারছি না ।
- জয়ন্ত । চেষ্টা কব । সে কথা যাক, এখন একটা খবর শোন ।  
প্রজাদেব মধ্যে চাকল্য দেখা দিয়েছে ।
- বত্ৰা । কেন ?
- জয়ন্ত । তারা বলতে চায় কুহকিনী অনার্য্য নারীকে নিয়ে সিংহাসনে  
বসবার আমাব অধিকার নেই । সংবাদ এনেছিলেন মন্ত্রী-  
মণায় । তাঁকে বলে দিয়েছি যে আমি বত্ৰাকে ত্যাগ  
কবতে পারবোনা । এব জন্ত যদি প্রয়োজন হয় আমি  
সিংহাসন ত্যাগ কববো ।
- বত্ৰা । (বাগ্র কণ্ঠে) না না তুমি এমন কাজ কবোনা । আমাব জন্ত  
তুমি এত ত্যাগ কেন কবতে যাবে ? তোমাব বাজ্য  
তোমাব প্রজা একজন সামান্য নারীব জন্ত তুমি এমনভাবে  
বিসর্জন দিওনা !
- জয়ন্ত । তুমি কি বলছো বত্ৰা ?
- বত্ৰা । আমি ঠিকই বলছি । আমাকে তুমি পুরোহিতেব নির্মম  
নাগপাশ থেকে উদ্ধার কবেছো, তাব জন্ত তোমার কাছে  
আমাব কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই । কিন্তু বাণী হবাব জন্ত  
আমাকে ডেকোনা । আমি দূবে থাকবো । দিনান্তে  
তোমাকে একবার দেখতে পেলেই নিজেকে ধন্ত মনে  
কববো ।
- জয়ন্ত । তোমার কথায় আমি হুঃখিত হচ্ছি বত্ৰা । এক সম্মান  
থেকে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি শ্রেষ্ঠতর সম্মান দেবাব

জন্ম। প্রজাদের চাকল্য? রাজ্য শাসন করতে গেলে এসব আকস্মিক ব্যাঘাতকে উপেক্ষা করতেই হয়। প্রজাদের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রণাগাবে মন্ত্রীমণ্ডল ও অজ্ঞেয়ব সঙ্গে কথা কইছেন। আমিও সেখানে যাচ্ছি। তবে যাবাব আগে এইটুকু শুধু তোমাকে বলে যাচ্ছি, যদি প্রজাদের সম্মত কবাতে না পারি—তবে আমি সিংহাসন ত্যাগ কববো।

[দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। বত্ৰা সেই দিকে চাহিয়া রহিল। পিছনদিক দিয়া প্রবেশ করিল স্মিত্রা। সে জঘন্ত ও অজ্ঞেয় কনিষ্ঠা সহোদরা]

স্মিত্রা। রাণী।

বত্ৰা। স্মিত্রা? এস ভাই। কিন্তু আমাকে এবার থেকে বাণী বলে ডাকলে আমি বাগ কববো।

স্মিত্রা। তবে কি বলে ডাকবো? বৌদিদি?

বত্ৰা। না, তাইবা কেন? বত্ৰা বলে ডাকবে!

স্মিত্রা। সে কি। তোমাব নাম ধবে ডাকবো কি? তুমি যে আমাব দাদাব স্ত্রী।

বত্ৰা। দাদাব স্ত্রী হতে পাবি, কিন্তু তাই বলে কি দাদাব বোনের বন্ধু হতে পাববোনা?

স্মিত্রা। কেন পাববোনা? বেশ, এবাব থেকে আমি তোমায় বত্ৰা বলেই ডাকবো।

বত্ৰা। তাই ডেকো। (একটু চুপচাপ)

স্মিত্রা। আচ্ছা ভাই বত্ৰা।

বত্ৰা । বল ভাই ।

স্বমিত্ৰা । লোকে বলে তুমি নাকি কুহকিনী—যাহ্ জানো—  
সত্যি ?

বত্ৰা । জানিনা—জানতাম ।

স্বমিত্ৰা । মানুষকে নাকি ভেড়া কবতে পাব ?

বত্ৰা । পারিনা—পাবতাম ।

স্বমিত্ৰা । মাগো ! মানুষগুলো সব ভেড়া হয়ে যেত ?

বত্ৰা । হ্যাঁ ।

স্বমিত্ৰা । ব্যা ব্যা ক'বে ডাকতো ?

বত্ৰা । হ্যাঁ ।

স্বমিত্ৰা । আচ্ছা আমাদের 'বাহাদুর' হাতীটাকে মানুষ ক'বে দিতে  
পাব ?

বত্ৰা । না ।

স্বমিত্ৰা । কেন ?

বত্ৰা । ওতো আগে মানুষ ছিলনা ।

স্বমিত্ৰা । ও-হ্যাঁ । আচ্ছা তোমাদের দেশে যত মানুষকে ভেড়া  
কবে বেখেছ—তারা কি আব মানুষ হবেনা ?

বত্ৰা । হবে ।

স্বমিত্ৰা । হবে ? কবে ?

বত্ৰা । যদি কোনদিন পুরোহিত বিপ্রদেবের মৃত্যু হয়—সেদিন ।  
কিন্তু তা একেবাবেই সম্ভব নয় ।

স্বমিত্ৰা । কেন ?

বত্ৰা । কারণ তিনি মৃত্যুঞ্জয় । মহাকালীৰ প্রসন্নতায় তিনি  
বঁচে আছেন । মহাকালীৰ ক্রোধেই তাঁর মৃত্যু হবে । কিন্তু

মহাকালীৰ রোষ জাগ্রত করা সে অসম্ভব। কিন্তু এ প্রসঙ্গ  
থাকু ভাই। পুরোহিতেব কথা ভাবলেই আমার গায়ে  
কাঁটা দিয়া ওঠে।

[ স্মিত্রা চুপ কবিয়া রহিল ]

স্মিত্রা। ( একটু পবে ) আচ্ছা ভাই বত্ৰা।

বত্ৰা। বলো ভাই।

স্মিত্রা। তুমি যে যাহু জ্ঞান সে কথা আমি বেশ বুঝতে পারি।

বত্ৰা। কেমন কবে ?

স্মিত্রা। এই যে তুমি আসা অবধি তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড  
থাকতে পাবছিনে, কেবলই তোমাব কাছে থাকতে ইচ্ছা  
করে—এই তো যাহু।

বত্ৰা। হ্যাঁ, এবই নাম যাহু।

স্মিত্রা। যাহোক কাল সকালেই তো তোমাকে সিংহাসনে বসানো  
হচ্ছে, তাবপব প্রজাদেব নালিশ শুনতে শুনতে ওসব যাহু-  
টাছু মাথাষ উঠে যাবে।

বত্ৰা। সিংহাসন ? বসতেও পারি—আবাব নাও বসতে পারি।

স্মিত্রা। সে কি ! কেন ?

বত্ৰা। প্রজাদেব অভিযোগ শোননি ?

স্মিত্রা। না।

বত্ৰা। তারা বলছে কুহকিনী অনাৰ্য্য নাবীকে সিংহাসনে বসতে  
দেবেনা।

স্মিত্রা। হ্যাঁ দেবেনা। তাদের চোদ্ধপুরুষেব সিংহাসন নাকি ?  
বসতে দেবোনা বললেই হ'ল ? ও নিয়ে তুমি ভেবোনা  
বত্ৰা, ও ঠিক হ'য়ে যাবে। দাদা কোথায় ?

বত্ৰা । প্রজাদেব প্রতিনিধির সঙ্গে মন্ত্রণাগারে পবামর্শ  
করছেন ।

স্বমিত্রা । আব দেখতে হবেনা । দাদা সামনে গেলেই প্রজাবা ভয়ে  
জুজু হয়ে যাবে ।

[ নেপথ্যে যুদ্ধ সজ্জার বাজনা  
বাজিষা উঠিল, জনতার কোলাহল বর্ধিত  
হইতে লাগিল ]

বত্ৰা । ও কি ।

স্বমিত্রা । তাই তো । এয়ে যুদ্ধ-সজ্জাব বাজনা । কী হ'ল ?  
( জয়ন্তব প্রবেশ )

জয়ন্ত । তুই ভেতবে যা স্বমিত্রা ! বত্ৰাব সঙ্গে একটু কথা  
আছে ।

[ রত্নার দিকে চাহিয়া স্বমিত্রা  
হাসিমুখে পালাইয়া গেল । জয়ন্ত বত্ৰাব  
কাছে আসিল ]

জয়ন্ত । বত্ৰা । প্রজার আমাদেব সঙ্গে একমত হয়েছে যে তোমাকে  
বাণী করতে তাদের কোন আপত্তি নেই, তবু পাছে তুমি  
তোমাব কুহকশক্তি আবাব ফিবে পাও, বিশ্বা সেখানকার  
কেউ এসে তোমাঘ মনে করিয়ে দেয়, সেইজন্য  
স্থিৰ হয়েছে যে কামরূপ রাজ্য নষ্ট কবে ফেলতে হবে,  
পুৰোহিতকে হত্যা কবতে হবে । এতে আমাদেব কিছু  
আপত্তি নেই, আগি সৈন্তসজ্জাব আদর্শ দিয়েছি । কাল  
সকালেই আমবা যুদ্ধযাত্রা কববো ।

বত্ৰা । সে কি । কার সঙ্গে যুদ্ধ ?

জয়ন্ত । পুরোহিত বিপ্রদেবের সঙ্গে ।

বত্না । না না না না । তোমার পায়ে পড়ি এমন কাজ করোনা ।  
আমার কথা শোন । এতে তোমার অমঙ্গল হবে , সর্ব-  
নাশেব সীমা থাকবে না । না না না ।

জয়ন্ত । তুমি কী বলছো রত্না ?

বত্না । আমি ঠিকই বলছি । বিপ্রদেবকে তুমি জানোনা । তাঁব  
শক্তি, তাঁব মন্ত্রগুণের সঙ্গে তোমাব পবিচয় নেই, তাই তুমি  
এ দুঃসাহস করছো । আমি জানি পৃথিবীর কোন শক্তি  
তাঁকে পরাজিত কবতে পারবেনা ।

জয়ন্ত । আমাব সৈন্তবল তুমি জানোনা বত্না ।

বত্না । জানিনা । জানবাব দরকাব নেই । শুধু এইটুকু জানি  
বিপ্রদেবেব মন্ত্রশক্তিব সঙ্গে জগতেব কোন শক্তিব তুলনা  
হয় না । নিজেব সর্বনাশ তুমি এমনভাবে ডেকে এনোনা ।  
একটু আগে তোমায় বলেছিলাম আমায় ত্যাগ কবতে,  
এখন বলছি যদি বাচতে চাও তবে এ রাজ্য ত্যাগ করো ।  
আমাব কথা শোন । আমাকে যদি তুমি সত্যি ভালবেসে  
থাকো, তবে আমাব অহুবোধ রাখো—এ সঙ্কল্প তুমি  
ত্যাগ কব ।

জয়ন্ত । কিন্তু আমি যে সৈন্তসজ্জার আদেশ দিয়েছি ।

বত্না । সে আদেশ তুমি প্রত্যাহার কবো । কোন লাভ নেই স্বামী,  
কোন লাভ নেই । মুহূর্তে বিপ্রদেব তোমাব বিপুল সৈন্ত  
বলকে ভস্মে পবিণত করবেন ।

জয়ন্ত । বত্না ।

বত্না । \* আমাব কথা রাখো । আমাব চেয়ে বিপ্রদেবকে তুমি বেশী

চেনোনা। আমি তাঁকে চিনি। আমি বলছি তুমি  
নিবস্ত হও।

জয়ন্ত । তুমি আমায় সৈন্তসামন্ত ও সেনাপতিব কাছে লজ্জায়,  
ফেলবে বড়া। তবু তোমাব মতেব বিরুদ্ধে আমি  
কোন কাজ করবোনা। বেশ আমি যুদ্ধযাত্রা কববোনা।

বড়া । আমি তোমাব কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জয়ন্ত । কিন্তু পুরোহিতেব এই মিথ্যা বিভীষিকা তুমি মন থেকে  
মুছে ফেললে বুঝতে পাবতে—

বড়া । মিথ্যে নয়—মিথ্যে নয়—আমি তাঁকে জানি, আমাব  
বাল্যকাল থেকে আমি তাঁকে জানি। তাঁব শক্তি ঈশ্ববেব  
শক্তি, তিনি ইচ্ছে কবলে সব কবতে পাবেন।

জয়ন্ত । বেশ। আমি যুদ্ধে যাবোনা।

[ দ্রুতপদে অজয়কুমারের প্রবেশ ]

অজয় । একি ! দাদা ! তুমি এখনও চুপ কবে দাঁড়িয়ে ! চলো  
সেনাপতিকে আদেশ দিতে হবে।

জয়ন্ত । আমি যুদ্ধ কববোনা অজয়।

অজয় । যুদ্ধ কববেনা ! মানে ?

জয়ন্ত । বড়াব সঙ্গে পরামর্শ কবে দেখলাম, বিপ্রদেবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ  
যাত্রা করা নিরর্থক।

অজয় । নিবর্থক ! কেন ?

জয়ন্ত । তাঁব অসীম শক্তিব কাছে আমবা পরাজিত হবো।

অজয় । পরাজিত হরো ? একজন অসভ্য দেশেব পুরোহিতেব  
কাছে ? তোমাব হ'ল কি দাদা ? কুহকিনীর কুহক কি  
আজ এইভাবে আমার প্রত্যক্ষ করতে হবে ?



জয়ন্ত । রত্নাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি কবতে পাববোনা  
অজয় ।

অজয় । বটে ।

[ মন্ত্রী প্রবেশ ]

মন্ত্রী । এই যে জয়ন্ত ! বাইরে সেনাপতি তোমাব আদেশেব  
প্রতীক্ষা করছেন ।

অজয় । উনি যুদ্ধ করবেন না মন্ত্রীমশায় ।

মন্ত্রী । সেকি !

জয়ন্ত । ই্যা মন্ত্রীমশায় । আমি যুদ্ধে যাবোনা ।

অজয় । তোমাব ভীকৃতাব আমি প্রশ্রয় দিতে পাবিনে দাদা । সৈন্য  
হবাব একটা সীমা আছে । যুদ্ধও কি কবতে হবে স্ত্রীর  
মত নিয়ে ? বেশ তুমি যেওনা—আমি যুদ্ধে যাবো ।  
তুমি সিংহাসন ত্যাগ কবো ।

মন্ত্রী । অজয়—শান্ত হও ।

অজয় । না । আমি তোমাকে অগুরোধ কবছি দাদা, তুমি  
সিংহাসন ত্যাগ কবো !

জয়ন্ত । আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম ।

অজয় । বেশ, এখন এই রাজ্যের রাজা হিসাবে আমি  
তোমায় আদেশ কবছি—তুমি ও রত্নাদেবী আমার  
বন্দী ।

জয়ন্ত । বন্দী ।

অজয় । ই্যা—বন্দী । কামরূপ রাজ্য থেকে ফিবে না আসা পর্যন্ত  
তোমাদেব এইভাবে থাকতে হবে । তোমাদেব হাতে  
শৃঙ্খল দিতে হবে—না এমনি বিশ্বাস করতে পারি ।

জয়ন্ত । বিশ্বাস কবো । আমবা তোমার বন্দীত্ব স্বীকার কবে  
নিলাম । তোমবা ফিবে না আসা পর্য্যন্ত আমবা কোথাও  
যাবোনা ।

অজয় । বেশ । আসুন মন্ত্রীমশায় । সৈন্তসজ্জাব আদেশ দিতে  
হবে । সেনাপতিকে বলে দিতে হবে কাল প্রাতঃকালেই  
আমবা যাত্রা কববো । আসুন ।

[ মন্ত্রী ও অজয়ের প্রস্থান । জয়ন্তও  
চলিয়া যাইতেছিল ]

রত্না । তুমি কোথায় যাচ্ছে ?

জয়ন্ত । কোথাও যাচ্ছিনে—ভয় নেই । শুধু ওইখানে দাঁড়িয়ে সৈন্ত  
সজ্জাটা একবার দেখে আসি । কুহকিনী, আমি তোমা-  
ছেড়ে যাবোনা—শুধু সৈন্তসজ্জা—সৈন্তসজ্জাটা একবার  
দেখে আসি !

[ জয়ন্ত প্রস্থান করিল । রত্না অসীরা  
হইয়া ছটফট করিতে লাগিল । একটু পরে  
সে ঘরে প্রবেশ করিল সুন্দর ]

সুন্দর । মহাবাজ কোথায় বাণী ?

[ রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত  
দুইখানি চাপিয়া ধরিল ।

রত্না । সুন্দর । তোমাকে আমি বিশ্বাস কবতে পারি ?

সুন্দর । নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

রত্না । তুমি আমাব ভায়েব মত । আমাব একটা কাজ  
কববে ভাই ?

সুন্দর । নিশ্চয় নিশ্চয় ।

রত্না । কিন্তু আমি আব তুমি ছাড়া আব কেউ জানবেনা ।

- সুন্দর । বেশ—তাই হবে ।
- বত্ৰা । তোমাকে এখুনি একবার আমাদেব কামরূপের দিকে রওনা  
• হতে হবে ।
- সুন্দর । এখুনি ? আচ্ছা যাচ্ছি ।
- বত্ৰা । কিন্তু এতে তোমার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে । একটু  
সাবধানে যেও ।
- সুন্দর । সাবধানেই যাবো । কিন্তু যদি প্রাণহানি হয়—হবে ।  
কীইবা আমাব প্রাণ—আর কীইবা তার হানি । সেখানে  
গিয়ে কী কববো বলে দিন ।
- বত্ৰা । শীলাকে চেনতো ?
- সুন্দর । হ্যাঁ—চিনি বোধ হয় ?
- বত্ৰা । তাকে গিয়ে বলবে যে কাঞ্চিবাজ্য থেকে সৈন্ত  
যাচ্ছে—দেশ আক্রমণ কবতে । সে যেন নিজেকে নিবাপদ  
বাথে ।
- সুন্দর । আচ্ছা ।
- বত্ৰা । তোমাব কাছে আমি কৃতজ্ঞ বইলাম সুন্দর ।
- সুন্দর । কৃতজ্ঞ হবাব দরকাব নেই । তোমাব কাজ আমি মাথায়  
নিয়ে চললাম ।
- বত্ৰা । ক্বিবে এলে যা পুরস্কাব চাপ্ত পাবে ।
- সুন্দর । কোন পুরস্কাবাব দরকাব নেই—তোমাব হাসি  
মুখই আমাব সবচেয়ে বড় পুরস্কার ! চললাম  
বাণী ।

[ সুন্দরের প্রস্থান । রাণী কিছুক্ষণ চুপ  
করিয়া বসিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া

পড়িল । খর নিস্তর । রত্না ঘুমাইয়া  
 ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল যেন পিছনের দেওয়াল  
 সরিয়া গিয়াছে—দেখা যাইতেছে একুটি  
 পার্বত্য গুহা—তাহার মধ্যে শীলা সর্ব্বাঙ্গ  
 বাঁধা অবস্থায় দাঁড়াইয়া আর তাহার সম্মুখে  
 দাঁড়াইয়া বিপ্রদেব, ক্রুদ্ধনেত্রে শীলাকে শাসন  
 করিতেছেন । বত্না শুনিতে পাইল তিনি  
 বলিতেছেন ]

বিপ্র । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমাকে জয় কববে ? মুখ নাবী—  
 এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে ? আমি অজব—অমর—  
 অক্ষয় । জয়ন্তের বাজ্যে যে বড়বস্ত্র চলছে তাও আমি  
 জানি, আর তুমি এখানে কী বড়বস্ত্র করছো, তাও আমি  
 জানি । আমাব কথা শুনে রাধো, তোমরা দুজনেই  
 মরবে ! বলো ! এ কাজ কেন করলে ? বলো ! বলো !  
 বলো !

[ বত্না ঘুমেব ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠিল ]

বত্না । গুরুদেব রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমি কোন দোষ  
 কবিনি—আমি কোন দোষ করিনি, গুরুদেব—গুরুদেব—  
 গুরুদেব— !

বিপ্র । হাঃ হাঃ হাঃ.....

শীলা । গুরুদেব রক্ষা করুন—আমি কোন দোষ কবিনি—আমি  
 দোষ করিনি—গুরুদেব—গুরুদেব—গুরুদেব—

বিপ্র । তুমি বলে দাওনি জয়ন্ত-রত্নাকে গুপ্ত পথের সন্ধান ?

শীলা । ই্যা গুরুদেব । আমি বলেছি—আমি বলেছি ।

বিপ্র । কেন তুমি বলে দিয়েছো ? আমার কখনো অমন সময় ঘুম

আসে না—অকস্মাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এর জন্ত  
তোমাকে যদি আমি দায়ী করি—তোমার কিছু বলবার  
আছে ?

[ শীলা মাথা নীচু করিয়া রহিল ]

বিপ্র। বলো তোমার কী বলবার আছে ?

শীলা। আমি—

বিপ্র। বলো।

শীলা। আমিই আপনাব কারণের সঙ্গে ঘুমের আবক মিশিয়ে  
দিয়েছিলাম গুরুদেব।

বিপ্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম  
শীলা !

শীলা। আমি অপরাধ কবেছি গুরুদেব—আপনি আমার ক্ষমা  
করুন !

বিপ্র। ক্ষমা ! ক্ষমা আমি নিশ্চয় করবো—কিন্তু তার আগে  
তোমাকে এই রাজ্যের বাণী করবার আগে, তোমার মন  
থেকে এই বিষাক্ত প্রেমের বীজ আমি তুলে ফেলব।

শীলা। গুরুদেব।

বিপ্র। ভয় নেই—আমি তোমাকে প্রাণে মারবোনা। তবে  
অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে তোমাকে দক্ষ ক'রে,—  
তোমার মনে অহুতাপেব আগুন জ্বলে আমি তোমায়  
পবিত্র ক'রে নেব। তুমি ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।  
তোমাকেই এ রাজ্যের রাণী হতে হবে।

শীলা। আমি রাণী হ'তে চাই না গুরুদেব—আমি বাণী হ'তে  
চাই না। আপনি আমার মুক্তি দিন !

বিপ্র। মুক্তি ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

শীলা। গুরুদেব !

বিপ্র। আমি ধ্যানে জানতে পেরেছি কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্তেরা  
এ বাজ্য আক্রমণ করতে আসছে ; তাদের ধ্বংসেব জন্য আজ  
শেষ রাত্রে আমি মহাকালীর পূজায় বসবো। এই পূজা  
শেষ করতে পারলে পৃথিবী আমার পদতলে লুটিয়ে পড়বে।  
বুঝেছ শীলা ? বাজা জয়ন্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পথের মাঝেই  
ধূলিসাৎ হবে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

শীলা। আমি অপরাধ স্বীকার করছি—গুরুদেব !

বিপ্র। অপরাধ স্বীকার ক'রে বিপ্রদেবের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়া  
যায় না। চিত্ত শুদ্ধি করো শীলা—চিত্ত শুদ্ধি করো। চিত্ত  
শুদ্ধি হ'লে আমি আপনি জানতে পারবো আর সেই দিনই  
এসে কামরূপ রাজ্যেব সমস্ত প্রজাবৃন্দের সমক্ষে আমি  
তোমায় রাণীত্বে অভিষিক্ত করবো, তার আগে নয়—  
বুঝলে ? তাব আগে নয়—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

[ হাসিয়া প্রস্থান করিল ]

শীলা। গুরুদেব ! গুরুদেব !

[ বিপ্রদেব চলিয়া গেলে শীলা কাঁদিতে  
লাগিল। ধীরে ধীরে স্তম্ভপূর্ণে প্রবেশ করিল  
সুন্দর। পথক্রমে তাহার চোখমুখ লাল, চুল-  
এলোমেলো ]

সুন্দর। শীলা !

শীলা। কে ? সুন্দর ? তুমি এসেছো ? রত্না কেমন আছে  
সুন্দর ? রত্না কেমন আছে ?

সুন্দর । সে ভালই আছে । তোমার বাঁধলে কে ?

শীলা । বিপ্রদেব ?

সুন্দর । কেন ?

শীলা । আমি তোমাদের পথ বলে দিয়েছি বলে !

সুন্দর । তার জন্তে এই কঠিন শাস্তি ?

শীলা । ই্যা !

[ সুন্দর তাহার হাতের পারের বাঁধন খুলিয়া  
দিল ]

সুন্দর । শীলা ! রত্না দেবী তোমাব কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে  
কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্যেরা তোমাদের এই রাজ্য আক্রমণ  
করতে আসছে । তুমি নিজেকে নিরাপদ রেখো ।

শীলা । সে খবর আমি একটু আগেই পুরোহিতের মুখে শুনেছি ।  
আর সেই জন্তই তিনি আজ শেষ রাত্রে মহাকালীর পূজা  
ক'বে শক্তি লাভ করবেন—যাতে পথের মধ্যেই তোমাদের  
বিপুল সেনাবাহিনী ধ্বংস হ'য়ে যায় ।

সুন্দর । এ ব্যাটাচ্ছেলের জালায় তো দেখছি কিছুই করবাব উপায়  
নেই ! মরুক গে ! চল আমরা পালাই !

শীলা । কোথায় পালাবো ? বিপ্রদেবের হাত থেকে আমাদের  
নিস্তার নেই ।

সুন্দর । আচ্ছা এ ব্যাটাব কি মৃত্যু নেই ?

শীলা । আছে ।

সুন্দর । আছে ? বল কি ! বলতো—বলতো কি করলে ও ব্যাটা  
মারা পড়বে ?

শীলা । আজকে শেষরাত্রে মহাকালীর পূজা যদি উচ্ছিষ্ট ক'রে

দিতে পার, তা'হলেই ওর মৃত্যু অনিবার্য। মনে  
রেখো আজ পূজা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে ও  
অপরাধেয়।

সুন্দর। তবে চললাম—ওব পূজা পণ্ড করতে। পূজা উচ্ছিষ্ট  
করতে হবে তো ?

শীলা। তুমি পারবে না !

সুন্দর। আমি পাবো ! আমি পণ্ড করতে না পারি এমন কাজই  
নেই।

শীলা। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ কববে ?

সুন্দর। তোমার ভালবাসা পাব বলে !

[ চলিয়া যাইতে লাগিল ]

শীলা। সুন্দর !

সুন্দর। না। আমি চললাম।

শীলা। সুন্দর।

সুন্দর। না—না—না !

[ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য  
মিলাইয়া গেল। দেখা গেল রত্না ঘুমাইতেছে।  
একটু পরে সেই প্রাণাকার যবে নিঃশব্দ পদে  
প্রবেশ করিলেন পুরোহিত বিপ্রদেব। তিনি  
বস্ত্রার শয্যার কাছে আসিয়া ডান হাতখানি  
রত্নার মুখের উপরকার শূন্য হইতে পায়ে দিক  
অবধি সঞ্চালন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রা  
জাগিয়া উঠিয়া ভূত দেখার মত ভয় পাইয়া  
নির্ঝাক হইয়া গেল। পুরোহিত হাতছানি  
দিয়া তাহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত  
করিলেন। সম্মোহিতা রত্না এক পা এক পা  
করিয়া পুরোহিতের অনুসরণ করিতে লাগিল ]



## চতুর্থ অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ জয়ন্তের প্রমোদাগার। জয়ন্ত চকলপদে  
পায়চারি করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে অধীরভাবে  
দরজার দিকে চাহিতেছে। দীর্ঘ পদে মন্ত্রী  
প্রবেশ করিল ]

জয়ন্ত । কী সংবাদ মন্ত্রী মশায় ?

মন্ত্রী । বাজ্যের সর্বত্র অহুসঙ্কান করা হয়েছে, কিন্তু কোনখানেই  
রাণীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

জয়ন্ত । কী আপনি বলতে চান মন্ত্রীমশায় ? আপনি কি বলতে  
চান যে এত বড় বিশাল কাঞ্চীরাজ্য থেকে সে বাত্রের মধ্যে  
এমন ভাবে মিলিয়ে গেল, যাতে তার খোঁজ পাওয়া  
আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব ?

মন্ত্রী । বাজ্যের কোথাও আমি অহুসঙ্কানের ক্রটি কবিনি জয়ন্ত ।  
তবু—

জয়ন্ত । তবু কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ? এই কথা  
তো ? কিন্তু আমার এত বড় রাজ্য থেকে এক বাত্রের  
মধ্যে দেশান্তরে চলে যাওয়া—তার মত নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ  
অসম্ভব, অতএব সে এই বাজ্যের কোন স্থানে আত্ম-গোপন  
ক'বে আছেই আছে। আপনি অহুসঙ্কান করুন মন্ত্রীমশায়,  
আজই সন্ধ্যাব মধ্যে আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে  
চাই যে আপনি তার খোঁজ পেয়েছেন !

মন্ত্রী । জয়ন্ত ।

জয়ন্ত । মিথ্যে আমাকে প্রবোধ দেবাব চেষ্টা করছেন মন্ত্রী মশায় !  
যে নারী কেবলমাত্র আমাকে ভালবাসার অপরাধে তার  
সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য্য বিসর্জন দিয়ে এসেছে, যাব  
প্রেমের সঙ্গে জগতের কোন বস্তুব তুলনা হয় না, আজ সে  
আমায় এমন ভাবে ত্যাগ ক'রে যাবে—একথা তো চিন্তা  
করা যায় না ।

মন্ত্রী । চিন্তা করা যায় না সে কথা সত্য জয়ন্ত, কিন্তু জগতে সময়  
সময় চিন্তার অতীত এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে—

জয়ন্ত । যাতে বদ্বাব মত মেয়েও আমাকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ ক'বে  
যেতে পারে ? আপনি ভুল করছেন মন্ত্রীমশায় । রত্না  
যেমন আমার জন্ত ত্যাগ স্বীকার করেছে, তেমনি আমিও  
তার জন্ত কম ত্যাগ স্বীকার কবিনি । আমি তার জন্ত  
আমার রাজ্য, সম্পদ, সম্মান, সুনাম, ধূলার মত পথের  
মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি—সে কথাও ভুলে যাবেন না । কিন্তু  
যাক সে কথা, আজ সে কথা বোঝাপাড়ার সময় আসেনি ।  
আমি শুধু স্পষ্ট ক'রেই আপনাকে এ কথা জানাতে চাই  
যে রত্নাকে আমার চাই ।

মন্ত্রী । তাই হবে জয়ন্ত ।

জয়ন্ত । তাই হবে নয়—তাই হ'তে হবে । আমার এ কথার কোন  
ব্যতিক্রম হ'লে আমি কাউকে ক্ষমা করবো না—আপনি  
দয়া ক'রে একথা মনে রাখবেন মন্ত্রীমশায় ! আমার  
ছোট ভাই অজয়ের হাতে আমি লাক্ষিত হ'য়েছি যে নারীর  
জন্ত, আমি তার বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছি যে নারীর  
জন্ত—তাকে এত সহজে আমি হারাতে রাজি নই ।

মন্ত্রী । আমি চললাম জয়ন্ত । যেমন ক'রে পারি—রাণী রত্নার  
খোঁজ আমি কববোই । একথা তোমায় বলে গেলাম ।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান ]

[ জয়ন্ত কী ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া ডাকিল ]

জয়ন্ত । মন্ত্রী মশায় ।

[ মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ ]

মন্ত্রী । বল জয়ন্ত !

জয়ন্ত । রাজ্যেব সীমান্ত রক্ষীদের ডেকে পাঠান, তাদের কাছে  
খোঁজ নিয়ে দেখুন, গত বাত্রে কোন লোক সীমান্ত অতিক্রম  
করেছে কিনা । বত্না যদি কামরূপ চলে গিয়ে থাকে, তবে  
সে কথাও তাদের কাছেই জানা যাবে ।

মন্ত্রী । আমি পূর্বেই তাদের ডাকবার ব্যবস্থা ক'বে এসেছি ।  
কিন্তু আমার মনে হয়—

জয়ন্ত । আপনার কি মনে হয় সে কথা আমি পরে শুনবো মন্ত্রী-  
মশায় । কিন্তু এখন আমাব কোন কথার প্রতিবাদ  
কববেন না । অনুগ্রহ ক'রে যান—যান ।

মন্ত্রী । বেশ ।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান ]

জয়ন্ত । প্রতিবাদ—প্রতিবাদ—আর প্রতিবাদ । রাজ্যের সকলেই  
প্রমাণ করতে চায়—নিজেরা বিজ্ঞ, আর তাদের রাজার  
বুদ্ধিবৃত্তি কম । কিন্তু আজ আমি কারো কথা শুনবোনা ।  
রত্নাকে আমাব চাই । এত লাঞ্ছনা, এত অত্যাচারের  
মধ্য দিয়ে যাকে পেয়েছি—আজ এত সহজে আমি তাকে  
হারাতে রাজী নই ।

[ গভীর মুখে স্মিত্রার প্রবেশ ]

স্মিত্রা । দাদা !

জয়ন্ত । আয় স্মিত্রা !

স্মিত্রা । বড়বাব কোন সন্ধান পেলে ?

জয়ন্ত । না । মন্ত্রীমশায় এইমাত্র সংবাদ দিয়ে গেলেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান ক'রেও এ পর্য্যন্ত তাব কোন খোঁজ পান নি । যাই হোক—আমি নীমান্ত-রক্ষীদের ডাকতে বলে দিযেছি—তাদের কাছ থেকে হয়ত সঠিক কোন খবর পাওয়া যেতে পারে ।

স্মিত্রা । দেখ, তারা যদি সংবাদ দিতে পাবে !

জয়ন্ত । অনেকেই অনেক কথা বলে গেল, কিন্তু তুইতো কোন কথা বলছিস্নে স্মিত্রা ? তোর কি মনে হয়—বলবিনে ?

স্মিত্রা । এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেব পরামর্শ গ্রহণ করো দাদা, আমার কি মনে হয়—সে কথা তোমাব শুনে কাজ নেই । তবে আমি যে তাকে ভালবেসে ভুল করেছি—সেই কথা শুধু আজ আমাব মনে হচ্ছে । বনের পাখীকে ধবে এনে বন্দী কবে বেখেছিলে সোনার খাঁচায়, তখন আমার এক-বাবও একথা মনে হ'ল না যে বনের পাখীব সোনার খাঁচা ভাল লাগতে পারে না, অযোগ্য পেলেই সে পার্লামে ।

জয়ন্ত । তবে কি তুই বলতে চাস স্মিত্রা যে,—রত্না স্বেচ্ছায় এখান থেকে সকলের অগোচরে পালিয়ে গেছে ?

স্মিত্রা । আমাব তাই মনে হয় দাদা । আমরা ভেবেছিলাম—খাঁচাটা যখন সোনার, তখন এর মায়া সে কাটাতে পারবে না । কিন্তু তার প্রাণটাব দিকে তো আমরা চাইনি । যদি

চাইতাম, তাহলে দেখতে পেতাম—মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ  
পাবার জন্যে একটা গ্রাম মেখানে রাত্রিদিন কেঁদে মরছে।

জয়ন্ত। তুমি বলছিস কী সুমিত্রা ?

সুমিত্রা। আমি ঠিকই বলছি। প্রকৃতির অরণ্যে যার জন্ম,  
প্রাসাদের অরণ্যে তার দমবন্ধ হ'য়ে আসে। তুমি—খোজ  
নিয়ে দেখ দাদা, নিশ্চয় সে কামরূপে ফিরে গেছে। আমি  
তাকে যতদূর চিনেছি—তাতে এছাড়া আর কোন  
কিছুই সে করতে পাবেনা।

জয়ন্ত। তোব কথাই হয়ত ঠিক সুমিত্রা। কিন্তু এত প্রেম, এত  
অনুরাগ, একি সবই মিথ্যা ? কিছুই সত্যি নয় ? বহু  
আমাব জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার কবেছে, হাসিমুখে যে দুঃখ  
যে নির্যাতন সহ্য কবেছে, সে যে আমি নিজের চোখে  
দেখে এসেছি সুমিত্রা।

সুমিত্রা। চোখেব দেখাটাই সব সময় সত্যি হয় না দাদা। তাকে  
বাণী করলে তোমাকে সিংহাসন অবধি ত্যাগ কবতে হবে  
এই চিন্তা তার অন্তরকে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল !  
তারপর তোমরা আদেশ দিলে কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা  
কবতে, এতে তার মন আশঙ্কায় ভরে উঠলো।

জয়ন্ত। আশঙ্কা কেন ? ভবিষ্যতে তাকে নিবাপদ কববার জন্মই  
তো ওই অবস্থা করা হয়েছে।

সুমিত্রা। তাকে নিবাপদ করবার জন্ম—তাব প্রজাদের, তার  
গুরুদেবকে তোমরা হত্যা কববে, এ বিধান সে সহজে  
যেনে নিতে পাবেনি, তাই সে ছুটে গেছে নিজের  
বাজ্যে প্রজাদের নিবাপদ কববার জন্ম।

জয়ন্ত ।      ভুই ঠিক জানিস—সে কামরূপে গেছে ?  
 সুমিত্রা ।    না—ঠিক জানিনে । এটা আমি অনুমান করছি ।  
 জয়ন্ত ।      হ' ।

[ দ্রুতপদে পায়েচাষি করিতে লাগিল । ]

জয়ন্ত ।      আমার এত বড় বিশাল প্রাসাদ, দ্বারে দ্বারে তার  
 সশস্ত্র গৃহবী, তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে—বাজপথের জনতার দৃষ্টি  
 এড়িয়ে—সীমান্ত রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে—সে কামরূপ  
 যাবে কী করে ?  
 সুমিত্রা ।    মা যখন সন্তানবৈ বিপদ আশঙ্কার ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—তখন  
 পরিত তাব পথ বোধ করতে পাবে না দাদা, তোমার  
 রক্ষীতো সামান্য কথা ।

[ মন্ত্রী প্রবেশ ]

মন্ত্রী ।      জয়ন্ত ।  
 জয়ন্ত ।      বলুন মন্ত্রী মশায় !  
 মন্ত্রী ।      না, সীমান্তবক্ষীরা কিছু বলতে পাবলে না । কিন্তু—  
 এইমাত্র একটা সংবাদ পেলাম—যেটা তোমাব পক্ষে হয়ত  
 প্রয়োজনীয় মনে হবে ।  
 জয়ন্ত ।      কী সংবাদ ?  
 মন্ত্রী ।      গত রাত্রি থেকে স্কন্দর নিরুদ্দেশ ।  
 জয়ন্ত ।      সেকি !  
 মন্ত্রী ।      ই্যা । এবং আমাব মনে হয় রাণীর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে  
 এ সংবাদের কিছু যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয় ।  
 জয়ন্ত ।      আপনি কী বলছেন মন্ত্রী মশায় ? ( উচ্চ হাস্য করিয়া )

উঠিল) সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চাইতে আমি  
তাকে বেশী চিনি!

স্বমিত্রা। এর সঙ্গে রত্নার নিকরদেশ হওয়ার আমি কোন যোগসূত্র  
খুঁজে পাচ্ছি না দাদা।

মন্ত্রী। মা, তুমি এখনও বালিকা। মানব চরিত্রের বিচিত্র লীলা  
বুঝতে এখনও তোমাব দেবী আছে মা।

স্বমিত্রা। মানব চরিত্রের লীলা হয়ত আমি বুঝিনে—কিন্তু হৃৎকেন্দ্র  
নিকরদেশ হওয়ার প্রসঙ্গে আপনি যদি বত্সাব চরিত্রের প্রতি  
কোন ইঙ্গিত ক'রে থাকেন, তাহলে আপনি ভুল কবেছেন  
মন্ত্রীকাকা।

মন্ত্রী। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত—আমি সংসারের অনেক কিছুই  
দেখেছি মা। দেখে শুনে এই বুঝেছি, পৃথিবীতে অসম্ভব  
বলে কিছু নেই।

জয়ন্ত। অসম্ভব—অসম্ভব—মন্ত্রীমশায় অসম্ভব। সুন্দর—আমার  
বন্ধু—আমাব আবালা সহচর,—সুখে দুঃখে বিপদে—  
আপদে যে ছায়ার মত আমাব অনুসরণ কবেছে—সেই  
সুন্দর—। এ কথা মনে আনাও পাপ! কিন্তু আমার কোন  
উপায় নেই। কোথাও আমি যেতে পারবো না। আমি  
অজয়ের কাছে বাক্যবদ্ধ, সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি  
কোথাও যাবো না। ক্ষত্রিয়ের বাক্য—রত্নাব যদি মৃত্যুও হয়  
—তবু সে বাক্য আমি লঙ্ঘন কবতে পারবো না। উপায়  
নেই—কোন উপায় নেই।

মন্ত্রী। , আমি আর একটা হুঃসংবাদ তোমাকে দেব  
বাবা।

জয়ন্ত । বলুন। আমি আজ যে কোন দুঃসংবাদের জন্ত প্রস্তুত ।

মন্ত্রী । অজয়কুমার কামরূপ প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছেননা ।

জয়ন্ত । পথ পাচ্ছেনা ?

মন্ত্রী । পথ পাচ্ছেনা । যে পৰ্ব্বতমালার মধ্য দিয়ে কামরূপ রাজ্যে অজয়কুমার প্রবেশ কবেছিলেন—সেই পথটাই আমাদের সেনাবাহিনী আবিষ্কার করতে পারেনি । ফলে তারা সমস্ত কামরূপ রাজ্যের চতুঃসীমা অবরোধ কবে বসে আছে ।

জয়ন্ত । অবরোধ কবে কতদিন বসে থাকবে ?

মন্ত্রী । সে কথা দূতের মুখে অজয়কুমার জানাননি । তবে তিনি অবরোধেব কাবণ জানিয়েছেন ।

জয়ন্ত । কী কারণ ?

মন্ত্রী । তাঁর অভিযত হচ্ছে যে কোন একটা রাস্তা দিয়ে রাজ্যেব লোক বাইরে আসেই । কেননা কামরূপের ভূমিজাত শস্তের পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয়, যাতে ক'রে রাজ্যের লোকের সম্বৎসর কাটতে পারে । অতএব বাইবে তাদের আসতে হবেই । এইভাবে চতুঃসীমা অবরোধ করে থাকলে সে পথ জানা যাবেই ।

জয়ন্ত । যুক্তিটা মন্দ নয় । তবে ওতে যে কোন কাজ হবে এমন কথা আমার মনে হয়না মন্ত্রীমশায় ।

মন্ত্রী । কেন ?

জয়ন্ত । কেননা—এই ছেলেমাছুষী চালে বিপ্রদেবকে পবাজিত



করা যাবেনা। তাঁর কুটবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এই অবলম্বিত  
সম্ভাবনা আগে থেকেই জেনে রেখেছে।

মন্ত্রী। তোমাব কি ধারণা অজয় পরাজিত হয়ে ফিরে  
আসবে ?

জয়ন্ত। ধারণা নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

( রক্ষীর প্রবেশ )

জয়ন্ত। কী সংবাদ ?

রক্ষী। কামরূপ সীমান্ত থেকে যুবরাজ অজয়কুমার মহারাজকে  
এই পত্র পাঠিয়েছেন।

জয়ন্ত। অজয়েব পত্র, দেখি দেখি !

[ পত্র দিয়া রক্ষী চলিয়া গেল,  
পড়িতে পড়িতে জয়ন্তের মুখ উজ্জ্বল হইয়া  
উঠিল ]

জয়ন্ত। মন্ত্রী মশায় ?

মন্ত্রী। কী জয়ন্ত ?

জয়ন্ত। আপনি পড়ুনতো—আপনি পড়ুনতো—আমি বোধ হয়  
ঠিক পড়তে পারিনি।

( পত্র দিল )

মন্ত্রী। ( পাঠ করিলেন ) দাদা। বড়ার নিরুদ্দেশ সংবাদ পেলাম।  
তোমাব মনের অবস্থাও বুঝতে পারছি। বাক্যদত্ত—  
কোথাও বেবোতে পারছেননা। আমিও এদিকে কামরূপ  
প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় সর্বদিক দিয়ে  
বিচার কবতে গেলে তোমার সাহায্য ব্যতীত কিছুই সম্ভব  
হবেনা মনে হয়। তাই আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।

জয়ন্ত । স্মিত্রা । আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি পেয়েছি ।  
মন্ত্রীমশায় আমার অশ্ব সজ্জিত করতে বলুন । আমি  
কামরূপ যাবো । আমি সে পথ চিনি—আমি না গেলে  
অজয় কিছু করতে পাববে না ।

মন্ত্রী । তুমি এ সময় এখান থেকে গেলে—

জয়ন্ত । হ্যাঁ আমি যাব মন্ত্রীমশায় । আমি যাব । আমি বুঝতে  
পারছি পুরোহিত তাকে নিয়ে গেছে—আমি না গেলে  
রক্তার জীবন বিপন্ন হবে । সেই নিষ্ঠুর পুরোহিতের কুটিল  
দৃষ্টির সন্মুখে সে মুহূর্তে প্রাণ হাবাবে । যান—যান অশ্ব  
সজ্জার আদেশ দিন ।

স্মিত্রা । দাদা, আমি তোমাব সঙ্গে যাবো ।

জয়ন্ত । তুই কোথায় যাবি স্মিত্রা ? তুই এখানে থাক ! তিন চাব  
দিনেব মধ্যেই আমি রক্তাকে নিয়ে ফিরে আসবো ।  
সেখানে আমাব সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত  
হ'য়ে আছে, ফিরে আসাব আগে কামরূপ রাজ্যকে  
আমি পথেব ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসবো । চললাম  
স্মিত্রা ।

[ দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন ]

স্মিত্রা । মন্ত্রীকাকা ! আমার অশ্ব সজ্জিত কবতে বলুন !

মন্ত্রী । তুমি কোথায় যাবে মা ? স্ত্রীলোকের পক্ষে সে পথ দুর্গম—  
সে পথে আছে অসংখ্য বিপদ ।

স্মিত্রা । আপনি আমার বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন মন্ত্রীকাকা ।  
আপনি তো জানেন—যুদ্ধবিজ্ঞা আপনার চাইতে আমার  
কম জানা নেই । মহাবাজ শত্রুজিতের মেয়ে আমি,

অসমসাহসিক রাজ্য জয়ন্তের বোন—আপনি আমায় বিপদের  
ভয় দেখাচ্ছেন? ছিঃ! বেশ! আপনি যদি অশ্বসজ্জার  
আদেশ দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন—আমি নিজেই সে  
আদেশ দিচ্ছি।

[ দ্রুতবেগে চলিয়া গেল, মন্ত্রী কিছুক্ষণ 'হাঁ'  
করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন ]

---

## ২য় দৃশ্য

[ পর্বতমালার সম্মুখ। অজয়কুমার ও  
তিন চারিটি সৈন্ত দাঁড়াইয়া আছে ]

অজয়। সবদিক খুঁজে দেখেছ ?

১ম। দেখেছি যুবরাজ। সবদিকেই পাহাড়।

অজয়। থাক পাহাড়। অববোধ কবে থাকো—একদিন না একদিন  
কোন লোক বাজ্য থেকে বাইবে আসবেই।  
বুঝেছ ?

২য়। বুঝেছি যুবরাজ।

অজয়। আমি এই পর্বতের পূর্ব-সীমান্ত অনুসন্ধান করিতে যাচ্ছি।  
তোমরা সতর্ক হয়ে পাহাড়া দাও। যে কোন অপবিচিত্র  
লোক দেখলেই তাকে বন্দী করবে। আমি এক্ষুনি ফিরে  
আসবো।

৩য়। যথা আজ্ঞা যুবরাজ।

[ অজয়ের প্রস্থান ]

১ম। কী ব্যাপার ? পাহাড় আগলে আর কতকাল বসে  
থাকতে হবে ?

২য়। কে জানে ! যুদ্ধের সঙ্গে দেখা নেই—শুধু বসে বসে  
ঝিমোনো।

৩য়। যাইহোক। এ রাজ্যটাকে ভাল বলতে হবে—  
টোকবার বাস্তাটি কি রকম কায়দা করে রেখেছে বল  
দেখি !

১ম। ওই কায়দা অবধি। ভেতরে বোধ হয় লোকজন কিছু  
নেই।

২য় । লোকজন নেই কীরে ? শুনছিন্স একটা বিরাট যুদ্ধ হবে ।

৩য় । আপাততঃ পাহাড়ের সঙ্গে ।

১ম । যা বলেছিন্স । কে একটা লোক এদিকে আসছেন ?

২য় । বাস । ধবো আব বন্দী কবো ।

৩য় । তা আব বলতে ।

১ম । চল্ ।

[ তিনজনে গিয়া নীলমাধবকে বন্দী  
করিয়া আনিল ]

নীল । তেত্রিশ বছর বয়সে এদিকে আবাব সৈন্তসামন্ত কেনরে বাবা ?

১ম । যুদ্ধ হবে ।

নীল । কাব সঙ্গে ?

২য় । তা জানিনে ।

৩য় । ধবোনা কেন—তোমারই সঙ্গে ।

নীল । তেত্রিশ বছর বয়সে—আমি যে যুদ্ধ কবতে জানিনা বাবা ।

১ম । তা হলেইত আমাদের জিতবাব সুবিধে হবে । এই নাও তলোয়ার ।

( তলোয়ার ধবাইয়া দিল )

নীল । এই দেখ । তেত্রিশ বছর বয়সে এ আবার কী বিপদ হলো বল দেখি ! ওরে—আমাব যে অস্ত্র ছুঁতে নেই । আমরা সব বোষ্টম কিনা । তাই তেত্রিশ বছর বয়সে অহিংসা ধরেছি ।

- ১ম। চালাকি পেয়েছ ? ধব অস্ত্র—যুদ্ধ কব।
- নীল। এই দেখ। তবু বুঝবে না। ওরে ভাই, অহিংসা আমার, ধর্ম, নইলে—তোদের মত ছু চাবটে সৈন্ত বধ কবা—  
তেত্রিশ বছর বয়সে—আমার পক্ষে কিছুই না।
- ২য়। তোমাব বাড়ী কি কামরূপ রাজ্যে ?
- নীল। কেন বল দেখি ?
- ৩য়। আমরা কামরূপ রাজ্যেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছি কিনা।
- নীল। না, আমার বাড়ী সেখানে নয়।
- ১ম। তবে কোথায় তোমাব বাড়ী ?
- নীল। আমার বাড়ী—তেত্রিশ বছর বয়সে যেখানে—সেখানে।  
তলোয়াবটা নামাও না।
- ২য়। তা নামাচ্ছি। কিন্তু তোমাব পরিচয় বলবে না ?
- নীল। তেত্রিশ বছর বয়সে—না।
- ৩য়। তুমি যুদ্ধও করবে না—পরিচয়ও বলবে না, তবে তুমি কী করবে ?
- নীল। যদি অহুমতি কর—তেত্রিশ বছর বয়সে চলে যেতে পারি।
- ১ম। তাই যাও। দূর হও !
- নীল। তাই যাচ্ছি। ওরে বাবা তেত্রিশ বছর বয়সে যুদ্ধ কীবে বাবা ? ওরে বাবা।
- [ প্রস্থান ]
- ২য়। এ ব্যাটা বাজে লোক।
- ৩য়। তাই হবে।
- [ অজ্ঞের প্রবেশ ]
- অজ্ঞ। বৃথা চেপ্টা। কোনখানেই পথের চিহ্ন নেই ! এ ভাবে কতকাল অপেক্ষা কববো ?

নেপথ্যে । অজয়—অজয়—

অজয় । কে ? দাদার গলা ! কে ?

[ জয়ন্তের প্রবেশ ]

জয়ন্ত । অজয় ! আমি এসেছি ভাই ।

অজয় । বড়াব খবর পেয়েছ দাদা ?

জয়ন্ত । না । তবে যতদূর মনে হয় পুর্বোদ্বীত বিপ্রদেব তাকে সকলের চোখ এড়িয়ে চুবি কবে নিয়ে এসেছেন ।

অজয় । সেকি । কিন্তু আমবা বে পথ খুঁজে পাচ্ছি না দাদা ! কী ক'বে এর প্রতীকার কববো ?

জয়ন্ত । আমি সে পথ চিনি অজয় । আমাব সঙ্গে এস । আজ বাত্রেই কানরূপ বাজ্য আক্রমণ কবতে হবে । নইলে রত্নার জীবন বিপন্ন হবে ।

অজয় । তাই হোক দাদা । সেনাপতি ।

[ সেনাপতির প্রবেশ ]

দৈন্ত সজ্জাব আদেশ দিন ।

[ সেনাপতির প্রস্থান । নেপথ্যে যুদ্ধ

সজ্জার বাজনা বাজিতে লাগিল ।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে হুমিত্রাব প্রবেশ ]

হুমিত্রা । দাদা ।

জয়ন্ত । হুমিত্রা !

অজয় । হুমিত্রা ! তুই কেন এলি ! তুই কেন এলি ?

হুমিত্রা । তোমবা হুজনে জীবন বিপন্ন ক'বে এখানে বড়াব জন্তে যুদ্ধ কববে, আব আমি প্রাসাদে চুপ কবে বসে থাকবো ?

আমিও রত্নাকে ভালবাসি। তাকে ভালবাসার পুরস্কার  
আমরা তিনজনেই সমান ভাগ ক'বে নেবো।

জয়ন্ত।

আজ বুঝতে পারলাম, বড় সত্যই কুহকিনী। নইলে  
তোকেও সে যুদ্ধবাত্মা কবিয়েছে সুমিত্রা! চল। চল।  
পুবোহিতেব জীবনে আজই শেষবাত্মি!

[ সকলে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নেপথ্যে বাজনা বাজিতে লাগিল ]

---



## শেষ দৃশ্য

[কামরূপ রাজ্যের পূর্বোক্ত মহাকালীর মন্দির। রাত্রি তিনটা বাজে। সিঁড়ির সর্বত্রই অন্ধকার—কেবল মন্দিরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। দূরে পাহাড়গুলি অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাইতেছে। পা টিপিয়া টিপিয়া হুন্দর প্রবেশ করিল। সোপানের পাদদেশে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। জুতা খুলিয়া আরও সন্তর্পণে সে সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের দিকে উঠিতে লাগিল। মন্দিরের সম্মুখে সর্বোচ্চ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আবার সে চারিদিক দেখিয়া লইয়া চট করিয়া মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া নৈবেদ্য হইতে একটি ফল তুলিয়া মুখে কামড়াইয়া উহা সর্বত্র ছিটাইয়া দিতে লাগিল। তারপর একটি কলা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় বাহিরে কর্কশ কণ্ঠে একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া হুন্দর নামিয়া আসিল এবং নীচে দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল। তার পর কলা খাইতে খাইতে কহিল।]

হুন্দর। এতেই হবে। খেয়েছি—ছিটিয়েছি—আর দেখতে হবে না। মুখ বাখিস মা। এবার পালানো যাক।

[সম্মুখ দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ দূরে খড়মের শব্দ হইল। হুন্দর ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে দাঁড়াইল।]

সুন্দর । সেবেছে । এই দিকেই আসছে । পালাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে । চূপ চাপ লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়িয়ে থাকি । দেখাই যাকনা কী হয় ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাষ পুরোহিত  
বিপ্রদেব খডমপায়ে দিয়া কমণ্ডলু হস্তে প্রবেশ  
করিলেন । প্রায়াক্ষকার প্রাক্ষণে অপরিচিত  
মমুজমূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, এবং  
ভীক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন  
করিলেন ।]

বিপ্র । কে তুমি ।

সুন্দর । আজ্ঞে—আমি অভিমন্যু ।

বিপ্র । অভিমন্যু ।

সুন্দর । আজ্ঞে হ্যাঁ, বাহে ঢুকে পড়েছি, কিন্তু—বেকুবাব বাস্তা পাচ্ছিনে । কাজেই মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবতে হবে ।

[ পুরোহিত আরও ভীক দৃষ্টিতে তাহাকে  
লক্ষ্য করিলেন । ]

বিপ্র । তুমি বাজা জয়ন্তেব সহচর না ?

সুন্দর । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

বিপ্র । তুমি আবাব কেন এসেছ ?

সুন্দর । আজ্ঞে আবাব কোথায় এলাম ? এসেছিলাম তো ঐ একবাবই । এখন শুধু তাব পুনরাবৃত্তি করছি ।

বিপ্র । অর্থাৎ তুমি যাওনি ?

সুন্দর । আজ্ঞে না ।

বিপ্র । হঁ । শীলার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

সুন্দর । আজ্ঞে না । তাকে খুঁজে খুঁজেই তো—

বিপ্র । এ জীবনে তাকে আর খুঁজে পাবে না । তার আশা ত্যাগ  
করো ।

সুন্দর । আপনার আদেশে জীবন ত্যাগ কবতে পারি—আশা ত্যাগ  
তো সামান্য কথা । তাহ'লে আমি এবাব যেতে পারি ?

বিপ্র । না ।

সুন্দর । আজ্ঞে যাবোনা ।

বিপ্র । ভালই হয়েছে, সভ্যদেশের লোক—স্বেচ্ছায় যখন এসে  
পড়েছে শমনের মুখে—তখন আব তোমার নিস্তার নেই ।  
আজ বাত্রে মহাকালীর পূজায় তোমায় বলি দেওয়া হবে ।

সুন্দর । আমায় বলি দেবেন ?

বিপ্র । ই্যা ।

সুন্দর । ইয়ে হয়েছে—তাব চেয়ে আমায় কেন ভেড়া করুননা ।  
তবু যাহোক ভবিষ্যতে মানুষ হবাব একটা আশা থাকবে ।

বিপ্র । সভ্য দেশের আবেদন আমি বুঝিনে । অতএব কান্না  
নিশ্বল । সোমদেব ।

[ সোমদেবের প্রবেশ ]

সোম । গুরুদেব ।

বিপ্র । এই সুসভ্য বাজ সহচরকে পাহারা দাও । পূজান্তে মায়েব  
সম্মুখে একে বলি দেওয়া হবে ।

সোম । যথা আজ্ঞা প্রভু ।

[ বিপ্রদেব সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন,  
তাবপব কী ভাবিয়া কিরিয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরকে  
কহিলেন ]

বিপ্র । আজ তোমাদেব সকলের জীবনের শেষ বাত্ৰি । আমার

পূজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের রাজা জয়ন্ত, রাণী বত্সা, তুমি, পশ্চিমধ্যে তোমাদের বিপুল সেনা বাহিনী, নিঃশব্দে মৃত্যু বরণ করবে। পৃথিবীর কোন শক্তির শক্তি থাকবে না তাদের রক্ষা করবাব—বুঝেছ ?

সুন্দর । আজ্ঞে হ্যাঁ ।

[ বিপ্রদেব উঠিয়া গেলেন, এবং মন্দিরের  
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন ]

বিপ্র । সোমদেব ।

সোম । প্রভু ।

বিপ্র । সর্বদা সতর্ক থেকো, কেউ ঘেন এসে আমার পূজার ব্যাঘাত সৃষ্টি না কবে। আজকেব পূজায় ব্যাঘাত হ'লে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে বুঝেছ ?

সোম । বুঝেছি—গুরুদেব ।

বিপ্র । শীলার বন্ধন মোচন করবাব আদেশ দাও। পূজাস্তে এই সভ্য মানুষ্যের বলিব সময় তাকে আমার প্রয়োজন হবে। এব তপ্ত বস্তু সে নিজ হাতে মায়েব চরণে নিবেদন করবে। বুঝেছ ?

সোম । বুঝেছি—গুরুদেব ।

বিপ্র । যাও—বিলম্ব করোনা। আব হ্যাঁ, বত্সাকে এখানে নিয়ে এস ।

সুন্দর । বত্সা । সে কীবে বাবা । মুখ বাখিস মা, মুখ বাখিস ।

[ সোমদেব গ্রহণ করিল। বিপ্রদেব  
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় পরিগ্রহ  
করিলেন। ইতিমধ্যে শীলা ছুটিয়া আসিল।

মন্দিরের মধ্য হইতে পুরোহিতের কণ্ঠ শোনা  
গেল ]

বিপ্র । মা, মহাকালী, করুণাময়ী নৃমুণ্ডমালিনী মা ! আজ আমার  
আশা পূর্ণ কর মা । তোব এই শত বৎসরের বৃদ্ধ সেবককে  
আজ তাব আকাজ্জিত বব দে মা । আমি যেন পূজাস্তে  
এই সভ্য সমাজেব ধ্বংস সাধন কবতে পারি মা । তোব  
সেবিকা রত্না আজ পথভ্রষ্টা, বাজ্যের রীতিনীতি ভুলে সে  
আজ বিদেশীর কণ্ঠলগ্না—তাকে আমি যেন শাস্তি দিতে  
পারি—আমায় এই শক্তি দে মা,—সর্ব্বদুর্গতিহারিণী,  
মহাকালী ।

[ অামেন করিয়া আসনে বসিলেন ]

শীলা । ( নিম্নকণ্ঠে ) সুন্দর ।

সুন্দর । শীলা ।

শীলা । পেবেছ ? পূজাব আয়োজন অন্তরু কবতে ! পেয়েছ ?

সুন্দর । পেবেছি শীলা—আজকেব সমস্ত আয়োজন আমি উচ্ছিষ্ট  
কবে দিযেছি ।

শীলা । তুমি আমায় বাঁচিয়েছো সুন্দর ! তুমি আমার প্রণাম নাও ।

[ নেপথ্যে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা  
গেল । সোমদেব রত্নাকে সেখানে লইয়া  
আসিন । রত্নার চোখ দুইটি বিস্ফারিত  
বাহুজানশূন্য । ]

বিপ্র । ( পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের মন্ত্র )

[ হঠাৎ ধ্যানের মাঝখানে—নেপথ্যে  
নানারূপ বীভৎস চীৎকার উঠিল । পুরোহিত  
মবিস্ময়ে দাঁড়াইলেন, তারপর চীৎকার করিয়া  
উঠিলেন ]

বিপ্র ।

সোমদেব ! সোমদেব ! ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র ! আমার মায়ের  
পূজা কে অপবিত্র ক'বে দিয়েছে—আমাব সর্বনাশ করবার  
জ্ঞে কে এই কাজ কবেছে—সোমদেব কে এই কাজ  
কবেছে ? মা-মা—সর্বসম্ভাপহাবিনী মহাকালী ! সন্তানেব  
অজ্ঞানরূত অপরাধ মার্জনা কব মা । আমি জানতে  
পাবিনি—মাগো আমি জানতে পাবিনি । আমি এর যোগ্য  
প্রতিশোধ নেবো—তুই বোম সম্বরণ কব মা—মহাকালী ।  
মা—মা—মা ।

[ হঠাৎ ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হইল । দেখা  
গেল বজ্র পড়িয়াছে পুরোহিত বিপ্রদেবের  
মাথায় । তিনি স্থিৰভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।  
তাঁহার চাবিরিতে দাউ দাউ কবিয়া আগুন  
অলিতে লাগিল । সহসা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের  
ওম্ ওম্ শব্দ উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে  
মন্দিরের সোপান, চূড়া ও দেওয়াল ইত্যাদি  
ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল । এবং স্থানের  
অট্টহাস্ত কাণে আসিতে লাগিল । দ্রুতপদে  
প্রবেশ কবিল জয়ন্ত, অজয় ও সুমিত্রা । জয়ন্ত  
বজ্রকে বাহুপাশে বন্ধন করিল । ]

জয়ন্ত ।

বত্না ! বত্না ! কোন ভয় নেই । চেবে দেখ পুরোহিতের  
মৃত্যু হয়েছে । বত্না !

[ বত্না শিহবিধা ঘেন ঘুম হইতে জাগিয়া  
উঠিল । তারপর পুরোহিতের দিকে চাহিয়া  
একট প্রকাণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জয়ন্তের  
বাহতে মাথা রাখিল । ]

সুন্দর । ( শীলাকে ) ইয়ে হয়েছে —

[ শীলা তাহার দিকে চাইতেই সে নিজের  
বাহু দেখাইয়া শীলাকে সেখানে মাথা রাখিতে  
ইঙ্গিতে মিনতি জানাইল । শীলা কৃত্রিম কোপে  
জবুটি করিল, তারপর কহিল ]

শীলা । ধ্যান ।

[ ছুটিয়া পলাইতেই সমাপ্তির ঘবনিকা নাথিয়া আসিল । ]

—

( ২৩ পৃষ্ঠায় গ্রাম্য বালিকাগণের প্রশ্নানের পর ও  
শীলার প্রবেশের পূর্বে )

নীলমাধব । না না এসব আমার ভাল লাগে না, বাত তিনটেব সময়  
ঘুম ভাঙিয়ে এ ধবণের ইয়াবকি আমার এই তেত্রিশ বছর  
বয়সে ভাল লাগে না—

মাধবী । ইয়াবকি আবার কোথায় দেখলে ? বুড়ো হ'য়ে তোমার  
ভীম্বতি ধরেছে । বলি পুৰোহিত যে মা কালীব পূজায়  
বসবেন, সে খেয়াল আছে ? না গেলে কি আর রক্ষে  
থাকবে ।

নীলমাধব । না—না এসব কী ? পূজায় বসবেন—পূজো কবে উঠবেন—  
সকাল বেলায় পেসাদ পতুর বাডীতে বাডীতে পাঠিয়ে  
দেবেন । তানয়—রাত তিনটেব আমাব কাঁচা ঘুম  
ভাঙিয়ে এসব কি ?—

মাধবী । কাঁচা ঘুম—। এর নাম বুঝি কাঁচা ঘুম ?

নীলমাধব । নয়ত কি— ? সেই সন্ধ্যে সাতটায় শুয়েছি—রাত তিনটেয়  
তেত্রিশ বছর বয়সে কাঁচা ঘুম নয়ত কি পাকা ঘুম হবে !  
পাকা ঘুম হবে সেই ভোর সাতট। সাড়ে সাতটাব আগে  
নয় ।

মাধবী । তোমার পাকা ঘুম হবে মরলে ।

নীলমাধব । দেখ । তেত্রিশ বছর বয়সে আমি তোমায় সাবধান করে  
দিচ্ছি—যখন তখন অমন ভাবে আমায় মরিয়ে দিও না ।  
যানে, কোন দিন যে তোমাতে আমাতে তেত্রিশ বছর



বয়সে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে—তার কিছু ঠিক নেই।

ও। আমি মরলে তোমাব খুব স্মৃতিধে হয় ?

মাধবী। অস্মৃতিধেই বা কী ! একবার ম'রেই দেখ না।

নীল। তা একেবারেই যে পারি না সে কথা মনে কোরোনা।

তবে মরার অস্মৃতিধে কোথায় জান ? তেত্রিশ বছর বয়সে মবলে আর ফিরে আসা যায় না।

মাধবী। আব কিবে এসেই বা কী করবে ? বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি যা বইল আমিই দেখবো। শুন'বো, তোমার কিছু ভাবনা নেই—তুমি মর।

নীল। হঁ। এই ভয়ই আমি কবছিলাম ! তেত্রিশ বছর বয়সে এই ভয়ই আমি কবছিলাম আমি মরি—আব তুমি মনের আনন্দে আমারই বুকে বসে আমাবই দাড়ি ওপড়াও—না ?

মাধবী। হ্যাঁ, আমাব দায় প'ড়েছে। ভাবিতো কানাকড়ির সম্পত্তি তার জন্তে যেন আমার ঘুম হ'চ্ছে না। দাগুগে তুমি বিলিয়ে থাকে ইচ্ছে তাকে। ( কাঁদিয়া ) বাবাব যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—বেছে বেছে শেষকালে আমাকে দিলে কিনা এক ঘাটের মডাব হাতে।

নীল। এঁ্যা। কি বললে ? ঘাটের মড়া। তেত্রিশ বছর বয়সে ঘাটের মড়া ?

মাধবী। তেত্রিশ—তেত্রিশ—তেত্রিশ—তেত্রিশ তোমার হাঁটুর বয়স। লজ্জা কবে না অত কম বয়স বলতে ? চুল পেকে গেছে, দাঁত প'ড়ে গেছে, বাস্তবিক কাশীর চোটে গুঁর ঘুম হয় না—গুঁর হ'ল তেত্রিশ বছর বয়স।

নীল। ঘাটের মড়া।

[ বাটিতে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া  
কাঁদিতে লাগিল ]

[ স্বামীকে কড়া কথা বলিয়া মাধবী  
মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল এখন তাহাকে  
কাঁদিতে দেখিয়া দয়া আরও বাড়িয়া গেল।  
একটু পরে সে উপবিষ্ট স্বামীকে কাছে গিয়া  
কহিল ]

মাধবী । হ্যাঁগা ! বাগ কবলে ?

নীল । হুঁ !

মাধবী । চলো, মন্দিরে যাবে না ?

নীল । হুঁ হুঁ ।

মাধবী । এই দেখ । পথেব মাঝে কী কাণ্ড আরম্ভ ক'রলে ।  
ওগো, চলো ! তবে তুমি থাক এখানে পড়ে । আমি যাই,  
গিয়ে শীলা দেবীকে বলছি তোমাব সব গুণের কথা ।

[ প্রস্থানোত্তরা,—হঠাৎ নীলমাধব কাঁদিতে  
লাগিল ]

নীল । শুনে যাও ।

মাধবী । কী !

নীল । নিকটে এস ।

মাধবী । কী, বল !

নীল । ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) এই চাবি গাছটা নাও, বাড়ী যাও !  
সিন্দুক খুলে পাঁচটা পয়সা নিয়ে এস । তেজ্রিশ বছর বয়সে  
একটা পেন্সাম করতে হবে তো ।

মাধবী । হ্যাঁগা, তা আমি একলা যাব কেন ? তুমিও এস না—  
বেশ দুজনে একসঙ্গে গল্প কবুতে কবুতে যাই ।

নীল । আমি কি আর অতটা দূর এই তেত্রিশ বছর বয়সে হেঁটে যেতে পারবো ?

মাধবী । কেন পারবে না ! তেত্রিশ বছর বয়স হলে কি হবে, গায়েতো তোমার জোর একটুও কমেনি । বাপরে, কাল তোমাব গায়ের জোর আমি দেখেছি ।

নীল । দেখেছ—না ? তেত্রিশ বছর বয়সে কী রকম ক'রে গায়ের জোর দেখিয়েছিলাম বলতো ।

মাধবী । সেই যে উঠোনে—তুলসী গাছের ছোট্ট চারাটা ছিল, সেটা একটানে উপড়ে ফেলে দিলে ! বাপবে বাপ !

নীল । ত'হলে দেখেছ ? কি বল ? তেত্রিশ বছর বয়সে দেখিয়ে দিলাম একবার । ঠাও—চলো !

মাধবী । চলো !

[ বাইতে বাইতে হঠাৎ নীলমাধবের কাশি

উঠিল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল ]

নীল । তেত্রিশ বছর বয়সে শালাব কাশিটা কী রকম জম্ব ক'রলে বল দেখি ! ওরে বাবা !

মাধবী । ছুটে গিয়ে পয়সা পাচটা নিয়ে আনি—কেমন ? তুমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে একটুখানি বিশ্রাম কব ! আমি যাব আর আসব ।

[ প্রস্থান ]

নীল । মা-মাধ—ধাক্কে ! পিছু ডাকবো না ! আসুক পয়সাটা নিয়ে । তেত্রিশ বছর বয়সে কাশিটাই সব বিগড়ে দিলে ! মাধবী বকুক আর ঝকুক—মনে মনে ভালবাসে খুব—মাধবী বড় ভাল মেয়ে—মাধবী বড় লক্ষ্মী—মা—

বাইতেছিল। এখনও তেত্রিশের বাবা বাবা  
দেখিরা সে নীলমণ্ডকে ঠাস করিয়া  
চউ মারিল]

তুমিই তা'হলে মারলে ?  
এখনও বাইরে কেন ?  
নইলে তেত্রিশ বছর বয়সে ভেতরে গিয়ে কী করবো বাবা ?  
মন্দিরে যাবে না ?  
যাব বৈকি ! তেত্রিশ বছর বয়সে—রাত তিনটের সময়  
মন্দির ছাড়া আর কোথায় যাব ?  
চল ।  
একটু অপেক্ষা করছি ।  
চল । চল ।

[ থাকি দিতে দিতে তাহাকে লইয়া গ্রন্থান  
কবিল ]



## EDITORIAL NOTES :

China's People's Congress and India's Proposed Constituent Assembly; British Government's Attitude to Present Deadlock in India; Gandhiji on Mr. Amery's Statement; Pandit Jawaharlal Nehru on the British Attitude; Pandit Jawaharlal on Launching, Postponing or Giving Up Satyagraha Progress of Education in British India During 1932-37; "Gross Tyranny" of Bose-League Majority in Calcutta Corporation; Pandit Jawaharlal Nehru on the Work of the National Planning Committee; Allahabad National Planning Committee; Allahabad University Alumni at the I. C. S. Competition; "Germany's Victory Would Be Disaster for India and the World; Costal Defence Unit; President-Elect of Nellore Political Conference, Withdrawal of German Balances in U. S. A. Banks, President's Address at the Azad Muehm Conference; Position of Minorities Under Bombay Congress Government, A Third Teachers' Training College for Bengal, Dr. Sunderland on Emerson and His Friends, "Fifth Columnists"; Reconstitution of the British Cabinet, Emergency Legislation in Britain, "Untouchability the Root

Cause of India's Downfall"; Independent, "Demands; Sound Advice to Bengal Zemindars; Duty"; British Government's Plans for the "Peace of India"; Viceroy's Broadcast: "Unity, Concord, Faith"; All-India Hindu Mahasabha Working Committee's Resolutions; The Non-official Cry for Unity for the Official Defence of India; A Crying Evil in the Postal Department; "India's Rights to Frame Her Own Constitution" What Promises Parliament is Bound to Honour; Report of the Flood Commission; Bootee Conferences at Dacca; Surandranath Tagore, Kalimohan Ghose; George Lansbury; Constructive Endeavours in China, Capitulation of the King of the Belgians; More Women's Colleges in Bengal; And Higher Education for Women; Is There a Difference Between Dominion Status and Independence?; Soviet Rebuff to Britain; Regulations for Suppressing British Newspapers If Necessary; The Capture of Narvik in Norway By Allies; U. S. A. Help to Allies; A Tribute to Dinabandhu Andrews From South Africa; "The Commonwealth of India Bill".

There are also the usual features: Reviews and Notices of Books, Indian Periodicals, Foreign Periodicals, Comment and Criticism, and several Plates" besides many pictures in the text of the articles.

# THE MODERN REVIEW OFFICE,

120/2, UPPER CIRCULAR ROAD,  
CALCUTTA



সর্বস্ব  
১০০০  
ঘন্টা  
জ্বালায়



১৯৩৫ সাল হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট,  
মিউনিসিপ্যালিটি, পি, ডবলিউ, ডি,  
কোম্পেয়ে, দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি কর্তৃক  
নিত্য ব্যবহৃত ও প্রমাণিত।

পি সের্জনা ইলেকট্রিক ল্যাম্প  
—ওয়ার্কস লিমিটেড—  
১৪, আইড ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

দোকানের সাজুত অথবা সজারের  
তাদের কৌতূহলও বৃদ্ধি পায়।  
বিক্রীর যেটা গোড়ার কথা—সাধা-  
বগের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জ্বল আলোর  
ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হয়।  
ভোরালো আলোর সাহায্য গ্রহণ  
করুন। দেখবেন এই হবে আপনার  
সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রেতা।



ফাল্গুণী ইলেকট্রিক সামগ্রী বণ্টনালয় লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত

উন্মাদ রোগ, মানসিক সীতা, নিদ্রাহীনতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, ভ্রমাবহ মস্তিষ্ক-বিকার, অত্যাচ রক্তের চাপ এবং যাবতীয় মানসিক ও স্নায়বিক রোগের ঔষধ।

ঔষধমধ্যে ইনসানিলকে দৈবপ্রদত্ত বলিলেও চলে। ভাবতবার্ঘ ইহা এই প্রথম আসিয়াছে। বিপত ৬০ খৃস্টাব্দে জগতের লক্ষ লক্ষ রোগী ইহাকে সকল প্রকার মানসিক ও স্নায়বিক রোগে অমোঘ ঔষধিষেক বলিয়া জানিয়াছে। বহু ভাস্কর, হাসপাতাল, উন্মাদ আশ্রম কর্তৃক সারা পৃথিবীতে ইহার ব্যবহার সাক্ষ্যাপূর্ণ হইয়াছে। উন্মাদ রোগের অতি দুর্বল অক্রমণেও ইহা অত্যন্তদ্রুত ফলপ্রসূ হয়। ইহাতে লুমিনাল, স্কোরাল হাইড্রেট, পোটাস ব্রোমাইড, আক্টি-মার্কিনা, হেনবেন ইত্যাদি জাতীয় কোনরূপ মাযাষ্মক বা হানিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত নাই।

এই অদ্ভুত ট্যাবলেট নিম্নে যে মানসিক বিকার উপশম করে এবং তাহার ফলে গাঢ় ও শক্তিসম্পন্ন নিদ্রা হয়। ইনসানিল উচ্চশ্রেণীর বিশুদ্ধ বস্তু এবং ইহার উপকরণ-আদি সাধারণের গোচরীভূত। ইহা ব্যবহারের পর ঘটনাধিকার মধ্যে দেহ-মন শান্ত ও স্থির হয় এবং কয়েক দিনের ব্যবহারে নূতন জীবনভার মত উপকার হয়।

আজকালকার জীবনসমস্যায় ইনসানিলের একান্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ এক বোতল হাতেব কাছে রাখা উচিত।

মূল্য ৫০ ট্যাবলেটের শিশি ৪- টাকা।

সকল ঔষধালয়ে প্রাপ্য। নহিলে পাইবার ঠিকানা—

হেন্সিং এণ্ড কেণ্ডি পোঃ বক্স ৩২৩ (P.M.C.) রিডে হাউস, হর্নবি রোড, বোম্বাই।

ষ্ট্রিকিটস্: রাইমার এণ্ড কোং—আগতোর মুখার্জীর রোড, কলিকাতা।

হুসেন ওয়ানজী এণ্ড কোং—৮৪, বর্ডলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

পাণিনির ব্যাকরণ, কে-নি-এস-আই

ভেষজ

ব্যবহার আয়ুর্নিকতার অত্যন্ত নিদর্শন। ইহার  
বহুল প্রচাৰ যেমন আপনাদে অৰ্থ বন্ধাব সহায়ক,  
ঔষধপক্ষে নিজ হিসাবে কৰা দেওৱানওঃস্থযোগ। ইহি



# দি এম্পোপিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ট্রিষ্টুয়ানিঃ

—আফিস—

গণনাগর	ত্ৰিমকল	তাকা
আগরভলা	নায়েশ্বনগর	নায়েশ্বগঞ্জ
কৈলাসগর	ভাষাভি	চকবাধা (তাকা)
কমলাগর	আফনিরগঞ্জ	জোড়হাট (আনাম)

বহাৰাছকুনাৰ ক্ৰিঅৰেজ্ঞেকিশোৱ দেববৰ্ণা  
—ম্যা: ভিয়েট্টাই।

পুৰাণ—৪

২৫

সোম ৩ ভবন

ভাষ ১৫, ১০ পায়সা

পুস্তকৰ কৰা মূল্য বৰ্দ্ধি হয় নাই।

# হোমিও পুস্তক

পাণিনিবৃত্তিক ভিকিৎসা

একমাত্ৰ বপ্তভাষাৰ সোৱালগ্ৰন্থৰ অধিক বিক্ৰম হইয়াছে।  
হিন্দী, উৰ্দু, উড়িয়া, জৰ্জাৰী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাৰ  
অনুবাদিত হইয়াছে। ১৪শ সংস্কৰণ—৩০, বহুত্ব—১০  
আনা। বৈৱৰেবৰি—১০ আনা, হাৰ ও বসন্ত—১০ আনা,  
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—(মাসিক পত্ৰিকা) সত্যাক ৩ টিকা।

প্রকাশক—

এম, ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড কোং  
ইকনমিক মনোমুখী, ৮৪ ক্লাইভ ট্ৰিট, কলিঃ

হুনিয়া আৰু—মহেশ্বৰাধাৰ—হুনিয়া।  
ঢাকা আৰু—পাটুয়াটলী—ঢাকা।



# নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

ফোন—কলিঃ ৩২৫৬ (তিন লাইন)

শতকরা ৭½ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে  
আদায়ীকৃত মূলধন ২০০,০০০ টাকার উপর।

১৩৩৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত—

আমানত করা—

১,২৬,২৫,৫৩৭৫ পাই

নথায় ভরবিধ গবর্ণমেন্ট

লিকিউরিটি ইত্যাদি

৪৫,৪৮,৫৪৬৬ পাই

## অফিসসমূহ

কলিকাতা, আমবাাজার, ষারিনান রোড, ভবানীপুর,  
বালীগঞ্জ, হাওড়া, ঢাকা, বরেন্দ্রনগর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী,  
কুমিল্লা, বক্সীকোট, গাউন। আমদান্যপূর, শাকটী, চাইয়ানা,  
শিখর, গৌহাটী, ডেবপুর, ধুবড়ী, নওগাঁ, কাপপুর, লক্ষ্মী,  
কলিঃ ও নিউ দিল্লী।

আমেরিকি ডিমহেইর—ডিঃ স্কঃ এন. সাকারান

দৃষ্টিশক্তিৰ মরামত

মুখমণ্ডলের

শিথিলি

কলিকাতা



এমলি চন্ডমারে চাই

কলিকাতা অপিটকাল কো.

প্রসিদ্ধ ৩ মস্তান্ত চন্ডমা বিপ্লবতা  
৪৫ আমদানী ফুট কলিকাতা

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশীয় নিবন্ধিত সর্বজনীন বীমা-প্রতিষ্ঠান

# হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

৩২ বৎসরকাল

বীমাকারী ও ঊাহার পরিজনবর্গের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইয়া আসিতেছে

## আর্থিক পরিচয়

নুতন বীমা	...	...	৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর
চলতি বীমা	...	...	১৬ " ৩৪ লক্ষের "
বীমা জরুরি	...	২ "	২৬ " "
মোট সংস্থান	...	৩ "	৬৬ " "
মোট আয়	...	...	৮৫ " "
দাবী মোট	...	১ "	৮৫ " "

—হেড অফিস—

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্—কলিকাতা।



ব্রাঞ্চ :—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, মস্কো

নাগপুর, পাটনা, নাগপুর, ঢাকা।

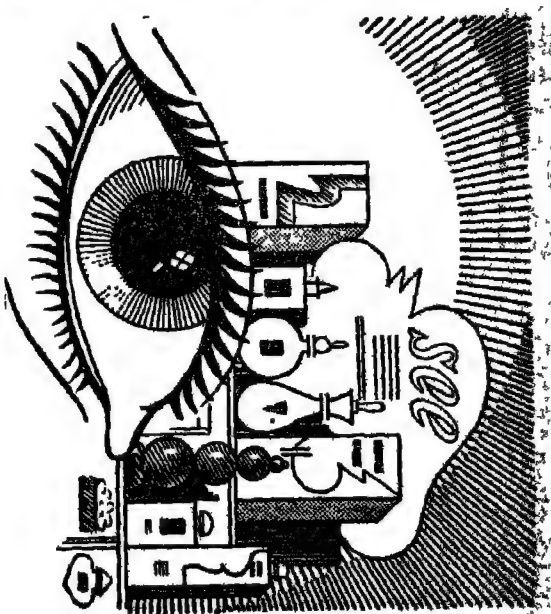


**General**  
জেনারেল  
ইলেকট্রিক  
কম্পানি

দুস্তরের  
জ্যোতির  
পাঞ্জাব দিচ্ছ জ্বলন্ত নান্দাচাঁ  
জ্যোতি উৎকল বস্ত্র  
এই কলমে পথের  
নতুন দাপট আনগল্পে নগরে

পৃথিবীর যে কোনও দেশ হইতে  
আমাদের সর্বত্রই বিদেশী বাতির  
বস্ত্র সর্ববিধের সবকক  
আমি বি, এম, সি, ডি, এম, সি

আলো, জাকর্ষণ বিক্রি



# THE MODERN REVIEW

## FOR JUNE, 1940.

With the publication of The Modern Review for January, 1940, the magazine has entered upon its 34th year.

It maintains its foremost place among Indian monthlies in the number, variety, interest, quality and bulk of its contents.

Its coloured frontispiece and its editorial notes are among its unique regular features.

### PRINCIPAL CONTENTS:

RABINDRANATH AT HOME—Hemlata Devi

IS THE PAKISTAN PROPOSAL A COMMAND PERFORMANCE?—Ramananda Chatterjee  
INDIA'S FREEDOM AND SELF-GOVERNMENT—Major D. Graham Pole

THE IDEAL OF SRI AUROBINDO—Anilbaran Roy

EMERSON AND WALT WHITMAN—J. T. Sunderland

THE DANCE MOTIF IN SOUTH INDIAN TEMPLE SCULPTURES (*illustr.*)—P. S. Naidu

RUBBER TRACED TO ITS NATIVE HOME (*illustr.*)—Moorthy Vasani

VANITA VISHRAM OF BOMBAY (*illustr.*)—K. M. Jhaveri

A BENGALI SAVANT—Pranatha Nath Banerjee, M.A.

THE THEORY OF TWO NATIONS—Prof. Abdulla Sadiq

ART IN A CHANGING WORLD—Elizabeth Dawson

UNIVERSITY OF CALCUTTA AND CHARLES FREER ANDREWS—Asutosh Bagechi

THE WAR AND INDIAN IMPORTS—Manoranjan Gupta, B.Sc.

BENGAL MUHAMMADANS' SHARE OF THE JUTE EXPORT DUTY











